মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২০

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী ব্যাপকতা লাভ করে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি’ *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ٢٣، عدد : ٨، رمضان وشوال ١٤٤١هـ/ مايو ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : দক্ষিণ মেসিডোনিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত ইলোভো শহরে অবস্থিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

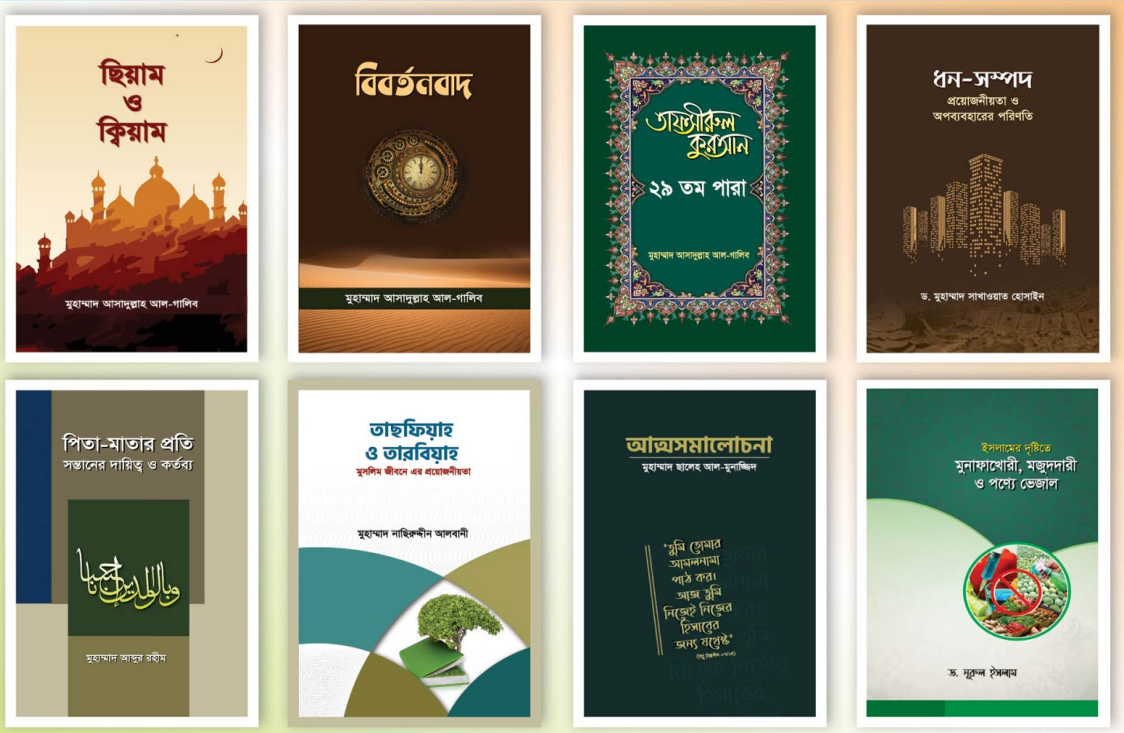

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল ১৪৪১ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বাং
মে ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২
◈ প্রবন্ধ :
♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(শেষ কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
♦ বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় ০৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ *(ফেব্রুয়ারী'২০ সংখ্যার পর)* ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
♦ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান *(শেষ কিস্তি)* ১৮
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
♦ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২৩
-আত-তাহরীক ডেস্ক
♦ যাকাত ও ছাদাক্বা ২৫
-আত-তাহরীক ডেস্ক
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ♦ ইতিহাসের ভয়াবহ সব মহামারীগুলো ২৬
-আত-তাহরীক ডেস্ক
◈ ভ্রমণ স্মৃতি : ♦ সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন *(৩য় কিস্তি)* ২৮
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
◈ হাদীছের গল্প :
♦ রূহ কবয ও মৃত্যুকালে মুসলিম ও কাফিরের অবস্থা ৩১
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
◈ ইতিহাসের পাতা থেকে :
♦ মহামারী থেকে আত্মরক্ষায় বিদ'আতী আমলের পরিণতি ৩৩
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
◈ অমরবাণী : ৩৪
◈ চিকিৎসা জগৎ :
♦ করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবেন যেভাবে ৩৫
◈ কবিতা : ৩৬
♦ এগিয়ে এসো ♦ আল-'আওন
♦ বৃদ্ধাশ্রম ♦ ঈদের খুশী
◈ সোনামণিদের পাতা ৩৭
◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
◈ মুসলিম জাহান ৪০
◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
◈ সংগঠন সংবাদ ৪২
◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

করোনা ও রামাযান

অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের ভয়ে আতংকিত মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছে। সরকারী-বেসরকারী কোন হিসাবেই কারো আস্থা নেই। সবাই অজানা আশংকায় বিষণ্ন বদনে স্বেচ্ছা লকডাউনে বন্দী জীবন যাপন করছেন। এরি মধ্যে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মাহে রামাযান আমাদের নিকট সমাগত। এটা জগদ্বাসীর জন্য সুসংবাদ যে, সর্বত্র একটানা ছ'মাস দিন এসে পড়েনি বা সূর্য মাথার উপর দু'মাইলের মধ্যে এসে পড়েনি। এখনো বাংলাদেশে ষড়ঋতুর আসা-যাওয়া চলছে। এখনো মানুষ সহনীয় তাপমাত্রার মধ্যে বসবাস করছে। সূর্যপৃষ্ঠের ২০০ কোটি ভাগের একভাগ তাপমাত্রা পৃথিবী আগের মতই পাচ্ছে। তার চাইতে তাপমাত্রা একটু বাড়লে পুরা পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেত। তার চাইতে তাপমাত্রা একটু কম হলে পুরা পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যেত। এখনো পৃথিবীটা সূর্য থেকে নিরাপদ দূরত্বে ২৩.৫ ডিগ্রী কোণে হেলে আছে। ওটা এক ডিগ্রী বেড়ে গেলে সব চোখের পলকে শেষ হয়ে যেত। মানুষ হৈ চৈ করারও সময় পেত না। এখনো মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশ থেকে বারি বর্ষণে যমীন সিক্ত হচ্ছে। এখনো মাটি থেকে শস্য উৎপন্ন হচ্ছে। এখনো বৃক্ষকুল আমাদের জন্য সারাদিন অক্সিজেন সরবরাহ করছে। যা না হলে এ ভূভাগে কোন প্রাণী এক মিনিটও বেঁচে থাকতো না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে পাঁচটি স্তরে প্রায় সাড়ে এগারো শত কি.মি. ব্যাপী বায়ু মণ্ডল আজও আমাদের জন্য প্রটেকশন শীল্ড বা নিরাপত্তা ব্যূহ হিসাবে কাজ করছে। যেখানে প্রতিদিন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে সেকেণ্ডে ৬ থেকে ৪০ মাইল বেগে গড়ে ২ কোটির মত উল্কাপাত হচ্ছে। যার কিছু অংশ পৃথিবীতে পৌছলে পুরা প্রাণীজগত এক নিমেষে ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ আমরা নিরাপদ আছি। কারণ বায়ু মণ্ডলে পৌছে জ্বলন্ত উল্কাগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এখনো পৃথিবীতে দিবারাত্রির আগমন-নির্গমন ঘটছে। রাতের পোষাকে আমরা ঘুমিয়ে যাচ্ছি। আবার দিনের তাপ মাত্রায় জেগে উঠছি। এখনো সূর্য কিরণ চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হয়ে তা উত্তাপহীন মায়াময় জ্যোতিতে পরিণত হচ্ছে। যা পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়ে এখানকার অধিবাসীকে পেলব পরশে পরম মমতায় লালন করছে। সাগরে-নদীতে জোয়ার-ভাটার কল্যাণ প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। এখনো ফসল ভরা মাঠ, পাখ-পাখালীভরা জঙ্গল, মাছ ভরা সাগর ও পুকুর বান্দার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এখনো মৃত্যুর সাথে জন্মের সিলসিলা জারি আছে। তবে কেন মানুষ করোনার ভয়ে অমানুষ হচ্ছে? মৃত্যুভয়ে পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? যদি করোনায় তোমার মৃত্যু লেখা থাকে, তাহ'লে তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কার আছে? প্রত্যেক ঔষধের গায়ে যেমন তার মেয়াদকাল লেখা থাকে, প্রত্যেক প্রাণীর তেমনি আয়ুষ্কাল লেখা থাকে। তার আগে কেউ মরবে না। কে কিভাবে কোথায় মরবে, সবই আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারিত। মরতে আমাদের হবেই, এটা নিশ্চিত। অতঃপর তার কাছে ফিরে যেতে হবে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁর দাসত্বের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। আমরা আল্লাহ্র দাসত্ব যথাযথ ভাবে করছি কি-না সেটাই আমাদের জন্য মুখ্য বিষয়। করোনায় ধরবে কি ধরবে না, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। কেবল সামাজিক দূরত্ব মেনে চল। কেননা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন *(বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭)*। অতএব এখনি লকডাউন শিথিল করা আত্মঘাতি কাজ হবে।

সাময়িক মেয়াদে ওটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন আমাদের সাবধান করার জন্য। যাতে আমরা শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরে আসি। বাড়াবাড়ি বন্ধ করলে ওটাকে আল্লাহ উঠিয়ে নিবেন। যেকোন সময় তিনি তার কোন বিজ্ঞানী বান্দার হৃদয়ে চিকিৎসার ফর্মূলা ইলহাম করে দিবেন। ধীরে ধীরে বিশ্ব করোনা মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন ইতিপূর্বেকার ভাইরাস সমূহ বিদায় হয়ে গেছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মূল কথা হ'ল মানুষ কি পাপ পরিত্যাগ করবে? মানুষ কি শয়তানের দাসত্ব ছাড়বে? মানুষ কি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে মাথা নত করবে?

প্রতিবছর একবার করে রামাযান আসে মানুষের মুক্তির সওগাত নিয়ে। হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা-কৃপণতা, সীমাহীন লোভ-লালসা মানুষের সমাজকে হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত করেছে। করোনা কাণ্ডে প্রতিদিন মানুষের চরম অমানবিকতার খবর শিরোনাম হচ্ছে। করোনা সন্দেহে নিজের পিতা-মাতাকে সন্তান ও প্রতিবেশীরা পরিত্যাগ করছে। আবার কেউ সর্বোচ্চ মানবিকতায় প্রশংসিত হচ্ছে। কেউ করোনা রোগীর সাথে দিনরাত কাটিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে এবং সে করোনামুক্ত থাকছে। তাহ'লে ফলাফল তো একটাই হচ্ছে যে, করোনা কাউকে মারে না। বরং করোনার যিনি প্রেরক, সেই আল্লাহ্র হুকুমেই সে তোমাকে ধরবে। আবার আল্লাহ্র নির্দেশ না পেলে সে তোমাকে সুস্থ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। অতএব করোনাকে নয়; বরং আল্লাহকে ভয় কর। সকল পাপ থেকে তওবা কর। আল্লাহকে খুশী করার চেষ্টা কর। আমাদের জীবনের সফরসূচী যদি আজই শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে কাল থেকে শুরু হওয়া চিরস্থায়ী জীবনে যেন জান্নাতবাসী হই, সেই চেষ্টা কর। আর এটাই হল বিচক্ষণ মানুষের কাজ। যারা আল্লাহকে চেনে না, জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয় না, জান্নাতের আকাংখা করে না, তারা কেবল করোনা কেন, একটা গিরগিটি দেখলেও ভয়ে মরে যাবে। আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী মুমিন কোনকিছুতেই ভয় পায় না। সে যতক্ষণ বাঁচে বীরের মত বাঁচে। দু'হাতে কেবল নেকী সঞ্চয় করে। যাতে পাল্লাভর্তি নেকী নিয়ে সে খুশীমনে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। তার সর্বদা কেবল একটাই চিন্তা থাকে, পরকালে জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাত লাভ করা। যেদিন তার সাথে কেউ থাকবে না, কারু কোন সুফারিশ কাজে লাগবে না। কেবল বিশুদ্ধ আক্বীদা, বিশুদ্ধ আমল ও পরিপূর্ণ ইখলাছ ব্যতীত। সেজন্যেই তো রামাযানের প্রতি রাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি আহ্বান জানানো হয়, হে কল্যাণের অভিযাত্রী, এগিয়ে চলো! হে অকল্যাণের অভিসারী, থেমে যাও! এমাসে বহু জাহান্নামী মুক্তিপ্রাপ্ত হবে আল্লাহ্র হুকুমে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*। রামাযানের এই কল্যাণ আহ্বানে সাড়া দেবার কেউ আছে কি? *(স.স.)*।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

(৩০৬/৩৩) পৃ. ১১৩ চতুর্থ তাকবিরে (হাত না উঠিয়ে)...চতুর্থ তাকবির বলে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাজা শেষ করবে।

মন্তব্য : প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে *(বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ১৩/১৪৮; উছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ১৭/১৩৪)*।

(৩০৭/৩৪) পৃ. ১১৪ **(মৃত ব্যক্তির জন্য) দোআর পদ্ধতি**

মৃত ব্যক্তির জন্য দোআকে ইসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানি বলা হয়।...কুরআন খতম, মিসকিনদের খাওয়ানো, দোআ ও মিলাদ মাহফিল করলে জীবিতদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তা মনকে আল্লাহমুখী করতে সহায়ক হয়। তবে ঐ দিনই করতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আর ঐ দিন করলেও শরিয়তে নিষেধ নেই।

মন্তব্য : দো'আকে কখনোই ঈছালে ছওয়াব বলা হয়না। বরং ঈছালে ছওয়াব বলা হয় জীবিত ব্যক্তির কোন দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেওয়া। এটি ইসলামের নামে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র।[১] কুরআন খতম একটি দৈহিক ইবাদত। যার নেকী পাঠক পাবেন, মৃত ব্যক্তি নন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*।

(৩০৮/৩৫) পৃ. ১১৫ **কবর যিয়ারতের সুন্নত পদ্ধতি** ...বিশেষ করে শুক্রবার কবর যিয়ারত করা খুবই উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا– (যে প্রত্যেক জুমুয়ার দিন তার পিতা-মাতা অথবা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং সে সদাচরণকারী সন্তান হিসাবে তালিকাভুক্ত হবে)।

মন্তব্য : হাদীছটি জাল *(বায়হাক্বী হা/৭৫২২, ১০/২৯৭; মিশকাত হা/১৭৬৮; যঈফাহ হা/৪৯)*। বরং বছরের যে কোন দিন যে কোন সময় আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করা যায়।

(৩০৯/৩৬) পৃ. ১১৫ কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নিম্নের দোআটি পড়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে সালাম করতে হয় : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ...يَرْحَمُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ. 'হে কবরস্থিত মুমিন মুসলমান ব্যক্তিগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ...আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতি রহম করুন।

১. দ্র. হা.ফা.বা. প্রকাশিত কোরআন ও কলেমাখানী ৬ পৃ.।

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১০৫৩; যঈফুল জামে' হা/৩৩৭২; মিশকাত হা/১৭৬৫)*। আর শেষাংশটি কবর যিয়ারতের দো'আ হিসাবে বইয়ে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ–

'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি'।[২] এছাড়া আরও কয়েকটি দো'আ আছে।[৩]

(৩১০/৩৭) পৃ. ১১৮ **সালাতুল আওয়াবীন** মাগরিবের ফরয ও সুন্নত সালাতের পর দু'রাকাত করে ছয় রাকাত সালাতকে সালাতুল আউয়াবিন বলে। সালাতুল আউয়াবিন আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন- مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً অর্থ : যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত সালাত পড়বে এবং এর মাঝে কোন খারাপ কথা বলবে না তার এই সালাতে ১২ বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব হবে।

মন্তব্য : পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ (ضعيف جدًا)। একই হাদীছের শেষে রয়েছে ২০ রাক'আতের কথা। সবই যঈফ।[৪] এছাড়া মাগরিব হ'তে এশার মধ্যে পঠিত নফল ছালাত সমূহকে *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলার হাদীছটিও যঈফ।[৫] বরং ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাতকে রাসূল (ছাঃ) *'ছালাতুল আউয়াবীন'* বলেছেন'।[৬] কিন্তু সেখানে এইসব ফযীলতের কথা নেই।

(৩১১/৩৮) পৃ. ১২৩ **ইফতারের পরিচয় ও মর্যাদা** ইফতারের সময় এই দোআ পড়া সুন্নত- اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।

মন্তব্য : হাদীছটি 'মুরসাল ও যঈফ' *(আলবানী, তারাজু'আত হা/৩৫)*। বরং ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলাই যথেষ্ট *(মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০)* এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও সেই সাথে 'যাহাবায যামাউ...বলবে।[৭]

২. মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭।
৩. মুসলিম হা/২৪৯, মিশকাত হা/২৯৮; মুসলিম হা/৯৭৪, মিশকাত হা/১৭৬৬; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৪ পৃ.।
৪. তিরমিযী হা/৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৬; মিশকাত হা/১১৭৩; যঈফাহ হা/৪৬৯।
৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬১৭।
৬. মুসলিম হা/৭৪৮; মিশকাত হা/১৩১২; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬১ পৃ.।
৭. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৮৬ পৃ.।

(৩১২/৩৯) পৃ. ১২৫ **তারাবিহ সালাতের রাকাতের সংখ্যা** হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর খেলাফত কালেই সবাই রমযান মাসে প্রতি রাতে ২০ রাকাত করে তারাবিহ সালাত আদায় করতেন। তারাবিহ সালাত ২০ রাকাত। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা সম্মিলিত মত এটাই। এর বাইরে কিছু করার অবকাশ নেই।

মন্তব্য : এটি স্রেফ মাযহাবী গোঁড়ামী। উপরোক্ত দাবীর কোনই ভিত্তি নেই।

(৩১৩/৪০) পৃ. ১২৫ তবে...রসুলুল্লাহ (সা.) রাতে ৮ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। এ আট রাকাত ছিল রাতের নফল বা তাহাজ্জুদ। যা তিনি রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও আদায় করতেন। সর্বপ্রথম যখন উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর মাধ্যমে মসজিদে নববিতে তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়, তখন ২০ রাকাত আদায় করা হয়। এজন্য ২০ রাকাত তারাবিহ সুন্নত।

মন্তব্য : আয়েশা (রাঃ) বলেন, রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[৮] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[৯] আর 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন'।[১০]

বিশ রাক'আত তারাবীহ : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রেওয়ায়াতের পরে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে 'ওমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত' বলে যে বর্ণনা এসেছে *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮০)*, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'মওযূ' বা জাল।[১১] এতদ্ব্যতীত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি 'আছার' এসেছে, যার সবগুলিই 'যঈফ'।[১২] ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপরে ওমরের যামানায় ছাহাবীগণের মধ্যে 'ইজমা' বা ঐক্যমত হয়েছে বলে যে দাবী করা হয়, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা (بَاطِلَةٌ جِدًّا) মাত্র।[১৩] তিরমিযীর ভাষ্যকার খ্যাতনামা ভারতীয় হানাফী মনীষী দারুল উলূম দেউবন্দ-এর মুহতামিম (অধ্যক্ষ) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২/১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.) বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল।[১৪]

(৩১৪/৪১) পৃ. ১২৫ ...প্রতি দুই রাকাত পরপর অন্তত একবার নিচের দরুদ শরিফ পড়া উত্তম। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ অতঃপর চার রাকাত অন্তর বসে তিনবার নিম্নের দোআ পড়তে হয়- سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ... শেষ পর্যন্ত। অতঃপর এ সময় মুনাজাত করা উত্তম।...তবে ২০ রাকাত শেষ করেও একবার মুনাজাত করা যেতে পারে।

মন্তব্য : এ ধরনের দো'আ এবং এভাবে পড়ার রীতি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়নি। চার রাক'আত শেষে অথবা তারাবীহ শেষে মুনাজাত করার কোন নিয়ম নেই।

(৩১৫/৪২) পৃ. ১৩০ **শবে বরাতের সাওম**

শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত। এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা ও সাওম পালন করা সুন্নত। এ মর্মে হজরত আলী (রাঃ) বলেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا، وَصُومُوا نَهَارَهَا– যখন শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত আসে তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে সাওম পালন কর।...সুতরাং সকল মুমিন মুসলমানের উচিত, পবিত্র শবে বরাতের সাওম পালন করে ও বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা।

মন্তব্য : পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত হাদীছটি 'জাল'।[১৫] বরং শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, এ মাসের অধিকাংশ দিন ছিয়াম পালন করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) শা'বানের অধিকাংশ দিন ছিয়াম রাখতেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২০৩৬)*।

(৩১৬/৪৩) পৃ. ১৫৫ **শিক্ষকের প্রতি আদব** ৬. শিক্ষক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের সাথে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা।

মন্তব্য : ইসলামী শরী'আতে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা নাজায়েয। এটি একটি জাহেলী প্রথা, যা বর্জন করা আবশ্যক। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না *(তিরমিযী হা/২৭৫৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

---

৮. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮ প্রভৃতি; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৪ পৃ.।
৯. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৮৮ প্রভৃতি; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৪ পৃ.।
১০. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
১১. আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬, ৪৪৫, ২/১৯৩, ১৯১ পৃ.।
১২. মির'আত হা/১৩১০ -এর আলোচনা দ্র'ব্য, ৪/৩২৯-৩৫ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা দ্র. ২/১৯৩ পৃ.।
১৩. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্র. ৩/৫৩১ পৃ.; মির'আত ৪/৩৩৫।
১৪. (وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمٍ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُﷺ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ) আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্র. ২/২০৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২১।
১৫. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৩০৮; যঈফাহ হা/২১৩২।

www.at-tahreek.com

(৩১৭/৪৪) পৃ. ১৫৫ হযরত আলী (ﷺ) বলেন, مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِي عَبْدًا (যে আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিল সে আমাকে দাসে পরিণত করল)।

মন্তব্য : আলী (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবে উক্ত বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, উক্তিটি হোসায়েন (রাঃ)-এর। মূলতঃ এটি বিগত কোন বিদ্বানের প্রবাদ বাক্য।

(৩১৮/৪৫) পৃ. ১৭০ **দোআ ও মুনাজাত**

হাদিসের আলোকে দোআ রাসূলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন- الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ।

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১; যঈফুল জামে' হা/৩০০৩)*।

(৩১৯/৪৬) পৃ. ১৭০ مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَاءِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ অর্থ : যার জন্য দেআর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য : এ হাদীছটিও যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৫৪৮; মিশকাত হা/২২৩৯; যঈফুল জামে' হা/৫৭২০)*।

পাঠ্যপুস্তকে 'বিবর্তনবাদ'

(৩২০/৪৭) নবম-দশম শ্রেণীর 'জীববিজ্ঞান' বইয়ে বলা হয়েছে, 'বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে' *(২৭৬ পৃ.)*।

(৩২১/৪৮) নবম-দশম শ্রেণীর 'বিজ্ঞান' বইয়ে বলা হয়েছে, 'জীবজগতের যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে, তার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে' *(১০২ পৃ.)*। 'পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একবার একটা জরিপ নেওয়া হয়েছিল, জরিপের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব' *(১১২ পৃ.)*।

(৩২২/৪৯) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর 'জীববিজ্ঞান' বইয়ের ২৮৭ পৃষ্ঠা থেকে বিবর্তনবাদের পাঠ শুরুই হয়েছে এভাবে- 'জীব জগতে যে বিবর্তন ঘটেছে, এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে বহু বছর আগেই'। 'মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে ককিক্স-এ রূপান্তরিত হয়েছে'। 'বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান'। 'বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো একত্র করলে কারও পক্ষে এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি তৈরি বা উত্থাপন করা সম্ভব হবে না'।

এভাবে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে, মানব জাতিসহ সমগ্র প্রাণী জগত ও সমগ্র মহাবিশ্বের অবয়ব বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান অবস্থায় এসেছে। সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।

বিবর্তনবাদের শিক্ষা মতে, মহান আল্লাহ্‌র ধারণা ভিত্তিহীন। তারা প্রচলিত কোন ধর্মকেই স্বীকার করে না। বরং ধর্মকে তারা উল্লেখ করেছে 'নিরক্ষর সমাজের সরল মানুষের চিন্তা-চেতনার ফসল' হিসাবে।

(৩২৩/৫০) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর 'সমাজ বিজ্ঞান' বইয়ে ২৫১ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মের ধারণা শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ পাঠটাই বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে সাজানো হয়েছে। ধর্মের ধারণা শিক্ষাদানের এই ৬ পৃষ্ঠার পাঠে এক লাইনও ইসলামের আলোকে ধর্মের ব্যাখ্যামূলক কোন কথা রাখা হয়নি।

বিবর্তনবাদের এই শিক্ষা স্পষ্টতঃই কুফরী শিক্ষা। বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। এই শিক্ষা অব্যাহত থাকলে কয়েক প্রজন্ম পর পুরো জাতির মধ্যে নাস্তিক্যবাদ ছড়িয়ে পড়বে। এটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে জাতির চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে ঈমান হরণের এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র।

ইসলাম বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের বিরোধী নয়। বরং মানব কল্যাণে জ্ঞানের চর্চা, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। কিন্তু বির্বতনবাদ শিক্ষা বিজ্ঞান চর্চার নামে ইসলামকে উৎখাতের এক পুঁজিবাদী মহাপ্রকল্প। এতে করে সমাজ ও ব্যক্তিজীবন থেকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ উঠে যেতে শুরু করবে। ধর্মীয় বিবাহ উঠে যাবে। বিবাহের সকল দায়বদ্ধতা ছাড়াই নারী-পুরুষ লিভ টুগেদারে আগ্রহী হবে। জারজ সন্তানে দেশ ভরে যাবে। মদ-জুয়ার বিধি-নিষেধ মানবে না। সমকামিতার বৈধতা নিয়ে আন্দোলন হবে। মানবতাবোধ হারিয়ে যাবে এবং ভোগবাদে মানুষ ডুবে যাবে। আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও পরকাল নিয়ে কটূক্তি এবং আলেম-ওলামা, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মভীরু মানুষকে বাধা ও বিরক্তিকর ভাবতে শুরু করবে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান বিবর্তনবাদের কল্পকাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলেছে। যে কারণে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে বিবর্তন শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে ২০১২ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে 'বিবর্তন' শিক্ষা ছিল না। ২০১৩ সালে একযোগে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, অনার্স ও মাস্টার্স স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিবর্তন পাঠ যুক্ত করা হয়। দৃশ্যতঃই বুঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের চাপ ও প্ররোচনাতেই এটা করা হয়েছে। সংবিধান মতেও মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঈমান-আক্বীদা বিরোধী মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই।

[উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'এক্সিডেন্ট' ও 'বিবর্তনবাদ' বই]

হাইস্কুল ও মাদ্রাসার নবম ও দশম শ্রেণি
পদার্থ বিজ্ঞান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

পৃ. ১১৩-১১৪ চতুর্থ অধ্যায় কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি 4.5 **শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তর**

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি অবিনশ্বর। এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি শুধু একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয়।...আমাদের পরিচিত সব শক্তিই এক রূপ থেকে অন্য রূপে যেতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি সৃষ্টিও হয়না ধ্বংসও হয়না। শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে। এটাই হচ্ছে শক্তির নিত্যতার সূত্র।

মন্তব্য : এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী কথা। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ، 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। তিনি আরও বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ- 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল' *(২৬)*। 'কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী' *(রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। শক্তি সৃষ্টি ও তার কমবেশী করার ক্ষমতা স্রেফ আল্লাহ্র হাতে। যেমন তিনি বলেন, اَللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ- 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্ব ও সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫৪)*। কাজও সৃষ্টি করেন তিনি। যেমন আল্লাহ বলেন,- وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছ-ফফা-ত ৩৭/৯৬)*। বরং এটাই শাশ্বত সত্য যে, কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। তিনি বলেন, اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ- 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক' *(যুমার ৩৯/৬২)*।

পরিশেষে আমরা সরকারের কাছে তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করতে চাই। (১) ঈমান-আক্বীদা ও সমাজিক শৃঙ্খলাবিরোধী ডারউনের কুফরী 'বিবর্তনবাদ' পাঠ্যপুস্তক থেকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। (২) এই নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। (৩) শিক্ষার সর্বস্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন।

আল্লাহ আমাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন -আমীন!

॥ সমাপ্ত ॥

কর্মহীন মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন!

করোনা ভাইরাসে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের সরকার ও বিত্তশীল মানুষ সহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় কর্মহীন মানুষদের প্রতি সাধ্যমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। বিশেষ করে যারা প্রকাশ্যে চাইতে পারে না, তাদেরকে খুঁজে বের করে সহায়তা পৌঁছে দিন।

তিনি ধনিক শ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কার্পণ্য থেকে বাঁচুন! তাহলেই পরকালে সফল হবেন। যারা সরকারী বেতন পান না, সেসব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য উদারভাবে এগিয়ে আসুন। মনে রাখবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ দান কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*।

শিল্প-কারখানা ও বাস-ট্রাক-লঞ্চ মালিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এতদিন যারা ঘাম ঝরিয়ে আপনার শিল্প ও ব্যবসা বাঁচিয়ে রেখেছে, আজকের এই সংকটকালে সেইসব শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল প্রকার বেতন-ভাতা সময়মত পৌঁছে দিন। সম্ভব হলে অতিরিক্ত প্রণোদনা দিন। এতে আপনার প্রতিষ্ঠানে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, চিকিৎসক ও তাদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হৌন। তাদেরকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং সর্বোচ্চ প্রণোদনা দেওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা নিন। হতদরিদ্রদের তালিকা করে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দল-মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে আর্থিক সহযোগিতা বিতরণ করুন। ছোট-বড় পরিবারপিছু মাসে অন্তত তিন থেকে পাঁচ হাযার টাকা তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করুন। করোনা ব্যতীত অন্য রোগীদের বিনা চিকিৎসায় বিদায় দিবেন না *(দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই এপ্রিল ২০২০)*।

প্রবাসী কর্মহীন বাংলাদেশীদের প্রতি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে চাকুরীরত অথবা অভিবাসী ও ফ্রি ভিসায় অবস্থানরত কর্মহীন বাংলাদেশীদের প্রতি সম্মানজনকভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য ঐসব দেশের সরকারগুলির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

তিনি বলেন, এসব বাংলাদেশীরা বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সাহায্য করছে। কিন্তু আজকের এই করোনা মহামারীর সংকটকালে তারা ঐসব দেশে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা স্ব স্ব দেশের সরকারগুলির প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি *(বিবৃতিটি গত ২৮শে এপ্রিল সঊদী আরব, কাতার, বাহরাইন, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ান দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়)*।

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, এটা তার জন্য ফরয কর্তব্য। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয়। সে আল্লাহ্র শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেকে পৃথিবীতে শক্তিধর হিসাবে যাহির করার চেষ্টা করে। আর এই স্পর্ধা থেকে নানা অনাচার-পাপাচার করে পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে। ফলে তাদের উপরে নেমে আসে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে নানা ধরনের বালা-মুছীবত। নিম্নে এসব বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

বালা-মুছীবতের কারণ সমূহ : বিভিন্ন কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত আপতিত হয়। তন্মধ্যে আল্লাহ্র সাথে শিরক ও কুফরী, মানুষের উপরে যুলুম-নির্যাতন করা, অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা, অবাধ্যতা ও অহংকার করা, মিথ্যাচার করা, আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের অস্বীকৃতি, দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা, রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত অস্বীকার করা, জিহাদ পরিত্যাগ করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো, আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়ছালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত নেমে আসে।

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় :

মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহ্র আযাব-গযব হিসাবে বালা-মুছীবত নেমে আসবে না। বালা-মুছীবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'লে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহ'লে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، 'তুমি আল্লাহ্র বিধান হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্র বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন'।[২]

২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. 'অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।

---

১. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬-৩১৮।*
২. *হাকেম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ ছহীহ।*

অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হ'ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'।[৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ، 'বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে'।[৪]

ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন, وفيه أن خصال الخير سببٌ للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره، 'আর এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়'।[৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, فِيهِ أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة الدِّين وَالدُّنْيَا، 'এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়'।[৬]

৩. তওবা ও ইস্তেগফার করা : পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হ'ল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য ছওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুছীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুছীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খাঁটি তওবা কর' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো' *(হূদ ১১/৯০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ২৪/৩১)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ– 'অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৮/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ– 'যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ'তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ'তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হ'তে যা সে কখনো কল্পনা করে না'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ– (আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ'তে পলায়ণ করে থাকে'।[৮]

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ

---

৩. *বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।*
৪. *নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০২।*
৫. *শরহুল কিরমানী আলা ছহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬।*
৬. *বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ।*
৭. *আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।*
৮. *তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।*

www.at-tahreek.com

فَوْزًا عَظِيْمًا– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ’লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে’ *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ– ‘যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ’তে রিযক দান করবেন’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন।[৯]

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، ‘আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত’ *(হা-মীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)*।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।[১০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا– ‘আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্ত ক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’ *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

৫. খাদ্য-পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. ‘খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে’।[১১]

৬. বিভিন্ন দো‘আ করা :

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দো‘আ রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. ‘যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো‘আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা দো‘আকে আবশ্যিক করে নাও’।[১২]

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো‘আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِىَ. ‘যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : ‘আল্লাহ্র নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না’।[১৩]

দো‘আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ، ‘আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত

---

৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।*

১০. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

১১. *মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬০৮।*

১২. *তিরমিযী হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯।*

১৩. *আবূদাঊদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।*

www.at-tahreek.com

করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ. 'যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দো'আ করেছিলেন তা হ'ল- *'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৭)*। যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দো'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন'।[১৪]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দো'আ : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এসব দো'আ করা পরিত্যাগ করতেন না- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হ'তে, পশ্চাতের বিপদ হ'তে, ডানের বিপদ হ'তে, বামের বিপদ হ'তে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হ'তে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হ'তে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হ'তে'।[১৫]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. 'নবী করীম (ছাঃ) বালা-মুছীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন'।[১৬]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ- 'যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'* তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে'।[১৭]

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা-মুছীবত নাযিল হ'লে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

১. বেশী বেশী ইবাদত করা : বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا. 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে'।[১৮]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، 'ত্বীবী বলেন, বালা-মুছীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দো'আ, ছালাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।[১৯]

হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. 'নবী

১৪. *তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৩।*
১৫. *আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ ছহীহ।*
১৬. *বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।*
১৭. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫।*
১৮. *বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩।*
১৯. *ফৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির'আত ৫/১৪৮ পৃঃ।*

www.at-tahreek.com

করীম (ছাঃ) চন্দ্রগ্রহণের সময় ছালাত, দাসমুক্তি, বেশী বেশী যিকর ও দান-ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের মাধ্যম'।[২০]

ক. নফল ছালাত আদায় করা : বালা-মুছীবত আসলে নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে তা থেকে রক্ষার জন্য দো'আ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ، 'সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হ'ল দু'টি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত অবস্থায় ছালাতের দিকে আসবে'।[২১]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে জুরাইজ নামে ডাকা হ'ত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, ঐ রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না, তবে মাটি দিয়ে'।[২২]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ'ল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহ্র শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল।

সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হ'তে আমার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফেরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, মহিলাটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর।

সারাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদীকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে?[২৩]

খ. তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা : আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ. 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহ্র সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক'।[২৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ، 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[২৫] সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুছীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে

---

২০. *ইবনুল কায়্যেম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ।*
২১. *বুখারী হা/১০৫২; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৪।*
২২. *বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০।*
২৩. *বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।*
২৪. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।*
২৫. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।*

মুক্তি দিবেন।

গ. যিকর করা : যিকর করা আল্লাহ্র করুণা লাভের মাধ্যম। তাই বালা-মুছীবত আসলে বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর করার মাধ্যমে তাঁর রহমত লাভের চেষ্টা করা উচিত। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ، 'নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহ্র (যিকর) স্মরণ করবে'।[২৬]

ঘ. ছাদাক্বাহ করা : জান-মালের উপরে বিপদাপদ ও আল্লাহ্র অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-ছাদাক্বাহ করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন,.إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ، 'বস্তুতঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/৯১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ– 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[২৭]

তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ– 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[২৮]

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন, فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. 'দান-ছাদাক্বার অত্যাশ্চর্য প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছীবত প্রতিরোধে। যদিও সে (দানকারী) পাপী, অত্যাচারী, এমনকি ছোট-খাট কুফরীকারী হয়। আল্লাহ তা'আলা দানের দ্বারা দানকারী থেকে নানা ধরনের বালা-মুছীবত প্রতিহত করেন, যা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল মানুষের জানা বিষয়। দুনিয়াবাসী এর দ্বারা স্থায়ীত্ব লাভ করে। কেননা তারা তা দ্বারা পরীক্ষিত'।[২৯]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ، 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা আযাব প্রতিরোধ করে এবং তা গোনাহ মিটিয়ে দেয়'।[৩০]

২. বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা : আমলে ছালেহের মাধ্যমে আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الآخِرَةِ، 'সৎকর্ম করা বালা-মুছীবত, বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষার মাধ্যম। আর দুনিয়াতে যিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত, আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৩১]

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন, وَمِنْ أَعْظَمِ عِلاَجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالاِبْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّوْبَةُ وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيْرٌ فِيْ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُوْلِ الشِّفَاءِ، 'আর রোগ থেকে আরোগ্যের বড় প্রতিষেধক হ'ল সৎকাজ করা, দান-ছাদাক্বা করা, যিকর-আযকার ও দো'আ করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং বিনীত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করা। রোগ প্রতিরোধে এবং আরোগ্য লাভে এসব কাজের প্রভাব রয়েছে'।[৩২]

৩. আল্লাহ্র নিকটে বিনীতভাবে দো'আ করা : আযাব-গযব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে বিনীতভাবে দো'আ করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর নিকটে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহ'লে আল্লাহ দো'আ কবুল করবেন এবং পাপীদেরকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ،

'আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ'ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো' *(আন'আম ৬/৪২-৪৩)*। তিনি আরো

---

২৬. *বুখারী হা/১০৫৮।*
২৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*
২৮. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।*
২৯. *আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, ১/৩১ পৃঃ।*
৩০. *ফৎহুল বারী, ১/৪০৬।*
৩১. *ত্বাবারানী, আল-আওসাত; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০।*
৩২. *ইবনু কায়্যেম, যাদুল মা'আদ, ৪/১২৪।*

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ، 'কোন জনপদে যখন আমরা কোন নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে (পরীক্ষা করার জন্য) নানাবিধ কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি। যাতে তারা অনুগত হয়' *(আ'রাফ ৭/৯৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দো'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম (ছাঃ) এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে পরস্পর বলাবলি করছিল'।[৩৩]

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পড়া যায়।

ক. দো'আ ইউনুস পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلاَءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْهُ دُعَاءُ ذِيْ النُّوْنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، 'আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দিব যে, তোমাদের কারো উপরে যখন দুনিয়াবী কোন কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুছীবত নাযিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দো'আ করলে তা দূরীভূত হয়। তাহ'ল মাছ ওয়ালা ইউনুস (আঃ)-এর দো'আ- *'লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাক ইন্নী কুনতু মিনায যলেমীন'*।[৩৪]

খ. اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'*। (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে)।[৩৫]

গ. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি)।[৩৬]

৪. আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা : আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا، 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্র পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না'।[৩৭] তিনি আরো বলেন, عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللهِ. 'দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে এবং যে চক্ষু আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেয়'।[৩৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সম্পদ হচ্ছে জান্নাত'।[৩৯]

৫. আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা : যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. 'তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হ'তে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না'।[৪০]

পরিশেষে বলব, উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। আর বালা-মুছীবত আপতিত হয়ে গেলে সৎকর্ম, তওবা-এস্তেগফার ও দো'আর মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বালা-মুছীবত থেকে বিশেষ করে চলমান করোনা মহামারী থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

---

৩৩. বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩।
৩৪. ছহীহুল জামে' হা/২৬০৫; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।
৩৫. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০।
৩৬. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।
৩৭. তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮।
৩৮. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; ছহীহুল জামে' হা/৪১১৩।
৩৯. তিরমিযী, আত-তারগীব হা/৪৭৮৭।
৪০. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮।

ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(ফেব্রুয়ারী'২০ সংখ্যার পর)

নিম্নের বিষয়গুলো পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আদায় করলে তা ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে

(ক) অছিয়ত পূর্ণ করা : পিতা-মাতার অছিয়ত পূর্ণ করলে তারা এর ছওয়াব পাবেন এবং ওয়ারিছরা দায়মুক্ত হবেন। পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১১)*। তিনি আরো বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ، 'তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয় *(বাক্বারাহ ২/১৮০)*। একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না'।[১] তবে অছিয়ত ওয়ারিছদের জন্য নয়। আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ— 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত নেই'।[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তা আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ ছাদাক্বা করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাবার চেয়ে তাদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিয়ে থাক, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তাহ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল কর না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দিবেন না। কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলাহ-এর দুর্ভাগ্য। (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন'।[৩]

(খ) মানত পূর্ণ করা : পিতা-মাতার কোন শরী'আত সম্মত মানত থাকলে তা পূরণ করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। আর সন্তান তা পূরণ করলে পিতা দায়মুক্ত হবেন এবং এর ছওয়াব পাবেন। যেমন হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا. قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মানতের ছাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত, তাহ'লে তুমি তা পরিশোধ করে দিলে তা তার পক্ষ হ'তে আদায় হ'ত কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তাহ'লে তোমার মায়ের পক্ষ হ'তে তুমি ছাওম পালন কর'।[৪]

(গ) কাফ্ফারা আদায় করা : পিতা-মাতার উপর কোন কাফ্ফারা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। সেটা কসমের কাফ্ফারা হোক বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফ্ফারা হোক। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের অর্ন্তভুক্ত। আর পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের দায়িত্ব। এতে যেমন পিতা-মাতা দায়মুক্ত হবেন, তেমনি ছওয়াবও পাবেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا، 'এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল যে, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সমুদ্রের বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা

---

১. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১।*
২. *আবূদাঊদ হা/২৮৭০; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/২১২০; মিশকাত হা/৩০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২০, ৭৮৮, ১৭৮৯।*
৩. *বুখারী হা/৬৩৭৩; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।*
৪. *বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।*

বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'।[৫]

(ঘ) ঋণ পরিশোধ করা : পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ'লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মওকূফ করিয়ে নিবে। মওকূফ না করলে ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়ে হ'লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। তবে পিতা-মাতা অন্যায় কাজে অনেক ঋণ করে থাকলে নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে তা পরিশোধ করতে সন্তান বাধ্য নয়। ঋণ এমন এক মারাত্মক পাওনা যা পরিশোধ না করলে ঋণগ্রহীতা ঝুলন্ত থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।[৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ 'ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে'।[৭] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'জনৈক লোক মারা গেলে আমরা তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গেলাম, যাতে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করেন। আমরা তাঁকে জানাযার ছালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এক কদম এগিয়ে বললেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম, দু'দীনার রয়েছে। তিনি ফিরে গেলেন। আবু ক্বাতাদা তা পরিশোধ করতে চাইলে আমরা তাঁর নিকট আসলাম। আবু ক্বাতাদা বললেন, দু'দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ঋণী অধিকার প্রাপ্ত হ'লেন এবং মাইয়েত তা থেকে দায়মুক্ত হ'লেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। একদিন পর রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, দীনার দু'টির কী হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো কেবল গতকাল মারা গেছেন। পরের দিন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, দু'দীনারের ঋণ আমি পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ 'এখন তার চামড়া শীতল হ'ল'।[৮] অন্য হাদীছে এসেছে, 'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ-

'রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ঋণগ্রস্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে (জানাযার জন্য) আনা হ'লে, তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি ঋণ পরিশোধ করার মত অতিরিক্ত কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হ'ত যে, সে ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে, তাহ'লে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথা তিনি মুসলমানদের বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। তারপর আল্লাহ যখন তার জন্য বহু দেশ বিজয়ের দ্বার খুলে দিলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের নিজেদের চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং মুমিনদের মধ্যে কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমারই। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে'।[৯]

ঋণ দু'প্রকার। যথা- ১. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, রাসূল (ছাঃ) তার অভিভাবক। ২. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হ'তে কর্তন করা হবে, যেদিনে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এমন অর্থবোধক অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) এটা বলেছেন, ঋণী ব্যক্তির ওপর জানাযা নিষিদ্ধ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক দেশের বিজয় দান করলেন এবং প্রচুর সম্পদ অর্জিত হ'ল। তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা আদায় করতেন এবং বায়তুল মাল হ'তে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি।[১০]

(ঙ) জীবিত অবস্থায় কোন ভাল কাজের সূচনা করে গেলে তার ছওয়াব মৃতব্যক্তি কবরে পেতে থাকবেন : মুনযির ইবনু জারীর (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন একদা দিনের পূর্বভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় নগ্নপদ, খালি মাথা, চামড়ার বস্ত্র পরিহিত ও তরবারী গলায় লটকিয়ে এক দল লোক তাঁর নিকট আগমন করল। তাদের অধিকাংশ বরং সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। তাদের মাঝে অনাহারের নিদর্শন দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (গৃহাভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এরপর বেলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। তিনি (বেলাল রাঃ) আযান দিলেন ও ইক্বামত দিলেন। ছালাত আদায় করার পর নবী করীম (ছাঃ) ভাষণ দিলেন এবং তিলাওয়াত করলেন, 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক

৫. আবূদাঊদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।
৬. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩; মিশকাত হা/২৯১৫।
৭. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২; ছহীহুল জামে' হা/৮১১৯।
৮. আহমাদ হা/১৪৫৭৬; হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩।
৯. বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/২৯১৩।
১০. তোহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৩য় খণ্ড, হা/১০৭৮-এর আলোচনা।

ব্যক্তি হ'তেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন' *(নিসা ৪/১)*। আল্লাহ্র বাণী, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে' *(হাশর ৫৯/১৮)*। পুরুষ তার দীনার হ'তে, তার দিরহাম হ'তে, তার বস্ত্র হ'তে ছাদাক্বা করুক এবং গম থেকে এক ছা'ও খেজুর থেকে এক ছা' দান করুক। এমনকি তিনি বললেন, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হ'লেও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক আনছার ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসল তার হাত যেন তা তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না। বরং অপারগই হয়েছিল। অতঃপর লোকজন একের পর এক ছাদাক্বা নিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে আমি খাদ্য ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ দেখতে পেলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা সমুজ্জ্বল হ'ল যেন এক টুকরা সোনা। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন,

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ،

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করবে, সে তার নেককর্মের ছওয়াব পাবে এবং ঐ ব্যক্তির সম পরিমাণ ছওয়াবও লাভ করবে যে ব্যক্তি তার পরে ঐ নেক আমল করবে। এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্রও কমবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে তবে এ অসৎকর্মের গোনাহ তার উপর বর্তাবে এবং ঐ ব্যক্তির গোনাহও, যারা তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে। এতে তাদের গোনাহ বিন্দু পরিমাণও কমবে না। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, 'আমরাই মৃতদের জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পিছনে ছেড়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*।[১১]

তিন. ফরয ছিয়াম ও মানতের ছিয়াম পালন করা :

ফরয ছিয়াম যা সফর বা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম ওয়ারিছ তথা আত্মীয়রা আদায় করে দিবে।[১২] আল্লাহ বলেন, وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ، 'আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অপরের চাইতে বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আনফাল ৮/৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَمَا أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، 'প্রাপ্যাংশ তার হক্বদারকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য'।[১৩] কারণ এটি আল্লাহ্র ঋণ যা পরিশোধ করা আবশ্যক। আর এতে মাইয়েত যেমন দায়মুক্ত হবেন, তেমনি ছওয়াবও পাবেন। আর যদি রোগের কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম আদায় না করে এবং রামাযানের পরেও সুস্থ হ'তে না পারে ও মারা যায় তাহ'লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করবে। তবে সাধারণভাবে ছিয়াম পালন না করে মারা গেলে তার নিকটাত্মীয়রা তা পালন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ– 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকটাত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'।[১৪] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا. قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى– 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা এক মাসের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হ'তে এ ছিয়াম কাযা করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ করাই হ'ল অধিক উপযুক্ত'।[১৫] অন্য হাদীছে এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকটে এসে বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِى عَنْهَا. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا–

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ছওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব তোমাকে দাসীটি ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্র

১১. *মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।*
১২. *উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৪৫০-৪৫২।*
১৩. *বুখারী হা/৬৭৩২; মুসলিম হা/১৬১৫; মিশকাত হা/৩০৪২।*
১৪. *বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।*
১৫. *বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।*

রাসূল (ছাঃ)! এক মাসের ছিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে। তার পক্ষ হ'তে আমি কি ছিয়াম আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি ছিয়াম আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হ'তে আমি কি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হজ্জ কর'। [১৬] উল্লেখ্য যে, মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করার মত লোক পাওয়া না গেলে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের ছিয়ামের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাওয়ালেও মৃতব্যক্তি ছওয়াব পাবেন।[১৭]

চার. বদলী হজ্জ-ওমরা পালন করা : মাইয়েতের পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করলে এর ছওয়াব মৃতব্যক্তি পাবেন। এর দ্বারা মাইয়েত কবরে উপকৃতও হবেন। এক্ষেত্রে মাইয়েত অছিয়ত করে যাক বা না যাক। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যেকোন কারণে হজ্জ পালন না করে পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে মারা গেলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করতে হবে'।[১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ– 'একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর'।[১৯] আরেকটি বর্ণনায় হজ্জের সাথে ওমরার কথাও উল্লেখ আছে। আবু রাযীন আল-উক্বায়লী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ. قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, হজ্জ ও ওমরা করার সামর্থ্য রাখেন না এবং বাহনে বসতে পারেন না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হ'তে হজ্জ ও ওমরা কর'।[২০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ 'খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে। এ সময় ফযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) (সওয়ারীতে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হ'ল যে, তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে সওয়ারীর উপর ঠিক হয়ে বসতেও সক্ষম নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা আদায় হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ।[২১] পিতা-মাতা হজ্জ করার মানত করে তা সম্পাদন করার পূর্বে মারা গেলে এবং হজ্জ করার মত অর্থ রেখে গেলে তা পালন করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। যেমন হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ. حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، 'জুহায়না গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমার মা হজ্জের মানত করেছিলেন। তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করতে পারি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার পক্ষ হ'তে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহ্র হক আদায় কর। কেননা আল্লাহ্র হকই সবচেয়ে বেশী আদায়যোগ্য'।[২২] তবে বদলী হজ্জকারীকে অবশ্যই নিজের হজ্জ সম্পাদন করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ أَخٌ لِى أَوْ قَرِيبٌ لِى. قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ لاَ. قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি হাযির হয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার ভাই অথবা বলল, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেন, তুমি কি নিজের পক্ষ হ'তে হজ্জ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমার নিজের পক্ষ থেকে আগে হজ্জ কর, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর'।[২৩] *(চলবে)*

---

১৬. *মুসলিম হা/১১৪৯; তিরমিযী হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১৯৫৫।*
১৭. *নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩৬৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৩৭২।*
১৮. *ফৎহুল বারী ৪/৬৪।*
১৯. *নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭।*
২০. *নাসাঈ হা/২৬৩৭; তিরমিযী হা/৯৩০; মিশকাত হা/২৫২৮, সনদ ছহীহ।*
২১. *বুখারী হা/৪৩৯৯; মুসলিম হা/১৩৩৫; মিশকাত হা/২৫১১।*
২২. *বুখারী হা/১৮৫২; ইরওয়া হা/৯৯৩।*
২৩. *আবূদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯; ছহীহুল জামে' হা/৩১২৮।*

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(শেষ কিস্তি)

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরের আযাবের সম্মুখীন হবে :

কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ না করা হয়, তাহ'লে সে কবরে শাস্তির সম্মুখীন হবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে আমরা তার গোসল ও কাফন সম্পন্ন করলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়ার জন্য আসলেন। আমরা বললাম, আপনি তার জানাযা পড়বেন? রাসূল (ছাঃ) তার দিকে দু'পা আগালেন। তারপর বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? আমরা বললাম, দুই দীনার। তখন তিনি ফিরে গেলেন। তারপর আবু ক্বাতাদা (রাঃ) ঐ দু'দীনারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ কি এর মাধ্যমে ঋণদাতার হক পূরণ করলেন এবং মাইয়েত কি এখন উক্ত ঋণের দায় থেকে মুক্ত হ'ল? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর একদিন পর তিনি আবূ ক্বাতাদাহকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দীনার দু'টি কি পরিশোধ করা হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো গতকাল মারা গেছেন মাত্র। পরের দিন তিনি আবার তার নিকটে গেলে তিনি জানালেন যে, দীনার দু'টি পরিশোধ করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ، 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল'।[১] এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।[২]

ঋণ সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম :

ঋণ করা সম্পদ যেহেতু ব্যক্তির মূল সম্পদ নয়, সেহেতু ঋণ পরিশোধের আগে এই সম্পদের উপর যাকাত ফরয নয়। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوْنَ مِنْهُ الزَّكَاةَ، 'এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহ'লে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে'।[৩] আর যদি ঋণ পরিশোধ না করে তার নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহ'লে যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরেই যাকাত আদায় করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا، 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করবে। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

প্রদানকৃত ঋণের যাকাত :

কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক চান্দ্র বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, যদি প্রদানকৃত ঋণের টাকা সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। এমন সম্পদ অনেক বছর পরে হাতে আসলে পাওয়ার পরে মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।[৪]

ঋণ রেখে মারা গেলে করণীয় :

কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহ'লে মৃতের সকল সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে।[৫] আল্লাহ তা'আলা মীরাছের আলোচনা শেষে বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، 'মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। যদিও নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।[৬] তথাপি ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অশেষ ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পরিশোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[৭] আর যদি ঋণগ্রস্ত মাইয়েতের কিছুই না থাকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যদি সক্ষম না হয়, সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে'।[৮] তাহ'লে এক্ষেত্রে সূদ না দিয়ে কেবল মূল অংশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে *(বাক্বারাহ*

---

* শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আহমাদ হা/১৪৫৩৬; হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১২।
২. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫ 'ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না' অনুচ্ছেদ।
৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮৯; সনদ ছহীহ।
৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্তের যাকাত' অনুচ্ছেদ; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৫৭। গৃহীত: শরীফুল ইসলাম, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম 'যাকাত অধ্যায়', পৃঃ ৫০।
৫. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।
৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২।
৭. তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫।
৮. বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/২৯১৩; 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১, 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ-৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/৩৩।

২/২৭৮-২৭৯)। অতএব প্রত্যেকের উচিত যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা। যা পরিশোধ করতে না পারলে ইহকালে পরিবারের জন্য এবং পরকালে নিজের জন্য কঠিন বোঝা হয়ে দেখা দিবে।

ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কুরবানীর বিধান :

কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কুরবানী পরিত্যাগ করা মাকরূহ। কুরবানী হ'ল ইসলামের একটি শি'য়ার বা মহান নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا 'যে কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ 'তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করতে চায়, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন তার কোন চুল ও নখ না কাটে'।[১০]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে প্রমাণ আছে যে, কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব নয়। এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'যে কুরবানী করতে চায়' দ্বারা সেটা প্রমাণিত হয়। যদি কুরবানী করা ওয়াজিব হ'ত তাহ'লে এভাবে বলা হ'ত 'তাহ'লে সে যেন কুরবানী না দেয়া পর্যন্ত নিজের চুল প্রভৃতি স্পর্শ না করে'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।[১২] সুতরাং এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[১৩]

সুতরাং বোঝা গেল, কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অপরদিকে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর উছূলে ফিক্বহের মূলনীতি হ'ল সুন্নাতের উপর ওয়াজিব প্রাধান্য পাবে। অতএব ঋণ থাকলে আগে সেটা পরিশোধ করতে হবে। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তির উপর কুরবানী অবশ্যক নয়; বরং তার উপর যদি ঋণ থাকে, তাহ'লে কুরবানীর পূর্বে সেই ঋণ পরিশোধ করা যরূরী'।[১৪] তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَيُضَحِّي الْمَدِيْنُ إِذَا لَمْ يُطَالَبْ بِالْوَفَاءِ وَيَتَدَيَّنُ وَيُضَحِّي إِذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ....إِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ 'দাতা যদি পরিশোধের তাগাদা না দেয়, তাহ'লে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও কুরবানী দিতে পারে। আর সাময়িক অসচ্ছল ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা রাখেন, তাহ'লে তিনিও ঋণ করে কুরবানী দিতে পারেন। তবে পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকলেও ঋণ করে কুরবানী না করাই উত্তম। কেননা এটা অবশ্যক নয় যে, তাকে কুরবানী করতেই হবে'।[১৫]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতুল ফিৎর :

স্বাধীন-ক্রীতদাস, ছোট-বড় সকল পুরুষ ও নারীর উপর মাথা পিছু এক ছা' সমপরিমাণ যাকাতুল ফিৎর আদায় করা ফরয।[১৬] এই যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। যেহেতু যাকাতুল ফিৎর ব্যক্তির উপর ফরয; ব্যক্তির সম্পদের উপরে নয়। কারণ সকল প্রকার যাকাতের মূল উৎস হ'ল সম্পদ। পক্ষান্তরে ছাদাক্বাতুল ফিৎরের মূল উৎস হ'ল ব্যক্তি। সেই জন্য ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকে এই পরিমাণে যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জের বিধান :

ঋণ পরিশোধ করলে যদি হজ্জের সামর্থ্য না থাকে, তবে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। এমতাবস্থায় তার ঋণ পরিশোধ করা ফরয। আর যদি ঋণ পরিশোধ করেও হজ্জ করার সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে ঋণ শোধ না করে হজ্জ করলেও হজ্জ হয়ে যাবে। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করে হজ্জে যাওয়াই উত্তম। কেননা তা পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে।[১৭]

ঋণ থেকে বাঁচার উপায় :

ঋণের বোঝা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে অন্ধকার ডেকে আনে। সেকারণ সাধ্যানুযায়ী ঋণ মুক্ত থাকা উচিত। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ، 'তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাক, কেননা ঋণের শুরু দুশ্চিন্তা দিয়ে এবং শেষ হয় সংঘাতের মাধ্যমে'।[১৮]

---

৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; দারাকুৎনী হা/৪৭৬২; আহমাদ হা/৮২৭৩; হাকেম হা/৭৫৬৫, সনদ ছহীহ।*
১০. *মুসলিম হা/১৯৭৭; তিরমিযী হা/১৫২৩; নাসাঈ হা/৪৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৯; দারাকুৎনী হা/৪৭৪৫।*
১১. *বায়হাকী ফিস সুনান ৭/২৬৩; ফিকহুল উযহিয়াহ্ পৃঃ ১২-১৩।*
১২. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।*
১৩. *মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৭২-৭৩।*
১৪. *আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪২২-৪২৩।*
১৫. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৫।*
১৬. *বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
১৭. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*
১৮. *মুয়াত্ত্বা মালেক, কিতাবুল ক্বাযা ফিল বুয়ূ' ১/২৯, হা/১২৬; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১০৪।*

এক্ষণে ঋণ থেকে বাঁচার কতিপয় উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল-

১. অল্পে তুষ্ট থাকা :

সুখী জীবন লাভের প্রধান উপায় দু'টি- তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না এবং অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করতে পারে না। তাই ঋণ থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতে তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، 'আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে যতটুকু বণ্টন করেছেন, তার প্রতি তুষ্ট থাক, তাহ'লে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ধনী হ'তে পারবে'।[১৯] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ، 'পার্থিব সম্পদের আধিক্য হ'লে ধনী হওয়া যায় না, বরং মনের ধনীই প্রকৃত ধনী'।[২০] অন্যত্র তিনি বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ 'ঐ ব্যক্তি সফল হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন'।[২১] অল্পে তুষ্ট হৃদয় মানুষকে সবসময় ঋণমুক্ত জীবনের দিকে আহ্বান জানায়।

২. উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকানো :

ঋণ থেকে বাঁচার আরেকটি উপায় হ'ল উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকিয়ে সবসময় নীচু শ্রেণীর লোকদের দিকে তাকানো। কারণ আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ উচ্চাভিলাষী লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঋণ করে থাকে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে আল্লাহর নে'মত তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে না'।[২২]

তবে দুনিয়াবী কোন জৌলুস দেখে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই পার্থিব চাকচিক্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া ও আত্মনিয়োগ করা মানুষকে আখেরাত বিমুখ করে দেয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়াবী কোন কিছু দেখে বিমুগ্ধ হ'লে বলতেন, لَبَّيْكَ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির! আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন'।[২৩] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এর কারণ হ'ল মানুষের হৃদয় সব সময় দুনিয়াবী সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং পার্থিব মোহ তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখে। তাই রাসূল (ছাঃ) এই বাক্যটি পাঠ করতেন, যাতে তাঁর হৃদয় আখেরাতমুখী হয়।

একটু ভেবে দেখুন- যার নিকটে দুনিয়াবী এই বর্ণাঢ্য জীবনোপকরণ দেখতে পাচ্ছেন, এই আয়েশী জীবন একদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিবে অথবা সেই ব্যক্তি তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী থেকে চির বিদায় নিয়ে কবরে চলে যাবে। কারণ দুনিয়াবী জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তবুও দুনিয়াবী সৌন্দর্য এবং কারো গাড়ী-বাড়ী, রঙমহল ও বিলাসী জীবন যদি আপনাকে মুগ্ধ করে এবং এর প্রতি আপনাকে আগ্রহী করে তোলে, তাহ'লে আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো এই বাক্যটি পাঠ করে মনকে শুনিয়ে দিন *'লাব্বাইক! ইন্নাল আয়শা আয়শুল আখেরাহ'*। দেখবেন মহান আল্লাহ এই বাক্যের মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে দুনিয়া বিমুখ করে দিয়েছেন এবং আপনার মনটাও পরিতৃপ্তি দ্বারা ভরপুর হয়ে গেছে'।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো এই পদ্ধতি কিছুটা হ'লেও আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখ হ'তে প্রণোদনা যোগাবে এবং ঋণ করার প্রবণতা থেকে রক্ষা করবে।

৩. বেশী বেশী দান করা :

সচ্ছলতা লাভের অন্যতম বড় উপায় হ'ল সাধ্যমত বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা। কারণ দানের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার সম্পদ বৃদ্ধি করে তাতে বরকত দান করেন এবং তার অভাব দূর করে দেন। আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন,

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ-

(১) দান-ছাদাক্বাহ করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (২) কোন বান্দার উপর যুলুম করা হ'লে সে যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। (৩) কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই

---

১৯. *তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১, সনদ হাসান।*
২০. *বুখারী হা/৬৪৪৬; তিরমিযী হা/২৩৭৩; মিশকাত হা/৫১৭০।*
২১. *মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিযী হা/২৩৪৮; মিশকাত হা/৫১৬৫।*
২২. *তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২, সনদ ছহীহ।*
২৩. *মুসনাদে শাফেঈ (সিন্ধী) হা/৭৯৭; আত-তালখীছুল হাবীর হা/১০০৪; আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৭০; (ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ") হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
২৪. *উছায়মীন, শারহু মুক্বাদ্দামাতিল মাজমূ', (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ২০০৪), পৃঃ ১০১।*

আল্লাহ তা'আলা তার অভাবের দরজা খুলে দেন'।[২৫] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ ثَلَاثَةٌ: الْجُوْدُ مِنْ قِلَّةٍ، وَالْوَرَعُ فِيْ خَلْوَةٍ، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى أَوْ يُخَافُ، 'তিনটি বিষয় সবচেয়ে দামী। ক. অল্প থাকা সত্ত্বেও দান করা। খ. নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা। গ. কারো কাছে কিছু পাওয়ার বা হারানোর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তার সামনে হক্ব কথা বলা'।[২৬]

সুতরাং দানের মাধ্যমে কখনো সম্পদ কমে যায় না। বরং এর মাধ্যমে আমাদের সম্পদ বরকতমণ্ডিত হয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ، 'বল, নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর, তিনি তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*।

৪. ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া :

ঋণ থেকে পরিত্রাণ লাভের সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ঋণ থেকে মুক্তি লাভের দো'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে আল্লাহর কাছে গুনাহ এবং ঋণ হ'তে পানাহ চাইতেন। একজন প্রশ্নকারী বলল, (হে আল্লাহর রাসূল)! আপনি ঋণ হ'তে এত বেশী বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাবে বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ 'মানুষ ঋণগ্রস্ত হ'লে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে'।[২৭]

একদিন এক ক্রীতদাস আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন? এই দো'আর মাধ্যমে যদি তোমার উপর পাহাড়সম ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তুমি পড়, اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، *'আল্ল-হুম্মাক্বফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা, ওয়া আগ্বনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান্ সিওয়াক'* (অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল [জিনিসের] সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে পরমুখাপেক্ষী হ'তে রক্ষা করো)।[২৮]

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রায়ই বলতে শুনতাম, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি, ওয়াল জুবনি, ওয়া যলাইদ্ দাইনি, ওয়া গলাবাতির্ রিজাল'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে, অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের জবরদস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[২৯]

ঋণ খেলাপিরা সাবধান :

আমাদের সমাজের একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করছেন না। সরকারও তাদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করছেন। ফলে ঋণদুর্বৃত্তদের অপকর্মের খেসারত গুণতে হচ্ছে গোটা জাতিকে। বলা চলে, দেশের ব্যাংকিং খাতে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, যার জন্য দায়ী কিছু বড় ব্যবসায়ী। তারা ব্যাংক থেকে নানা কৌশলে ঋণ নিচ্ছেন। কিন্তু আর ফেরত দিচ্ছেন না। আর এ বড় ঋণখেলাপির কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পাহাড় জমে গেছে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে গত মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ১০ হাযার ৮৭৪ কোটি টাকা। তিন মাস আগে অর্থাৎ ডিসেম্বরে এ ঋণ ছিল ৯৩ হাযার ৯১১ কোটি টাকা।

চলতি বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রী ঋণখেলাপিদের বিশেষ সুযোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মার্চ শেষে দেশের ব্যাংক খাতের ঋণ বিতরণ ৯ লাখ ৩৩ হাযার ৭২৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে মোট ঋণের ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশই খেলাপি।

ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেসরকারী ব্যাংকগুলোর পরিচালকেরা নিজেদের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদান করছেন। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেয়া হচ্ছে, তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। ঋণের অর্থ পাচারও হচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে পড়েছেন ব্যাংকের কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও। ফলে খেলাপি ঋণের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, মূলতঃ দু'টি কারণে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে। একটি খেলাপিদের বিশেষ সুযোগ দেয়া এবং অপরটি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া।[৩০]

---

২৫. তিরমিযী হা/৩৩২৫; মিশকাত হা/ ৫২৮৭, সনদ ছহীহ।
২৬. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪০৮।
২৭. বুখারী হা/২৩৯৭।
২৮. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; আহমাদ হা/১৩১৯; হাকেম হা/১৯৭৩; ছহীহাহ্ হা/২৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮২০; ছহীহুল জামে' হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২৪৪৯, সনদ হাসান।
২৯. বুখারী হা/৫৪২৫; মিশকাত হা/২৪৫৮।
৩০. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ, ২০২০।

এভাবে বর্তমান বিশ্ববাযারের ঋণ খেলাপিরা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করে চলেছেন। যথাযথ আইনের অনুশাসন এবং দ্বীন বিমুখীতাই এই লাগামহীন ঋণ খেলাপির মূল কারণ। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, হক্কুল ইবাদ নষ্টকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আর জনগণের সম্পদ লুট করার পরিণাম আরোও ভয়াবহ। দুনিয়াতে এই ঋণ পরিশোধ না করলে, আখেরাতে অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে- নিজের নেকী প্রদান বা অন্যের গুনাহ গ্রহণের মাধ্যমে। তাই অচিরেই বান্দার অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তওবাহ করা আবশ্যক এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা অপরিহার্য। নইলে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি থেকে কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

উপসংহার :

ঋণ একটি ভয়াবহ বিষয়। ঋণের কারণে শহীদ ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হয়। সেকারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকা যরূরী। কোন মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া মুসলিমকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। অপরদিকে ঋণ গ্রহণ ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত হ'লেও, তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর ঋণ পরিশোধ না করা আত্মসাৎ করার শামিল। অপরিশোধিত ঋণের কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরে ও আখেরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে দেনা শোধ না করা কবীরা গুনাহ এবং হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার নামান্তর। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, 'বান্দার সাথে সম্পর্কিত একটি পাপ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত সত্তরটি পাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা তোমার জন্য অধিকতর সহজ'।[৩১] ইসলামী শরী'আত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা প্রনয়ণ করেছে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী একজন মুসলিম ঋণ গ্রহণ করবে এবং তা পরিশোধ করবে। তাই আমরা ঋণের মাধ্যমে যেমন মানব সেবায় এগিয়ে আসব, তেমনি কখনো ঋণগ্রস্ত হ'লে সেই ঋণ পরিশোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ছোট-বড় সকল প্রকার ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখুন এবং ঋণমুক্ত অবস্থায় পূর্ণ মুমিন হিসাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৩১. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, পৃঃ ৭২৬।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'।[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ত তঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।*
৩. *আবূদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।*
৪. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*
৬. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।*
৭. *আবূদাঊদ হা/১১৫৩।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
৯. *দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।*
১০. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

www.at-tahreek.com

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. বুখারী হা/১।
১২. মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।
১৩. আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।
১৪. বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।
১৫. মির'আত ৫/৩১।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।
১৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।
১৮. তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।
১৯. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।
২০. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।
২২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য : যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ : যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব : ১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি : আল্লাহ বলেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং সেটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে সে কার্পণ্য করেছে, সেটি তাদের গলদেশে বেড়ীবদ্ধ করা হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।[২]

যাকাতুল ফিৎর : যার পরিবারে একদিনের খাদ্য রয়েছে, তার উপর এটি অন্যতম ফরয যাকাত *(মির'আত ৬/১৯০)*। যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা আড়াই কেজি হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩] এর জন্য ব্যক্তিকে 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন বাদে ২০০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। যার ওযন বর্তমান মাপ অনুযায়ী প্রতি তোলা ... গ্রাম। এটি মালের যাকাত নয়, বরং ব্যক্তির যাকাত *(মির'আত ৬/১৯০)*। ফলে আগের দিন কেউ মুসলমান হলে বা ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে কোন সন্তান হলে তার জন্য ফিৎরা দিতে হয়। আবার ঐ সময় কেউ মারা গেলে তার ফিৎরা দিতে হয় না।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ : পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা, চাইতেও পারেনা। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ :** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। **৫. দাসমুক্তির জন্য :** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেক বিদ্বান অসহায় কয়েদীদের মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*। **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফকীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে। **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। এটি ব্যাপক অর্থবোধক। তবে বিদ্বানগণ এজন্য জিহাদের খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে যাকাত বা ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা : ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে বায়তুল মালে ফিৎরা জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। এর দ্বারা যাকাত দাতা রিয়া মুক্ত হতে পারেন এবং ছাদাক্বা কলুষমুক্ত হয়।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৭৪।*
৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ৬/২০৬।*
৫. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা ৩/৪৩৮, মির'আত ৬/২০৭।*

ইতিহাসের ভয়াবহ সব মহামারীগুলো

-আত-তাহরীক ডেস্ক

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে। বর্তমানে নতুন করোনা ভাইরাসকে বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এমন সংক্রামক রোগের অতীত ইতিহাস বেশ দীর্ঘ।

ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটিবসন্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ নানা সময়ে মহামারীর রূপ নিয়েছে। মানবসভ্যতা যত উন্নত হয়েছে, মহামারীর প্রাবল্য তত বেড়েছে। কারণ ধীরে ধীরে শহর, গ্রাম গড়ে উঠেছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে। এছাড়া বেড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্য। ফলে রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও তৈরী হয়েছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ভয়ংকর মহামারীর কাহিনী, যা অগণিত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। বদলে দিয়েছিল ইতিহাসের গতিধারা।

১. খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দ :

পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের সময় খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে একটি রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান লিবিয়া, ইথিওপিয়া ও মিসর ঘুরে তা গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ রোগে ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয়। ঐ রোগের মূল লক্ষণ ছিল জ্বর, প্রচণ্ড পিপাসা, গলা ও জিহ্বা রক্তাক্ত হওয়া, ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। ধারণা করা হয়, এটি ছিল টাইফয়েড জ্বর। বলা হয়ে থাকে, এমন মহামারীর কারণেই স্পার্টানদের কাছে যুদ্ধে হারতে হয়েছিল এথেনিয়ানদের।

২. জাস্টিনিয়ান প্লেগ (৫৪১ খ্রিষ্টাব্দ) :

মিসরে প্রথম এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে ফিলিস্তীন ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যজুড়ে এই মহামারী বিস্তার লাভ করে। পরে পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই প্লেগ তাণ্ডব চালায়। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঐ সময় রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাইজেন্টাইনকে একীভূত করার পরিকল্পনা করছিলেন। মহামারীতে সব ভেস্তে যায়। শুরু হয় অর্থনৈতিক সংকট। এই রোগ পরবর্তী আরও দুই শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সময়ে মহামারী আকার নিয়েছিল। মারা গিয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। তখনকার হিসাবে এটি ছিল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ। এই প্লেগের মূল বাহক ছিল ইঁদুর। মূলত মানুষের চলাচলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে।

৩. কুষ্ঠ (১১০০ খ্রিষ্টাব্দ) :

কুষ্ঠরোগের অস্তিত্ব ছিল আগে থেকেই। কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপে এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। কুষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি রোগ। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কুষ্ঠ ছিল প্রাণঘাতী রোগ। বর্তমানেও বছরে লাখ লাখ লোক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের কারণে আর এই রোগে মানুষের প্রাণহানী হয় না।

৪. কালো মৃত্যু (১৩৪৬ সাল) :

কালো মৃত্যু বা কালো মড়ক মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বীভৎস, লোমহর্ষক ও কালো ইতিহাস বহন করছে। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই মহামারীর কবলে পড়ে ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ৭ থেকে ২০ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অন্য হিসাবে সেসময় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু হয়েছিল।

দ্য ব্ল্যাক ডেথ নামে প্রসিদ্ধ এই মহামারী প্রথমে এশিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে তা বণিকদের জাহাযে বসবাস করা কালো ইঁদুর ও ইঁদুর মাছি নামক দু'টি প্রজাতির মাধ্যমে পশ্চিমে ছড়ায়। একপর্যায়ে পুরো ইউরোপ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়। অধিকাংশ নারী ও পুরুষ এই পতঙ্গের কামড়ে বুবোনিক প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল। ইউরোপের মোট জনসংখ্যার ৩০-৬০ ভাগ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শুধু এই মহামারীর কারণে ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ থেমে যায়।

ইউরোপে প্লেগটির আগমন ঘটে ১৩৪৭ সালের অক্টোবরে, যখন কৃষ্ণ সাগর থেকে আসা ১২টি জাহায নোঙর ফেলে ইতালীর মেসিনা শহরের সিসিলিয়ান বন্দরে। জাহাযগুলো হাযির হওয়ার পর বন্দরে উপস্থিত জনতা আবিষ্কার করে যে, জাহাযগুলোতে থাকা অধিকাংশ নাবিকই মরে পড়ে আছে। আর যারা বেঁচে আছে, তাদের অবস্থাও শোচনীয়। সারা গা ভরে গেছে কালো রঙের পুঁজে। অনেকের ফোঁড়াগুলো পচে গিয়ে পুঁজও বের হচ্ছে।

সবকিছু প্রত্যক্ষ করে সিসিলিয়ান বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুতই নির্দেশ দেয় যেন সকল জাহায অতিসত্বর বন্দর ত্যাগ করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কালো মৃত্যু ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের মাটিতেও, যা পরবর্তী পাঁচ বছরে কেড়ে নেয় মহাদেশটির দুই কোটির উপর মানুষের প্রাণ। এই মহামারীর কবলে পড়ে চর্তুদশ শতাব্দীতে বিশ্বের জনসংখ্যা ৪৫০ মিলিয়ন থেকে ৩৫০-৩৭৫ মিলিয়নে নেমে আসে।

কালো মৃত্যুর লক্ষণ ছিল- প্রথমে এই রোগে আক্রান্ত নারী ও পুরুষ কবজি বা বগলের কোন স্থানে টিউমারের মত কোন কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করত। ধীরে ধীরে সেটি বড় হ'ত। এক পর্যায়ে এটি আপেল বা ডিমের আকৃতির মত ধারণ করত ও ছড়িয়ে পড়তে থাকত। কালো রঙের এই ফোঁড়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'ত। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার সারা শরীরে এটি দেখতে পেত। এক পর্যায়ে এগুলো পচে যেত এবং পুঁজ বের হ'ত এবং মাত্র তিন থেকে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যু হ'ত।

৫. দ্য গ্রেট প্লেগ অব লন্ডন (১৬৬৫ সাল) :

এটিও ছিল বুবোনিক প্লেগ। এতে লন্ডনের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে রোগের উৎস হিসাবে কুকুর-বিড়ালের কথা ভাবা হয়েছিল। রোগের আতঙ্কে তখন নির্বিচারে শহরের কুকুর-বিড়াল মেরে ফেলা হয়।

৬. প্রথম কলেরা মহামারী (১৮১৭ সাল) :

কলেরা রোগের প্রথম মহামারীর শুরুটা হয়েছিল রাশিয়ায়। সেখানে এতে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। দূষিত পানির মাধ্যমে এই রোগ পরে ব্রিটিশ সেনাদের মধ্যে ছড়ায়। পরে তা ভারতে ছড়ায়, যাতে ১০ লাখের অধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেও কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, ইতালী, জার্মানী ও আমেরিকায়ও কলেরা ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। এসব অঞ্চলে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। ফলে সব

মিলিয়ে ২২-২৩ লাখ লোক মারা যায়। এখনো প্রতিবছর কয়েক হাযার মানুষ এই রোগে প্রাণ হারায়। চীন, রাশিয়া ও ভারতে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৪ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

৭. তৃতীয় প্লেগ মহামারী (১৮৫৫ সাল) :

চীন থেকে এর সূত্রপাত হয়েছিল। পরে তা ভারত ও হংকংয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই মহামারীর শিকার হয়েছিল। ভারতে এই মহামারী সবচেয়ে প্রাণঘাতী রূপ নিয়েছিল। ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন, এই মহামারীকে উপলক্ষ হিসাবে নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকেরা নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নেয় এবং সেসবের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে।

৮. রাশিয়ান ফ্লু (১৮৮৯ সাল) :

ফ্লুর মাধ্যমে সৃষ্ট প্রথম মহামারী ছিল এটি। সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানে এর সূত্রপাত। তারপর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই ফ্লু। ১৮৯০ সালের শেষ নাগাদ এই রোগে প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাযার মানুষের মৃত্যু হয়।

৯. স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮ সাল) :

বিশ শতকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ যে মহামারী দেখা দিয়েছিল তার নাম 'স্প্যানিশ ফ্লু'। ১৯১৮-১৯ সালে এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫০ কোটি। মৃত্যুবরণ করেছিল ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ। তন্মধ্যে ভারতবর্ষেই মারা গিয়েছিল দেড় কোটির বেশী মানুষ। দুই বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের যোগফলও এর চেয়ে কম ছিল।

রোগটি প্রথম ধরা পড়েছিল আমেরিকার কানসাসের এক সামরিক দুর্গে। ১৯১৮ সালের ১১ই মার্চ সকালে রান্নাঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সৈন্য। কিন্তু সন্ধ্যা গড়াতে না গড়াতেই ঐ ক্যাম্পের শত শত সৈন্য ও কর্মকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কানসাসের প্রাথমিক সংক্রমণ কেটে গিয়েছিল অল্প সময়ে। কিন্তু মাস ছয়েক পর ভাইরাসটি ভয়ানক রূপ ধারণ করে মরণ কামড় বসাতে থাকে। এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯১৮-এর সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যে এটি সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। শুধু অক্টোবরেই ১ লাখ ৯৫ হাযার আমেরিকান মৃত্যুবরণ করেছিল। আমেরিকায় মোট প্রাণহানি ঘটে ৬ লাখ ৭৫ হাযার মানুষের। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র আমেরিকায় ১ লাখ ১৬ হাযার সৈন্য নিহত হয়েছিল। আমেরিকানদের কাছে এ মহামারী ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধাক্কা।

তবে তাদের সংখ্যাটি যতই বড় মনে হোক, স্প্যানিশ ফ্লু সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণটি করেছিল ভারতবর্ষে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৯১৮ সালের এক মধ্যরাতে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) বন্দরে এসে নোঙর করে একটি জাহায। সেই জাহায থেকে নামেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সেনারা। তারপর এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরি হয়নি। বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এবং হাযারে হাযার মানুষ মরতে থাকে প্রতিদিন। বছর গড়াতেই সংখ্যাটি কোটির ঘর পেরিয়ে যায়। সেসময় মাহাত্মা গান্ধীও এই ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অসুস্থতার মধ্যে তরল জাতীয় খাবার খেয়ে এবং ঘরে একা একা থেকে দিন কাটাতেন। এভাবে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনের মধ্য দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করেন।

স্প্যানিশ ফ্লু এতই ভয়ংকর ছিল যে কোন কোন আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা নেয়ার আগেই দ্রুত মৃত্যুবরণ করত। এমনও ঘটেছে যে, কেউ একজন ঘুম থেকে উঠে দেখল, তার জ্বর এসেছে। তারপর নাশতা সেরে অফিসে বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেছে।

অসুখের লক্ষণগুলো ছিল এ রকম- প্রথমে জ্বর আসে, সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। অক্সিজেনের অভাবে মুখমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করে, ফুসফুসে রক্ত জমে যায়, নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউ এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

অনেক অঞ্চলেই এই ফ্লুর কারণে স্থানীয় চিকিৎসকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারণ এই ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গে তারাই প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করতেন। ফলে তারাও অবধারিতভাবে এ মহামারীর কবলে পড়ত। এমনও দেখা গেছে, কোন শহরে স্প্যানিশ ফ্লু মারাত্মক আকার ধারণ করলেও সেখানে কোন চিকিৎসক খুঁজে পাওয়া যেত না।

প্রাণহানির সংখ্যায় ভারতের পর ছিল চীনের অবস্থান। সে সময়ে চীনে ৪০-৯০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ইরানে ১০-২৪ লাখ, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ১৫ লাখ, জাপানে ৪ লাখ, ব্রাজিলে ৩ লাখ, ব্রিটেনে আড়াই লাখ ও ফ্রান্সে ৪ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এগুলো বড় বড় হিসাব। এর বাইরে এশিয়া-আফ্রিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে আক্রান্ত হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। আফ্রিকার বেশ কিছু উপজাতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু শহরের জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। এছাড়া পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশেই এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ব্রাজিলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মারাজোতে শুধু এই ভাইরাস সংক্রমণের কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

১০. এশিয়ান ফ্লু (১৯৫৭ সাল) :

হংকং থেকে এই রোগ চীনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা ছয় মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে যুক্তরাজ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এতে প্রায় ১৪ হাযার মানুষের মৃত্যু হয়ে। ১৯৫৮ সালের শুরুর দিকে এশিয়ান ফ্লু দ্বিতীয়বারের মতো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় এশিয়ান ফ্লুতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গিয়েছিল ১ লাখ ১৬ হাযার মানুষ। পরে ভ্যাকসিন দিয়ে ঐ মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু মহামারীর ঘটনা ঘটেছে এবং এসব মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেছে কোটি কোটি মানুষ। চলমান করোনা ভাইরাস পূর্ববর্তী মহামারীগুলোর চেয়ে ব্যাপকতা লাভ করবে কি-না তা ভবিষ্যতই বলে দেবে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা অনুযায়ী অধিকাংশ দেশে এখনও এ মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

1. www.history.com, www.wikipedia.com
2. Disease: The Story of Disease and Mankind's Continuing Struggle Against It, Mary Dobson, 2007.
3. Encyclopedia of pestilence, pandemics, and plagues, Joseph P. Byrne, 2008.
4. The evolution of pandemic influenza: Evidence from India, 1918-19, Siddharth Chandra and Eva Kassens-Noor, 2014.

সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

৬.

২৭শে জানুয়ারী ২০২০ বেলা ১১-টা। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকে জেট স্টারের একটি ফ্লাইটে রওয়ানা হ'লাম ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার পথে। যাত্রীদের অধিকাংশই ইন্দোনেশীয়। চাইনিজ নববর্ষ উপলক্ষে ভ্রমণে গিয়েছিল সিঙ্গাপুর। বেশভূষায় তাদেরকে মুসলিম মনে হয় না। পরে জেনেছি ইন্দোনেশিয়ায় যে সমস্ত মহিলা হিজাব পরে না তারা মূলতঃ অমুসলিম তথা খ্রীষ্টান। মুসলিম মহিলারা যতই ধর্মহীন প্রকৃতির হোক না কেন, হিজাব পরিধান তাদের সংস্কৃতির আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। সুতরাং এখানে মুসলিম-অমুসলিম মহিলাদের মধ্যে পার্থক্যচিহ্ন হ'ল হিজাব। পুরো যাত্রাপথটি দক্ষিণ চিন সাগর হয়ে জাভা সাগরের উপর দিয়ে। ফলে নিচে ভুখণ্ডের দিশা পাওয়া যায় না। মাঝে সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশ নযরে আসে। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টার আকাশপথ পাড়ি দিয়ে স্থানীয় সময় বেলা ১১-টা ৫৫ মিনিটে জাকার্তার সুকর্ণ-হাত্তা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। বেশ সাদাসিধে এয়ারপোর্ট। তেমন ভিড় চোখে পড়ে না। বিশ্বের ২য় জনবহুল শহরে এসে এই নির্জনতা বেশ চোখে লাগে। ইমিগ্রেশনে পৌঁছে পাসপোর্ট এগিয়ে দিলাম। বাংলাদেশীদের জন্য গত বছর থেকে এদেশে কোন ভিসা লাগে না। এমনকি কোন এন্ট্রি ফীও নেই। এর আগে ইন্দোনেশিয়া এসেছি কি-না জিজ্ঞাসা করে অফিসার পার্শ্ববর্তী এক কক্ষে নিয়ে গেলেন। হিজাবী এক মহিলা অফিসার দু'চারটি প্রশ্ন করলেন। তার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা। মোটেও আতিথেয়তাসুলভ নয়। বেশী বাক্য ব্যয় না করে একমাসের এন্ট্রি দিয়ে পাসপোর্টে সীল মারলেন বটে, তবে তার দুর্বিনীত আচরণে বেশ অপ্রসন্নতা নিয়ে জাকার্তা সফর শুরু হ'ল। বাইরে এসে মানিচেঞ্জারে মাত্র ১০০ সিঙ্গাপুরিয়ান ডলার ভাঙ্গাতেই প্রায় মিলিয়নিয়ার বনে গেলাম। অর্থাৎ বাংলাদেশী প্রায় সাড়ে ছয় হাযার টাকায় সাড়ে নয় লক্ষ ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ মিলল। তারপর ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে ওয়াইফাই সংযোগ পেয়ে বন্ধু আহমাদ বদরুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করলাম। সে জানালো অফিস থেকে বের হ'তে তার প্রায় ২-টা বেজে যাবে। সুতরাং হাতে প্রায় দু'ঘন্টা সময়। বিমানবন্দর মসজিদে ফ্রেশ হয়ে যোহর-আছর ছালাত আদায় করে তার জন্য ২নং টার্মিনাল লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

ইন্দোনেশিয়া অর্থ ইন্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। প্রায় পাঁচ হাযার দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়া। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে সুমাত্রাঞ্চলে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে জাভা, সুলাওয়েসীসহ দেশের অন্যান্য দ্বীপগুলোতেও অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। বর্তমানে দেশটির প্রায় ৯০% মুসলমান।

পনের শতক থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সাল ইন্দোনেশিয়া ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের করতলগত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশে দেশে উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠলে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ সুকর্ণ (১৯০১-১৯৭০) এবং মুহাম্মাদ হাত্তা (১৯০২-১৯৮০)-এর নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া ডাচ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সুকর্ণ হন নতুন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং মুহাম্মাদ হাত্তা ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ ও নতুন দেশ গঠনে অসামান্য অবদান রাখেন দু'জনই। ১৯৬৫ সালে মেজর জেনারেল সুহার্তো (১৯২১-২০০৮) এক সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা পুরোপরি ফলপ্রসূ না হ'লেও সুকর্ণের প্রভাব দুর্বল হ'তে থাকে এবং ১৯৬৮ সালে সুহার্তো ক্ষমতা লাভে সক্ষম হন। অতঃপর ১৯৯৮ সালে রাজনৈতিক চাপে পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি একাধারে দেশ শাসন করেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে এদেশে ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী, যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন ছূফী তরীকার অনুসারী। এছাড়া সামান্য কিছু শী'আ ও আহমাদিয়া রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক যাত্রা শুরু হয় ১৯১২ সালে। দেশের মধ্যাঞ্চল ইয়োগিয়াকার্তায় তৎকালীন বিশিষ্ট আলেম আহমাদ দাহলান (১৮৬৮-১৯২৩) মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশন (Persyarikatan Muhammadiyah) নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বুৎপত্তি ঘটান। মূলতঃ মক্কায় হজ্জে গিয়ে তিনি অপর ইন্দোনেশিয়ান শায়খ আহমাদ খত্বীব[১] (১৮৬০-১৯১৬)-এর সান্নিধ্যে অধ্যয়ন করেন এবং তার কাছে এই আন্দোলনের প্রেরণা পান। বর্তমানে ইয়োগিয়াকার্তায় এই সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র এবং রাজধানী জাকার্তাসহ দেশের সকল প্রান্তে এর কার্যক্রম রয়েছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০ মিলিয়নের অধিক। ফলে বর্তমানে এটি ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সংগঠনটির ছাত্র, যুব ও মহিলা শাখা রয়েছে। ড. হায়দার নাছির (জন্ম : ১৯৫৮) বর্তমান সভাপতি (১৫তম) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংগঠনের অধীনে প্রায় ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৬০০০ স্কুল ও মাদ্রাসা এবং বৃহত্তর পরিসরে বেশ কিছু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত

১. উল্লেখ্য যে, শায়খ আহমাদ খাত্বীবেরই সুযোগ্য পৌত্র ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খত্বীব (১৯২৫-১৯৯৫) বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর প্রথম সঊদী রাষ্ট্রদূত হিসাবে আগমন করেন এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করেন। এসময় এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইবনে সীনা ট্রাস্ট, ইসলামী ব্যাংক প্রভৃতি তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে।

হয়। সাংবিধানিক ধর্মীয় কাউন্সিল 'মজলিসে ওলামা'য় সংগঠনটির নিয়মিত অংশগ্রহণ রয়েছে।

৭.

বদরুদ্দীন আমার রুমমেট ছিল ইসলামাবাদে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের নিউ ক্যাম্পাসে হযরত আলী হোস্টেলের ১৩১ নং রুমে আমার সীট বরাদ্দ হ'লে এই ইন্দোনেশিয়ানকে আমি রুমমেট হিসাবে পাই। সে তখন তাফসীর বিভাগে এমএস করছিল এবং থিসিসের শেষ পর্যায়ে ছিল। 'আদ-দাখীল ফিত তাফসীর' বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার জনৈক মুফাস্সিরের লিখিত তাফসীরে ইসরাঈলিয়াত ও জাল-যঈফ হাদীছ সমূহের তাহক্বীক্ব ছিল তার থিসিসের বিষয়বস্তু। সারা রাত জেগে গবেষণা করত। আমি হাদীছ বিভাগের হওয়ায় তাকে একাজে সহযোগিতা করি। ইতিপূর্বে সে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়া উছূলুদ্দীন থেকে অনার্স করেছে। প্রায় আট বছর ছিল কায়রোতে। ফলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট দক্ষ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দোনেশিয়ান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের প্রধান ছিল সে। ফলে তার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ান ছাত্রদের সাথে আমার একটা গাঢ় বন্ধন তৈরী হয়। প্রায় ছয় মাস আমরা এক রুমে ছিলাম। ২০১৫-এর এপ্রিলে সে থিসিস জমা দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যায়। তারপর থেকে পশ্চিম জাকার্তার একটি ইসলামী কলেজ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)-এ শিক্ষকতা করছে। এছাড়া সে তার পিতা ও শ্বশুরের পরিচালিত দু'টি মাদ্রাসা দেখাশোনা করে। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও খ্যাতনামা প্রবীণ রাজনীতিবিদ ড. মা'রূফ আমীন তার শ্বশুরকুলের দিক থেকে ঘনিষ্ট আত্মীয়। যিনি একসময় ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন নাহদাতুল ওলামার প্রেসিডেন্ট এবং সাংবিধানিক ধর্মীয় কাউন্সিল মজলিস ওলামা ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ছিলেন।

সিঙ্গাপুর সফর নির্ধারিত হওয়ার পর জাকার্তা সফরের কথা চিন্তা করি মূলতঃ তাকে উদ্দেশ্য করেই। মেসেঞ্জারে তার সাথে পূর্বেই যোগাযোগ হয় এবং আমার সফর শিডিউল তাকে জানিয়ে দেই। বেলা আড়াইটার দিকে বদরুদ্দীন তার হোন্ডা সিআরভি কার নিয়ে হাযির হ'ল। প্রায় পাঁচ বছর পর দেখা। ইসলামাবাদ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় সে আমাকে জাকার্তা সফরের দাওয়াত দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেটা যে সত্যি সত্যিই একদিন বাস্তবে রূপ নেবে কে জানত! সবই আল্লাহর ইচ্ছা। গাড়িতে উঠেই সে জানায় কলেজ থেকে চারদিনের ছুটি নিয়েছে। আমাকে তার নিজ গ্রামের বাড়িসহ আশেপাশের কয়েকটি সিটিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার সফর তো মাত্র দু'দিনের। সিঙ্গাপুর থেকে রিটার্ন ফ্লাইট বলে সহজে শিডিউল পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। নতুবা এ সুযোগ ছাড়তাম না। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে প্রথমেই এক হোটেলে বসে সুস্বাদু ইন্দোনেশিয়ান সাতেই কাবাব ও খাসির গোশতের স্যুপ দিয়ে ভাত খেলাম। ইন্দোনেশিয়ায় ভাতই প্রধান খাদ্য। রুটির প্রচলন তেমন নেই বললেই চলে। খাবার শেষে স্ট্র দিয়ে কোল্ড চা পান করলাম। বরফ কুচি দেয়া কোল্ড চা পান আমার এটাই প্রথম। স্বাদ মন্দ নয়। তবে এতে চায়ের গুণাগুণ আর অবশিষ্ট থাকে বলে মনে হ'ল না। হোটেল থেকে বের হয়ে রওয়ানা হ'লাম বদরুদ্দীনের শ্বশুরবাড়ির পথে। বানতেন প্রদেশের টাঙ্গেরাং যেলার ক্রেসেক গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি। বিমানবন্দর থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার পথ। যাত্রাপথে আমরা টাঙ্গেরাং শহরের বৃহত্তম মসজিদ রায়া আল-আ'যম মসজিদে বিরতি দিয়ে আছরের ছালাত আদায় করলাম। বদরুদ্দীনের বাবার বাড়ি এখান থেকে কাছেই। এই মসজিদে সে মাঝে মধ্যে জুম'আর খুৎবাও দেয় এবং বাদ মাগরিব দারসে কুরআন প্রদান করে। ১৫ হাযার মুছল্লী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই মসজিদের গম্বুজটি খুবই আকর্ষণীয়। প্রধান গম্বুজকে ঘিরে রেখেছে চারটি গম্বুজ। যার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। নেই নীচে কোন পিলার। ফলে পাঁচটি গম্বুজ মিলে এক অবিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ গম্বুজে পরিণত হয়েছে। এজন্য কারো কারো দাবী মতে এটি এককভাবে বিশ্বের বৃহত্তম গম্বুজও বটে। গম্বুজের নীচের মূল কম্পাউণ্ডটি ষড়ভুজাকার। কোন পিলার না থাকায় সেটা আরো বিশাল দেখায়। বাইরে পার্কের মত সবুজ দীর্ঘ চত্বর। দর্শনার্থীরা সেখানে সময় কাটায়।

ছালাতের পর সুপ্রশস্ত মসৃণ জাকার্তা-মেরাক টোল রোড দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে ক্রেসেক গ্রামের পথে। রাস্তার দু'ধারে সবুজ গাছ-গাছালীর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত। বিকেলের সোনারোদে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় ধান/গমের লকলকে সবুজ শীষ। পথের গতিময়তায় আমি হারিয়ে যাই দূর অতীতে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালে আমার নানা হাজী আকবার আলী (১৯২০-১৯৮৬খ্রি.) একবার ইন্দোনেশিয়ায় এসেছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পরপরই ৪ মাসের সফরে বেরিয়েছিলেন তাবলীগ জামা'আতের সাথে। এই বিশাল দেশের কোথায় কোন প্রদেশে গিয়েছিলেন, তা জানা নেই। তবুও আজ ইন্দোনেশিয়ায় এসে তাঁর পদচিহ্ন খুঁজি।

প্রায় ৩০ কি.মি যাওয়ার পর গাড়ি গ্রামের অপ্রশস্ত রাস্তায় ঢোকে। এদিকে রাস্তাঘাট তেমন ভাল নয়। বাড়ী-ঘরও জুৎসই নয়। প্রথাগত মালয়ী ধাঁচের প্রাচীরঘেরা গ্রামীন বাড়িগুলো। প্রশস্ত উঠানে বিভিন্ন ফলের গাছ। দোতলা বাড়ির সংখ্যা খুব কম। রাস্তায় মটরসাইকেল প্রচুর। চালক (চালিকা?) বেশীরভাগ মহিলা। দোকানের সেলসম্যানও মহিলারাই। প্রায় শতভাগই হিজাবধারী। পথে-ঘাটে সর্বত্রই যেন মহিলাদের আধিপত্য। কিছু পার্ক দেখা গেলেও উন্মুক্ত খেলার মাঠ চোখে পড়ে না। বিকেলে শিশু-কিশোরদের ক্রিকেট, ফুটবল নিয়ে মেতে উঠতে দেখা যায় না। নেই রাস্তার মোড়ে বৃদ্ধ বা মধ্যবয়সীদের কোন জটলা। নিস্তরঙ্গ এক কোলাহলহীন বিকেল। এটিই নাকি ইন্দোনেশিয়ার স্বাভাবিক

দৃশ্য। জাতিগতভাবে এরা খুব শান্ত ও নিরুপদ্রব। মাগরিবের পূর্বেই বদরুদ্দীনের গ্রামে পৌঁছে গেলাম। মাগরিবের সময় হয়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে ছবির মত সাজানো সবুজে ঘেরা এক মাদ্রাসা মা'হাদুত তারবিয়া আল-ইসলামিয়াতে ঢুকলাম। বদরুদ্দীনের শ্বশুর এই মাদ্রাসার পরিচালক। আবাসিক বেশ কয়েকটি একতলা ভবনে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে। ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করলাম। চারপাশ খোলা চৌচালা সাধারণ মালয়ী শৈলীর মসজিদ। সাদা পোষাকে ছাত্র-ছাত্রীরা মসজিদে ছালাত আদায় করছে। সামনে ছাত্ররা, পিছনে ছাত্রীরা। মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলানো। আমরা ছালাত শেষ করলে ছাত্ররা এগিয়ে এসে অত্যন্ত আদবের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করে হাতে চুম্বন করে। এটাই এদের সংস্কৃতি। মালয়ী ছাড়া আর কোন ভাষায় তারা স্বচ্ছন্দ্য নয়। আরবী বা ইংলিশে কথা বলতে চাইলাম। তারা কেবলই হাসে। বদরুদ্দীন তাদেরকে মৃদু বকা-ঝকা করে। এরা আরবী বোঝে না তা নয়। কিন্তু স্বভাবসুলভ লজ্জাবোধের কারণে আড়ষ্টতায় ভোগে।

মাগরিবের পর বদরুদ্দীনের শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করি। প্রাচীর ঘেরা বেশ বড়সড় একতলা বাড়ি। সুন্দর ডেকোরেশন। বাইরে ছোট্ট একটা মুছাল্লা আছে, যেখানে বাড়ির পুরুষ-মহিলারা ছালাত আদায় করে। গাড়ি বারান্দায় ৪টি গাড়ি দেখে অবাক হই। তার শ্বশুর ও শ্যালকরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন। বাড়িতে প্রবেশ করার পর শরবত আর ঘরে বানানো স্নাক্স দিয়ে আপ্যায়ন করা হ'ল। তারপর বদরুদ্দীনের চিকিৎসক পত্নী, শ্বশুর ও দুই চাচা শ্বশুর দেখা করতে এলেন। বদরুদ্দীনের দেড় বছর বয়সী মেয়েটা এসে কোলে চড়ে বসে। আধো আধো বোলে সে বাবাকে ডাকে আর দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। শ্বশুর ছাহেব একজন কিতাবী আলেমও বটে। কিন্তু মুখে দাড়ি নেই। ক্লিন শেভ্ড। শাফেঈ মাযহাবে দাড়ি রাখা অবশ্য যরূরী নয়। আরবীতে কথা বলায় পারদর্শী নন, তবে বোঝেন। বদরুদ্দীনের মাধ্যমে তার সাথে কিছু কথা হ'ল। অনেক খুশী হ'লেন। কথা বলার ফাঁকে এক সময় লাজমেশানো হাসি নিয়ে বললেন, সিগারেট ধরাতে চাই, অসুবিধা নেই তো! এবার সত্যিই তাজ্জব হওয়ার পালা। যদিও শাফেঈরা ধূমপানকে হারাম মনে করে না। তাই বলে একজন আলেম মানুষ এভাবে সিগারেট টানবেন? বড় অদ্ভূত! আমার বিস্মিত চেহারা দেখে বদরুদ্দীন হেসে ফেলে কানে কানে বলল, এদেশে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য ধূমপান একটি অপরিহার্য বিনোদন উপকরণ।

বাড়ির ছোট্ট মসজিদে এশার ছালাত পড়লাম। সেখানে বেশ কিছু আরবী কিতাব দেখে আগ্রহ সহকারে হাতে নেই। কিন্তু পড়তে গিয়ে হোঁচট খাই। একটা শব্দও পড়তে পারছি না কেন? বদরুদ্দীনকে দেখালে সে বলল, এটা স্থানীয় জাভানীজ ভাষায় লেখা। এতে ল্যাটিন অক্ষরের পরিবর্তে আরবী অক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে। লেখশৈলীটা এমনই যে এটি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা, তা ভাবাই কঠিন। ছালাতের পর আমরা বের হ'লাম গ্রামের পরিবেশ দেখতে। অন্ধকারে রাস্তার পার্শ্বে গমক্ষেত দেখা যায়। কিছুদূর হেঁটে একটা বাজার পেলাম। দোকানগুলো খোলাই ছিল। বিক্রেতা যথারীতি অধিকাংশই মহিলা। একটি মাদ্রাসা দেখা গেল। মাদ্রাসার নামের সাথে সালাফী যুক্ত আছে অর্থাৎ এটা সালাফীদের মাদ্রাসা। আমি সোৎসাহে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলাম। কিন্তু সে বলল, এ সময় ঢোকা ঠিক হবে না। এখানকার সংস্কৃতিতে এটা আপত্তিকর। মাদ্রাসার মেইন গেটের বাইরে এক দোকানে মাদ্রাসার পোষাক পরা কিছু ছাত্রের জটলা। দেখলাম তারা সবাই একসাথে ধূমপান করছে। আমার আৎকে ওঠা চেহারা দেখে বদরুদ্দীন আবারও হেসে উঠে বলে, এদের দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানকার মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে চা পান আর ধূমপান একই জিনিস। তাই বলে সালাফী মাদ্রাসাতেও এই দৃশ্য দেখতে হবে? এ কেমন সালাফী মাদ্রাসা? আমার বিস্ময়ের পালা শেষ হয় না।

বাযার থেকে ফিরে এসে মেহমানখানায় বসে বদরুদ্দীনের সাথে দীর্ঘসময় গল্প-গুজব হ'ল। রাত ১০-টা বাজলে সে রাতের খাবার আনতে গেল। এদিকে আমি ক্লান্ত শরীরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুম। সেই ঘুম যখন ভাঙ্গে তখন ভোর রাত। বুঝতে পারলাম আমাকে গভীর ঘুমে দেখে বদরুদ্দীন আর ডাকেনি। ফজরের ছালাতের পর সকালের নাশতা এল। স্পাইসি ফ্রাইড রাইস আর ডিম পোচ। মালয়ী নাম নাসি গোরেং। এটা ওদের বেশ প্রিয় খাবার। ভালই লাগল। নাশতার পর দ্রুত গোসল করে তৈরী হ'লাম।

সকাল ৮-টায় আমরা বদরুদ্দীনের বাসা থেকে রওয়ানা হ'লাম। গতকালের হোন্ডা গাড়িটা রেখে আজ সে টয়োটা এ্যাভাঞ্জা বের করেছে গ্যারেজ থেকে। বলা বাহুল্য, ফ্যামিলি গাড়ি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ায় এটি খুব জনপ্রিয়। এর প্রোডাকশনও হয় ইন্দোনেশিয়াতেই। প্রথমেই বদরুদ্দীন তার শ্বশুরের মাদ্রাসায় নিয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মসজিদে দুই পার্শ্বে সুশৃংখলভাবে বসে আছে। বদরুদ্দীন আগেই বলে রেখেছিল বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমাকে জানায়নি। যাহোক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে হবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্যে প্রায় পনের মিনিট বক্তব্য রাখলাম আরবীতে। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে। বদরুদ্দীন অনুবাদ করে দিল। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষকরা এসে পরিচিত হ'লেন এবং ফটোসেশন করলেন। যথারীতি ছাত্ররা ধারাবাহিকভাবে এসে কুর্নিশের ভঙ্গি করে আর আমার ডান হাত চুম্বন করতে থাকে। বাধা দেয়ার কোন উপায় নেই। তারা স্থানীয় কিছু মিষ্টি পিঠা ও হালুয়া খেতে দিল। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওয়ানা হ'লাম জাকার্তা শহরের পথে।

(ক্রমশঃ)

রূহ কবয ও মৃত্যুকালে মুসলিম ও কাফিরের অবস্থা

প্রতিটি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এ সময় শেষ হয়ে গেলে তার রূহ কবয করার জন্য ফেরেশতাগণ ও মালাকুল মউত আসেন। তারা মুমিন ও কাফের ব্যক্তির রূহ কিভাবে কবয করেন তার সবিস্তার বিবরণ এসেছে হাদীছে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জনৈক আনছারীর জানাযায় বের হ'লাম। আমরা তার কবরে পৌঁছলাম, তখনো কবর খোঁড়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসলেন আমরা তার চারপাশে বসলাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, তার হাতে একটি কাঠের খড়ি ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটি খুড়ছিলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, 'তোমরা আল্লাহ্র নিকটে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও, দু'বার অথবা তিনবার (বললেন)'। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয় মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে প্রস্থান ও আখেরাতে পা রাখার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয় তার নিকট আসমান থেকে সাদা চেহারার ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, যেন তাদের চেহারা সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে, অবশেষে তারা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার নিকট বসেন, তিনি বলেন, হে পবিত্র রূহ তুমি আল্লাহ্র মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির প্রতি বের হও'। তিনি বললেন, 'ফলে রূহ বের হয় যেমন কলসি থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি তা গ্রহণ করেন, যখন গ্রহণ করেন চোখের পলক পরিমাণ তিনি নিজ হাতে না রেখে তৎক্ষণাৎ তা সঙ্গে নিয়ে আসা কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রাখেন, তার থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘ্রাণ বের হয় যা দুনিয়াতে পাওয়া যায়'। তিনি বললেন, 'অতঃপর তাকে নিয়ে তারা ওপরে ওঠে, তারা যখনই অতিক্রম করে তাকে সহ ফেরেশতাদের কোন দলের কাছ দিয়ে তখনই তারা বলে, এ পবিত্র রূহ কে? তারা বলে, অমুকের সন্তান অমুক, সবচেয়ে সুন্দর নামে ডাকে যে নামে দুনিয়াতে তাকে ডাকা হ'ত, তাকে নিয়ে তারা দুনিয়ার আসমানে পৌঁছে যায়। তার জন্য তারা আসমানের দরজা খোলার অনুরোধ করেন, তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়, তাকে প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তীরা পরবর্তী আসমানে অভ্যর্থনা জানিয়ে পৌঁছে দেয়। এভাবে তাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার দফতর ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি তা (মাটি) থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেখানে তাদেরকে ফেরৎ দেব এবং সেখান থেকেই তাদেরকে পুনরায় উঠাব। তিনি বলেন, অতঃপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়, এরপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে অতঃপর বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা বলবে, তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর বলবে, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। অতঃপর তারা বলবে, কিভাবে জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তাতে ঈমান এনেছি ও তা সত্য জ্ঞান করেছি। অতঃপর এক ঘোষণাকারী আসমানে ঘোষণা দিবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, ফলে তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুগন্ধি আসবে, তার জন্য তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তিনি বলেন, তার নিকট সুদর্শন চেহারা, সুন্দর পোশাক ও সুঘ্রাণসহ এক ব্যক্তি এসে বলবে, সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, এটা তোমার সেদিন যার ওয়াদা করা হ'ত। সে তাকে বলবে, তুমি কে, তোমার এমন চেহারা যে শুধু কল্যাণই নিয়ে আসে? সে বলবে, আমি তোমার নেক আমল। সে বলবে, হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করুন, যেন আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি।

তিনি বলেন, 'আর কাফের বান্দা যখন দুনিয়া থেকে প্রস্থান ও আখেরাতে যাত্রার সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়। তার নিকট আসমান থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা অবতরণ করে, তাদের সাথে থাকে মোটা-পুরু কাপড়। অতঃপর তারা তার নিকটে বসে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর মালাকুল মউত আসেন ও তার মাথার কাছে বসেন।

অতঃপর বলেন, হে খবীছ নফস! আল্লাহ্র ক্রোধ ও গযবের জন্য বের হও। তিনি বলেন, ফলে সে তার শরীরে ছড়িয়ে যায়, অতঃপর সে তাকে টেনে বের করে যেমন ভেজা উল থেকে (লোহার) সিক বের করা হয়। অতঃপর সে তা গ্রহণ করে, আর যখন সে তা গ্রহণ করে চোখের পলকের মুহূর্ত পরিমাণ হাতে না রেখে ফেরেশতারা তা ঐ মোটা-পুরু কাপড়ে রাখে। তার থেকে মৃতদেহের যত কঠিন দুর্গন্ধ দুনিয়াতে হ'তে পারে সে রকমের দুর্গন্ধ বের হয়। অতঃপর তাকে নিয়ে তারা ওপরে উঠে, তাকে সহ তারা যখনই ফেরেশতাদের কোন দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখনই তারা বলে, এ খবীছ রূহ কে? তারা বলে, অমুকের সন্তান অমুক, সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম ধরে ডাকে, যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হ'ত। এভাবে তাকে দুনিয়ার আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য দরজা খুলতে বলা হয়, কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ، 'তাদের জন্য আকাশের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে' *(আ'রাফ ৭/৪০)*। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার আমলনামা

যমীনে সর্বনিম্নে সিজ্জীনে লিখ। অতঃপর তার রূহ সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، 'কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর (মৃতভোজী) পক্ষী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু প্রবাহ তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল' *(হজ্জ ২২/৩১)*।

অতঃপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসে ও তাকে বসায়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে বলে, হায় হায় আমি জানি না। অতঃপর তারা বলে, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায় হায় আমি জানি না। অতঃপর তারা বলে, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে, হায় হায় আমি জানি না। অতঃপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, সে মিথ্যা বলেছে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার দরজা জাহান্নামের দিকে খুলে দাও। ফলে তার নিকট জাহান্নামের তাপ ও বিষ আসবে এবং তার ওপর তার কবর সংকীর্ণ করা হবে যে, তার পাঁজরের হাড় একটির মধ্যে অপরটি ঢুকে যাবে। অতঃপর তার নিকট বীভৎস চেহারা, খারাপ পোষাক ও দুর্গন্ধসহ এক ব্যক্তি আসবে। সে তাকে বলবে, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমাকে দুঃখ দিবে, এ হচ্ছে তোমার সে দিন যার ওয়াদা করা হ'ত। সে বলবে, তুমি কে, তোমার এমন চেহারা যে কেবল অনিষ্টই নিয়ে আসে? সে বলবে, আমি তোমার খবীছ আমল। সে বলবে, হে রব! ক্বিয়ামত কায়েম কর না' *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; হাকেম হা/১০৭; মিশকাত হা/১৬৩০, হাদীছ ছহীহ)*।

তাই মুসলিম ব্যক্তির করণীয় হবে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার পূর্বেই পরকালীন জীবনের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে, সেই অনন্ত জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে' মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

মহামারী থেকে আত্মরক্ষায় বিদ'আতী আমলের পরিণতি

ছাহাবী-তাবেঈদের যুগে অনেকবার মহামারী দেখা দিয়েছে। যেমন ১৮ হিজরীতে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে 'ত্বাঊনে আমওয়াস' নামে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়লে পঁচিশ হাযার মানুষ মারা যায়। যাদের মধ্যে ছাহাবী আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ ও মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) অন্যতম। ৬৯ হিজরীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর শাসনামলে ছড়িয়ে পড়া জারিফ মহামারীতে মাত্র তিনদিনে বছরা নগরীর দু'লক্ষ দশ হাযার মানুষ মারা যায় *(নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬)*।

মহামারীর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য যুগে যুগে মানুষ বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমনকি অনেকসময় বিদ'আতী আমলে লিপ্ত হ'তেও দেখা গেছে। তবে তা যে উল্টো ফলই বয়ে আনে, নিম্নোক্ত ঘটনায় তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ঘটনাটি ৮৩৩ হিজরীর। মিসরে এসময় ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয়। এতে মানুষের সাথে সাথে সামুদ্রিক প্রাণী, বনের পশু-পাখির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। নীল নদে অসংখ্য কুমির ও মাছ মৃত অবস্থায় ভেসে থাকতে দেখা যায়। বন-জঙ্গলে মৃত বাঘ, হরিণ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরো মিসর জুড়ে জীবন বিনাশী এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। এই মহামারী ছহীহ বুখারীর প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এতে তাঁর তিন কন্যা মারা যায়। তাদের শোকে সেসময় তিনি 'বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত-ত্বাঊন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

যাইহোক ৮৩৩ হিজরী, জুমাদাল উলার প্রথম দিন বৃহস্পতিবার। এদিন কায়রোতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, প্রত্যেকে যেন তিনদিন ছিয়াম পালন করে এবং নিজ নিজ পাপ পরিত্যাগ করে তওবা করে। আর যালেমরা যেন যুলুম বন্ধ করে।

৪দিন পর রবিবার সবাইকে কায়রোর বাইরে মরুভূমিতে একত্রিত করা হয়। যেখানে বিচারপতি ছালেহ বালকীনী লোকদেরকে উদ্দেশ্যে নছীহত করেন। লোকেরা সেখানে বিনয় প্রদর্শন করে এবং চিৎকার করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে দো'আ-দরূদ পাঠ করে। তারপর তারা ফিরে যায়। কিন্তু পরেরদিন দেখা যায়, মৃতের স্যংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। কেবল ইসকান্দারিয়ায় প্রতিদিন একশত মানুষ মারা যাচ্ছিল। কায়রো ও আশ-পাশের মহল্লাগুলোতে প্রতিদিন দুই সহস্রাধিক মানুষের জানাযা পড়তে হচ্ছিল। এই ভাইরাসের ভয়াবহতা দেখে চল্লিশজনের একটি দল নৌকাযোগে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পূর্বে তাদের সকলেই মারা যায়। সে সময়ে কোন ব্যক্তি সকালে অসুস্থ হ'লে সন্ধ্যার আগেই সে মারা যাচ্ছিল। ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ কাফনের কাপড়ের অভাবে তা চুরি করছিল। চারিদিকে গণকবর দেওয়া শুরু হয়েছিল।

এরই প্রেক্ষিতে ১৫ই জুমাদাল আখেরা শুক্রবার সাইয়েদ শিহাবুদ্দীন আহমাদ নামে তদানীন্তন জনৈক গভর্ণর মিসর সুলতানের নির্দেশে খুঁজে খুঁজে সাইয়েদ বংশের ৪০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সমবেত করেন। যাদের প্রত্যেকের নাম মুহাম্মাদ। তাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচ হাযার দিরহাম তুলে দিয়ে জামে' আযহারের মসজিদে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলা হয়। ফলে তারা জুম'আর ছালাতের পর থেকে একযোগে তেলাওয়াত শুরু করেন।

এদিকে কতিপয় অনারব ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন যে, সমবেতকণ্ঠে মুনাজাত করলে এবং আযান দিলে মহামারী উঠে যাবে। কারণ তাদের দেশে এমন মহামারী ঘটলে এরূপ সম্মিলিত আমল করা হ'লে ভাইরাস উঠে যায়। তাদের পরামর্শে গোটা নগরীর জনগণকে জামে' আযহারের মসজিদে সমবেত করা হয়। এরপর শুরু হয় সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জামা'আতবদ্ধ মুনাজাত।

তারপর ঐ ৪০ জন সাইয়েদ মসজিদের ছাদে উঠে সমবেত কণ্ঠে আযান দিলেন। অতঃপর সকলে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেল। কিন্তু পরদিন দেখা গেল মহামারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি গভর্নর শিহাবুদ্দীন আহমাদও এতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'তাদের সেই সম্মিলিত আমলের পর মহামারীর প্রাদুর্ভাব পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল'। এই ভয়াবহতার পরে সুলতানের হুঁশ ফেরে। তিনি আলেমগণের নিকট ফৎওয়া জানতে চান যে, মহামারীর জন্য সম্মিলিত মুনাজাত করবে, নাকি ছালাতে কুনূতে নাযেলা পড়বে? তখন তারা পরামর্শ দেন যে, মহামারী থেকে বাঁচার পথ হ'ল, আল্লাহ্র নিকটে তওবা করা, বিনীতভাবে দো'আ করা, যুলুম পরিত্যাগ করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা *(বিস্তারিত দ্রঃ ইবনু হাজার, ইনবাউল গুমুর বিআবাইল উমুর ৮/২০০-২০৪; জামালুদ্দীন ইউসুফ আতাবেগী, আন-নুজূমুয যাহেরা ফী মূলূকে মিসর ওয়াল ক্বাহেরা, ৪/১৪২-১৪৫)*।

শিক্ষা : (১) যেকোন মহামারীকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সতর্কবার্তা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং নিজ নিজ আমলকে সংশোধন করে নিতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহামারীর মধ্যে মুসলমানদের আমল সংশোধনের সুযোগ রয়েছে *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৮)*। (২) সর্বাবস্থায় বিদ'আতী আমল থেকে দূরে থাকতে হবে। (৩) স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূল (ছাঃ) মহামারীকে কাফেরদের জন্য আযাব হিসাবে গণ্য করলেও মুমিনদের জন্য 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/১৫৪৭)*। আর তিনি এতে মৃত্যুবরণ কারীকে শহীদ গণ্য করেছেন *(মুসলিম হা/১৯১৬)*। অতএব এথেকে বাঁচার জন্য সম্ভবপর চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় ভরসা রাখতে হবে।

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অমর বাণী

১. মুহাম্মাদ ইবনু আবী ‘আমীরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ، إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. ‘যদি কোন বান্দা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে অতিবৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু অবধি একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে সিজদায় পড়ে থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন সে এটাকে নগণ্য মনে করবে। তখন সে কামনা করবে, যদি তাকে দুনিয়ায় পুনরায় ফেরৎ পাঠানো হ’ত, তাহলে আরো বেশী প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করা যেত’।[২]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْقَلْبِ، وَزَيْنًا فِي الْوَجْهِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ– وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، وشَيْنًا فِي الْوَجْهِ، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الخَلْقِ ‘নিশ্চয় নেক আমলের প্রভাব হ’ল- অন্তরের আলো, চেহারার উজ্জ্বলতা, শারীরিক শক্তিমত্তা, রিযিকের প্রশস্তি এবং আমলকারীর প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালবাসা। আর গুনাহের কুপ্রভাব হ’ল- হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, চেহারার মলীনতা, শরীরের দুর্বলতা, রিযিকের ঘাটতি এবং সৃষ্টিকুলের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক’।[৩]

৩. যুন্নুন মিছরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল,مَتَى أُحِبُّ رَبِّي؟ ‘কখন আমি বুঝতে পারব যে, আমি আমার রবকে ভালবাসি?’ তখন তিনি বললেন, إِذَا كَانَ مَا يُبْغِضُهُ عِنْدَكَ أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ ‘যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, এমন কাজ তোমার কাছে যদি ধৈর্য ধারণের চেয়ে কষ্টকর মনে হয়, (তখনই তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি আল্লাহকে ভালবাস)’।[৪]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُنْ مَعَ الْوَالِدَيْنِ كَالْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ الضَّعِيْفِ، لِلسَّيِّدِ الْفَظِّ الْغَلِيْظِ ‘পিতা-মাতার প্রতি তুমি ঐ রকম নম্রতা প্রদর্শন করো, দুর্বল অসহায় অপরাধী ক্রীতদাস কোন অপরাধ করে কঠোর-নির্দয় মনিবের প্রতি যেমন বিনয় প্রকাশ করে’।[৫]

৫. একবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ’ল, مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَكَ؟ ‘আপনার পরে আমরা কার কাছে মাসআলা জানতে চাইব?’ তিনি বললেন, ‘আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-ওয়ার্‌রাককে জিজ্ঞাসা করবে’। তখন লোকেরা বলল, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي الْعِلْمِ ‘তার তো জ্ঞানের গভীরতা নেই’। তখন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বললেন, إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ مِثْلُهُ يُوَفَّقُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ ‘তিনি একজন সৎ মানুষ। এমন ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফীক দেওয়া হয়’।[৬]

৬. সার্‌রী আস-সাক্বাত্বী (রহঃ) বলেন, إِنْ اغْتَمَمْتَ بِمَا يَنْقُصُ مِنْ مَالِكَ فَابْكِ عَلَى مَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِكَ ‘সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণে যদি তোমার দুঃশ্চিন্তা হয়, তাহলে আয়ু কমে যাওয়ার কারণে তোমার ক্রন্দন করা উচিত’।[৭]

৭. ইয়াহইয়া ইবনু মু‘আয (রহঃ) বলেন, اَلطَّاعَةُ خَزَانَةٌ مِنْ خَزَائِنِ اللهِ إِلاَّ أَنَّ مِفْتَاحَهَا الدُّعَاءُ وَأَسْنَانَهُ لُقَمُ الْحَلاَلِ ‘ইবাদত আল্লাহ্র এমন এক সঞ্চিত ভাণ্ডার, যার চাবিকাঠি হল দো‘আ। আর সেই চাবির দাঁত হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ’।[৮]

৮. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, اَلْحَرَامُ مِنَ القُوْتِ نَارٌ تُذِيْبُ شَحْمَةَ الفِكْرِ، وَتُذْهِبُ لَذَّةَ حَلاَوَةِ الذِّكْرِ، وَتُحَرِّقُ ثِيَابَ إِخْلاَصِ النِّيَّاتِ، وَمِنَ الْحَرَامِ يَتَوَلَّدُ عَمَى الْبَصِيْرَةِ وَظَلاَمِ السَّرِيْرَةِ ‘হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তা শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যিকিরের স্বাদ দূরীভূত করে দেয় এবং নিয়তের পরিশুদ্ধিতার পোষাক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। আর হারাম খাদ্য গ্রহণের ফলে চোখ ও অন্তরজুড়ে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে’।[৯]

৯. যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى اللهَ حَبَّهُ النَّاسُ وَإِنْ كَرِهُوا ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, মানুষ তাকে গোপনে ভালবাসে, যদিও প্রকাশ্যে তাকে অপসন্দ করে’।[১০]

১০. হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

إِذا كُنتَ في نِعمَةٍ فَارْعَها * فَإِنَّ الـــمَعاصي تُزِيلُ النِّعَم.

وَحافِظْ عَلَيهَا بِتَقوى الْإِلَهِ * فَإِنَّ الإِلَهَ سَرِيعُ النِّقَمِ.

‘যখন তুমি আল্লাহ্র নে‘মতের মধ্যে থাক, তখন এর সবিশেষ যত্ন করো। কারণ গুনাহ নে‘মতকে দূর করে দেয়। আর তুমি আল্লাহভীতির মাধ্যমে সেই নে‘মতকে সংরক্ষণ কর। কেননা আল্লাহ দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী’।[১১]

সংকলনে : আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ
শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

---

২. আহমাদ হা/১৭৬৫০, সনদ ছহীহ।
৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ৪৪১।
৪. জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২১।
৫. তাফসীর হাদাইকুর রূহ ওয়ার রায়হান ১৬/৭১।
৬. জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৫১।
৭. ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪৯৭।
৮. ইহইয়াউ ‘উলূমিদ্দীন ২/৯১।
৯. বাহরুদ দুমূ‘, পৃ. ১৪৬।
১০. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২২।
১১. দীওয়ানে আলী (রাঃ), পৃ. ১৪৮।

করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবেন যেভাবে

লকডাউনে গৃহবন্দী থাকার সময়েও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়ানোর জন্য আমাদের নানা রকমের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাটাই সবচেয়ে যরূরী। তাতে ঔষধের প্রয়োজন হবে না। যে কোন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণ আমাদের শরীর আপনা আপনিই প্রতিরোধ করতে পারবে। আর সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিতভাবে কয়েকটি খাবার গ্রহণ করা যরূরী। যেমন-

রসুন : রসুন আমাদের অনেক রকমের শারীরিক সমস্যা থেকে দূরে রাখে। গন্ধটা খুব কটূ হ'লেও এর উপকারিতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের। সব বাড়িরই রান্নাঘরে রসুন থাকে। হয়তো অনেকে তার উপকারিতার সব দিক জানে না। রসুনের মতো অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যাকটেরিয়া বিনাশী এবং প্রদাহ প্রতিরোধী বনৌষধি খুব কমই আছে।

মধু : মধুর উপকারিতা সকলেরই জানা। এর গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না। মধু শরীরের রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়ায় এবং শরীরের ভেতরে ও বাইরে যেকোন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতাও জোগান দেয়। মধুতে আছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধকারী উপাদান, যা অনাকাঙ্ক্ষিত সংক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণে বিভিন্ন রোগ প্রায়ই দেহকে দুর্বল করে দেয়। এসব ভাইরাস প্রতিরোধে মধু খুবই কার্যকর।

কালোজিরা : সাধারণ সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর সহ যেকোন ধরনের শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে কালোজিরার জুড়ি নেই। তবে কালোজিরা ও মধুর মিশ্রণ আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। এটি যে কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেহকে প্রস্তুত করে তোলে। তাই প্রতিদিন সকালে কালোজিরার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

আদা : আদায় এমন কিছু যৌগ থাকে, যা আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা বাড়ায়। আর শ্বেত কণিকাই আমাদের শরীরে ঢুকে পড়া ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াদের মারে। আদা মেশানো চা খুব উপকারী। লবণ দিয়ে কাঁচা আদা খাওয়াও খুব ভাল। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দেহের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে এই সময় নিয়মিত আদা, রসুন খাওয়া উচিত।

গুলঞ্চ : বহু দিন ধরেই আয়ুর্বেদের বিভিন্ন ওষুধে গুলঞ্চের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এগুলি আমাদের শরীরের বিষকে বের করে দিতে সাহায্য করে। রক্ত শোধন করে এবং শত্রু ব্যাকটেরিয়াদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালাতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, গুলঞ্চ খেলে আমাদের হজম ও প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গ্লাসে ১৫ থেকে ৩০ মিলিমিটারের মতো গুলঞ্চের রস নিয়ে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খাওয়া উচিত।

মেথি, কুমড়ার বীজ : মেথি, কুমড়ার বীজ খাওয়াও খুব উপকারী। এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। দু'টিই আমাদের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আমাদের প্রদাহ কমায়। প্রদাহ ঠেকানোর জন্য দেহে যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে সক্রিয় করে তোলে।

কুমড়ার বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক (দস্তা), লোহা এবং ভিটামিন-ই। কুমড়ার বীজ আমাদের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। কুমড়ার বীজ যেমন ভাইরাস বিনাশী, তেমনই তা ছত্রাকজনিত বিভিন্ন রোগও রুখতে পারে। তা কোষের বৃদ্ধিতেও সহায়ক। এমনকি যারা অনিদ্রাজনিত অসুখে ভোগেন, তাঁদের পক্ষেও কুমড়ার বীজ খুব উপকারী।

সূর্যমুখী বীজ : নানা ধরনের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ সূর্যমুখী বীজে প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন-ই, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টও। এই বীজে থাকে সেলেনিয়াম, যা কয়েক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক। বাড়ায় দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও। ত্বক ভাল রাখতেও সাহায্য করে সূর্যমুখী বীজ।

হলুদ : হলুদ দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। এটির উপাদান রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যাও বাড়ায়। যা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

দারুচিনি : বহু দিন ধরে খাবারে দারুচিনি ব্যবহারের চল রয়েছে, এর নানা ধরনের গুণের জন্য। প্রদাহ রুখতেও এর বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা রুখতে পারে নানা ধরনের সংক্রমণ। নষ্ট কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতেও এর ভূমিকা রয়েছে।

ব্রকলি : খুব সহজেই এই সবজিটি পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি এবং কে আছে। এই তিনটি ভিটামিনই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়াও এতে রয়েছে ভালো পরিমাণে পটাশিয়াম এবং ফলিক এসিড। এটি একটু আধ কাঁচা অথবা কাঁচা খাওয়া ভালো।

সাইট্রাস ফল : ঠাণ্ডা বা হাঁচির সমস্যা হ'লে অনেকেই টক ফল খেতে বলে। এর কারণ হ'ল- টক জাতীয় ফলগুলোতে ভিটামিন সি এর প্রাচুর্য বেশী থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন সি শ্বেত রক্ত কণিকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে, যা ইনফেকশন থেকে দেহকে রক্ষা করতে পারে। আঙ্গুর, লেবু, আমলকী, কমলা এই জাতীয় ফল। লাল বেম্ব মরিচ এ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ভিটামিন সি আছে। সাথে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চোখ এবং চামড়ার উপকারে আসে।

এছাড়া নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। তাই প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটাহাঁটি সহ বিভিন্ন ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া যরূরী। এতে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত রাখা সম্ভব হয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

এগিয়ে এসো

রাক্বীবুল ইসলাম, মেহেরপুর।

এগিয়ে এসো সবে এগিয়ে এসো
মানব সেবার মহান কাজে
মাদক সেবনে তোমার জীবন হবে অবসান
মাদকমুক্ত রক্ত দানে বাঁচবে জাতির প্রাণ।
এটাই আল-'আওনের অনন্য শ্লোগান।
মুমূর্ষু জনের পাশে দাঁড়াও
রক্ত দিতে করোনাকো দ্বিধা
জাতি-ধর্মে নেই কোন ভেদ
সবাইতো আল্লাহ্র বান্দা।
আল-'আওনের সদস্য হৌন
মানুষের সেবায় এগিয়ে আসুন!
তোমার দেয়া রক্তে রোগী পাবে সুস্থ জীবন
হবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ করবে আল্লাহ্র গুণগান।

আল-'আওন

মাক্বছূদ আলী
পশ্চিম ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

বিশ্বে যত মহোপকার
যার সম নেই মানব কল্যাণ,
সকল উপকারের শ্রেষ্ঠ উপকার
মাদকমুক্ত রক্তদান।
মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান
আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অর্জন,
এমন ভাগ্যবান কয়জন আছে
এ মহান ব্রত করে গ্রহণ?
ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে
হ'তে পারে নাজাতের অসীলা,
অন্যকেও উদ্বুদ্ধকরণে
ভারী হবে নেকীর পাল্লা।
আল-'আওন অর্থ সহযোগিতা
নিরাপদ রক্তদান সংস্থা,
যেথায় আছে মাদকমুক্ত তাযা রক্ত
সরবরাহের অনন্য ব্যবস্থা।
আল-'আওন-এর প্রতিষ্ঠাকাল
২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ বৃহস্পতিবার,
যেথায় ১৮ থেকে ৬০ বছরের নারী-পুরুষ
হ'তে পারে রক্তদাতা বা সম্মানিত ডোনার।
জীবনাবসান প্রায় মুমূর্ষুকে রক্তদানে
বাড়ে নিজের মানসিক তৃপ্তি,
অন্যের জীবন রক্ষায় আছে প্রশান্তি।

বৃদ্ধাশ্রম

মুবাশ্বিরুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বৃদ্ধাশ্রম! মানবতার এক কলঙ্কিত কারাগার
বৃদ্ধাশ্রম! পিতাপুত্র সম্পর্ক করে ছারখার।
বৃদ্ধাশ্রম! দুঃখ-কষ্টে ভরা একস্থান
বৃদ্ধাশ্রম! অব্যক্ত বেদনায় বয়ে চলা অশ্রুবান।
বৃদ্ধাশ্রমের করুণ কাহিনী বলতে গেলে অশ্রু রুখা দায়
দুঃখ-কষ্টে নিপতিত মানুষগুলিকে দেখলেই বুঝা যায়।
বৃদ্ধাশ্রমের পিতামাতা আজ বড় নিরুপায়
অসুস্থ হ'লেও কাঙ্ক্ষিত সেবা তারা নাহি পায়।
বৃদ্ধাশ্রমে হাযারো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা করছে হাহাকার
মনের ইচ্ছা তাদের সন্তানের কাছে ফিরে যাবার।
পাষাণ হৃদয়ের সন্তানগুলি তাদের দিচ্ছে দূরে ঠেলে
অথচ পিতা-মাতাই তাদেরকে বড় করেছে কোলে তুলে।
বৃদ্ধাশ্রমের করুণ পরিস্থিতির কথা প্রায়ই শোনা যায়
এই করুণ কাহিনী শুনে চোখের পানি আঁটকানো দায়।
আদর্শ শিক্ষার অভাবে হচ্ছে এমন পরিস্থিতি
সুশিক্ষাই হ'তে পারে এ অবস্থা বন্ধের একমাত্র গতি।
আল্লাহ তুমি সকলকে দ্বীনী জ্ঞানে উজ্জ্বল করে দাও
সব পিতা-মাতার সন্তানের মনকে নরম করে দাও।
ওগো দয়াময়! তোমার কাছে করি ফরিয়াদ
সন্তানের গৃহেই যেন হয় পিতা-মাতার স্থান।

ঈদের খুশী

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সাজ সাজ রব সবদিকে আজ ঈদের খুশী বলে,
রামাযানের ঐ কষ্ট কঠিন দিন যে গেছে চলে।
জাগলো সাড়া ভাঙ্গল আঁধার পাপ-পাতকী সবি,
নাইকো মোটে দুঃখ-ব্যথা পুরলো মনের দাবী।
কোন পাতকী সুপ্ত নীদে ভাংলো না কার ঘুম?
কে পাবে না আজকে ঈদে বিদায়ী ছাওমে চুম?
জোয়ান, যুবক, বাচ্চা, বুড়ো সবাই ঈদের মাঠে,
খোশ গোলাপী আতর মেখে শির মাটিতে লোটে।
লক্ষ পাপের সাক্ষ্য যেজন সেওতো দু'কর তোলে,
সব কালিমা সাপ করিতে আল্লাহকে সে বলে।
দশ তলা আর গাছ তলাতে নাইকো আজি ভেদ,
ধনী-গরীব এক কাতারে ভাঙ্গলো মনের খেদ।
দল বেঁধে সব এক সারিতে আল্লাহকে আজ ডাকে,
কবর, হাশর, মীযান সবি বক্ষ মাঝে আঁকে।
বুকের জমা পাওনা দাবী দাওগো পুরা করি,
তাই ঝরিছে খুশীর দিনেও দু'নয়নের বারি।
আজকে খুশীর ধুম পড়ে যায় ঈদের জামা'আত জুড়ি,
খোশ দীলেতে সবাই আজি নাইকো মনের আঁড়ি।

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২০ ২৩তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (রামাযান বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২য় হিজরীতে। ২. আশূরার ছিয়াম। ৩. চতুর্থ।
৪. জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।
৫. ক. রামাযানে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, খ. এ মাসে লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম গ. রামাযান মাসে কৃত ওমরার ছওয়াব নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করার সমান।
৬. ক. ছিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং দিবেন, খ. ছিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতে রাইয়ান নামক দরজা নির্ধারিত আছে, গ. ছিয়াম পালনকারীর থেকে জাহান্নামকে ৭০/১০০ বছরের পথ দূরে করে দেওয়া হয়।
৭. পানাহার না করে একাধারে ছিয়াম পালনকে ছাওমে বিছাল বলে।
৮. রাইয়ান।
৯. নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করার সমান।
১০. নিজে সারা রাত জাগতেন, পরিবারকে জাগাতেন এবং কোমরে পরিধেয় বস্ত্র মযবূত করে বেঁধে নিতেন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. গ্লাইকোজেন রূপে।
২. দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি জাতীয় কাজ করা।
৩. প্যারা থরমোন। ৪. অ্যাড্রনালিন। ৫. টেস্টোস্টেরন।
৬. অ্যালডোস্টেরন। ৭. অস্থিতে। ৮. ক্ষুদ্রান্তে
৯. ৭২। ১০. ২৪ টি

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কুরআনের সর্বপ্রথম আদেশ কি?
২. কুরআনে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার প্রথম আদেশ কি?
৩. কুরআনে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার প্রথম নিষেধ কি?
৪. কোন সূরা ৩ বার পাঠ করলে একবার কুরআন খতম করার ছওয়াব হয়?
৫. কোন সূরা ৪ বার পাঠ করলে একবার কুরআন খতম করার ছওয়াব হয়?
৬. কোন সূরা ১০ বার পড়লে জান্নাতে একটি মহল তৈরী করা হয়?
৭. কোন সূরা পাঠ করলে ঘর হ'তে শয়তান পলায়ন করে?
৮. কুরআনের প্রথম আয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?
৯. কুরআনের শেষ আয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?
১০. মোট কত বছরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. কোনটি শিশুকালে অপসারণ করলে বামনত্ব হয়?
২. শোষণের সময় দেহ হ'তে কি নির্গত হয়?
৩. শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোনের নাম কি?
৪. মাইটোসিস কোথায় সংগঠিত হয়?
৫. রক্তে লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত কত?
৬. রক্ত জমাট বাধার পর রক্তের অবশিষ্ট তরল অংশকে কি বলে?
৭. মানব দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘ অস্থি কোনটি?
৮. অনুচক্রিকার কাজ কি? ৯. লিউকোমিয়া রোগের কারণ কি?
১০. দেহের শক্তির প্রধান মাধ্যম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাড়ীগ্রাম, বাগমারা, রাজশাহী ২২শে মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন বাড়ীগ্রাম মড়মড়িয়া পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

আল-'আওন টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায় এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য

০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

প্রতিদিন দুপুর ২-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত
(রামাযান মাসের জন্য)

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য

০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন সকাল ১০-টা থেকে দুপুর ১২-টা পর্যন্ত
(রামাযান মাসের জন্য)

রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১

আল-'আওন
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

স্বদেশ

করোনায় কর্মহীনদের খাদ্য সহায়তায় ১০ হাযার টাকা দিলেন শেরপুরের ভিক্ষুক!

৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ নাযিমুদ্দীন। ভিক্ষা করে সংসার চালান। নিজের বসত-ভিটা মেরামত করার জন্য দুই বছরে ভিক্ষা করে জমিয়েছেন ১০ হাযার টাকা। কিন্তু এ টাকা দিয়ে তার নিজের ঘর মেরামত না করে দান করলেন শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে কর্মহীনদের খাদ্য সহায়তার জন্য খোলা তহবিলে। গত ২১শে এপ্রিল স্থানীয় ইউএনও রুবেল মাহমূদের হাতে এ টাকা তুলে দেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনায় ঘরবন্দী হওয়া কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সহায়তার জন্য কর্মহীন অসহায়দের তালিকা হচ্ছিল। এসময় নাযিমুদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে তাকে ইউএনওর পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী দেয়ার কথা বলে তার জাতীয় পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয়। কিন্তু ঐ তালিকায় তার নাম না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বলেন, নিজের বসতঘর মেরামত করার জন্য দু'বছরে ভিক্ষা করে ১০ হাযার টাকা জমিয়েছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের সহায়তার জন্য তিনি এ টাকা দান করতে চান। পরে তাকে ইউএনওর কাছে নিয়ে গেলে তিনি তার হাতে টাকাগুলো তুলে দেন। ইউএনও রুবেল মাহমুদ বলেন, আমরা আশ্চর্য হয়েছি একজন ভিক্ষুকের এমন মহানুভবতায়। এটা অনেক মানুষের জন্য বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, ঘটনাটি প্রধানমন্ত্রীর নযরে আসায় তার নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসন তার জন্য জমি ও বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তার চিকিৎসাসহ জীবিকা নির্বাহ খরচ বহনের ঘোষণা দিয়েছে।

করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের জানাযা করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন যিনি

চোখের সামনে পড়ে আছে মৃতদেহ। ধরছে না পরিবারের লোকজনও। প্রতিবেশীরাও দরজা বন্ধ করে রেখেছে। ফোন পেয়ে মৃতের বাসায় লাশ নিতে এসে দেখেন স্ত্রী আর সন্তানরা অন্য একটি ঘর থেকে মৃত পিতার ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলছে 'ওই রুমে লাশ পড়ে আছে, নিয়ে যান'। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকা এসব মৃতদেহের জানাযা করতে এগিয়ে আসছেন একজন। তিনি হলেন, ১৭ বছর যাবৎ নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালনরত মাকছুদুল আলম খন্দকার ওরফে খোরশেদ। এ পর্যন্ত ৬ জন হিন্দুর সৎকার সহ ৩৫ জনের কাফন-দাফন করেছেন তিনি। স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমানের ভাষায়, খোরশেদ 'বীর বাহাদুর'।

করোনা ভাইরাস শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থপরতার দিকটি উন্মোচন করেনি। খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে মাকছুদুল আলমদের মত কিছু মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষকেও।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা সহ সব চিকিৎসকরাই বলছেন, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ভাইরাস থাকা কিংবা এ থেকে সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপরও সংক্রমণের শঙ্কায় মৃত ব্যক্তির কাছে কেউ আসছে না। প্রতিবেশী দূরের কথা, স্বজনরাও কাছে আসে না।

মানুষের এমন মনুষ্যত্বহীনতা দেখে মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করে কাউন্সিলর খোরশেদ বলেন, আমরাও মানুষ, আপনারাও মানুষ। আমরা যদি পারি, আপনারা কেন পারবেন না! তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি এ কাজে এসেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ যেন আমারও জানাযা নছীব করেন। আল্লাহ যে আমাকে এ কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাকে সহযোগিতার জন্য ক্ষুদ্র পেশার যেসব লোকজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এগিয়ে এসেছেন তাদেরকেও।

তিনি বলেন, এত মৃত আক্রান্তের সংস্পর্শে যাওয়ার পরও আইইডিসিআর থেকে পাঠানো আমার করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। তাই সবার প্রতি অনুরোধ জানাই- মাস্ক পরে, গ্লাভস পরে যেকোন করোনা রোগীর সেবা করতে পারবেন। কোন ভয়ের কারণ নেই।

কাউন্সিলর খোরশেদের কর্মতৎপরতা বিস্মিত সর্বস্তরের জনসাধারণ। কেবল দেশেই নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রশংসা। সম্প্রতি তার কাজের প্রশংসা করেছেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক এক সংসদ সদস্য। জোরাম ভ্যান ক্লাভেরে নামের সাবেক ওই পার্লামেন্ট সদস্য তার ফেইসবুক পেজে করোনা সঙ্কটকালে খোরশেদের মানবিক কাজের কিছু ছবি তুলে ধরে লিখেছেন, এই ছবিগুলি বাংলাদেশ থেকে তোলা হয়েছে, যেখানে কোভিড-১৯ সংক্রমিত জনৈক হিন্দু বৃদ্ধা মারা গিয়েছিলেন। তবে তার সম্প্রদায়ের কিংবা পরিবারের কেউই তার সৎকারের কাজে এগিয়ে আসেনি। একদল মুসলমান তা সম্পন্ন করেছিলেন। এটি ইসলামের সম্প্রীতি ও শিক্ষার বাস্তব দৃষ্টান্ত। কিছুদিন আগে আমি ভারত থেকে অনুরূপ সংবাদ পড়েছি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, এটি ১৬৫ মিলিয়ন মানুষের একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তারা ধনী নয়, তবে তাদের হৃদয় সমুদ্রের মতো। তারা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। এই দেশে ও তার জনগণের প্রতি আমার সালাম! ভারত কি তাদের কাছ থেকে কিছু শিখবে!

উল্লেখ্য, একসময় ঘোর ইসলামবিরোধী এই এমপি ২০১৮ সালে ইসলামবিরোধী বই লেখার অর্ধেক পথে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এখন তিনি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ নামে পরিচিত।

[আমরা খোরশেদ ছাহেবকে অভিনন্দন জানাই এবং তার ও তার সাথীদের হেফাযতের জন্য দো'আ করি। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ইহকাল ও পরকালের সর্বোত্তম জাযা দানের জন্য প্রার্থনা করি। আর আল্লাহ যেন ঐ নওমুসলিম বিদেশী ভাইটিকেও সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন (স.স.)।

করোনায় মৃত ব্যক্তি থেকে করোনা ছড়ায় না : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, কভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে অন্য কারও সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে মৃতদেহ সৎকারের সময় হাতের সুরক্ষা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি। গত ২৪ মার্চ Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19 শিরোনামের একটি নিবন্ধে তারা এসব তথ্য জানিয়েছে।

ঐ নিবন্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও বলেছে, সংক্রামক ব্যাধিতে মৃতদের পুড়িয়ে ফেলা উচিত- এমন গুজব চালু রয়েছে। তবে তা সত্যি নয়। ইবোলা, মারবার্গ, কলেরা ছাড়া, অন্য ভাইরাসে মৃতদেহ অন্য কারো শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেয় না। তবে সংক্রমিত ব্যক্তির ফুসফুসের যদি ময়নাতদন্তের সময় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হয়, তবে তা সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে। তাছাড়া মৃতদেহ সংক্রমণ ছড়াতে পারে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, কভিড-১৯ শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা যা ফুসফুসের ওপর প্রভাব ফেলে, এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য-প্রমাণাদি পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে এ ভাইরাস বায়ুবাহিত নয়। এটা একটি নতুন ভাইরাস যার সূত্রপাত এবং রোগের বিস্তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত

সবাইকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সংস্থাটি জানিয়েছে, নিজ নিজ সমাজের রীতি অনুযায়ী যথাসম্ভব দ্রুত মরদেহে কবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। মৃতদেহ পরিবহনে বিশেষ গাড়ির প্রয়োজন নেই এবং সমাধিক্ষেত্রে পাঠানোর সময় মৃতদেহের ওপর জীবানুনাশক ছিটানোর প্রয়োজন নেই। রীতি মেনে মৃতদেহ সৎকারের আগে স্বজনরা শেষবারের জন্য প্রিয়জনের মুখ দেখতে পারেন। তবে মৃতদেহ স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া যাবে না। সমাধিস্ত করার পর এর দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের গ্লাভস খুলে ফেলার পর হাত পরিষ্কার করতে হবে। যারা মৃতদেহের সংস্পর্শে আসবেন তারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরবেন (গাউন ও গ্লাভসসহ)। মৃতদেহের জন্য আলাদা ব্যাগের দরকার নেই।

এবার পঙ্গপাল ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশে পঙ্গপালের হানার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে একদল পঙ্গপাল সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই যাবে বাংলাদেশের দিকে।

সূত্রটি জানায়, হর্ন অব আফ্রিকা থেকে একদল পঙ্গপাল গতিপথে মরু অঞ্চলের আরেকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হানা দিচ্ছে। এদের একটি ঝাঁক ইয়ামন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ইরান, সঊদী আরব এবং পাকিস্তান হয়ে ভারতে হানা দিচ্ছে। অন্যদলটি ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই যাবে বাংলাদেশের দিকে। উভয় ঝাঁকের সম্মিলিত হামলায় ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা সংকটে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির নীতি নির্ধারকরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পঙ্গপাল উৎপাতের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে বিশ্ব। এতে আফ্রিকাসহ বিশ্বের লাখ লাখ মানুষকে খাদ্যাভাবে ফেলে দিতে পারে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে ইংরেজি লোকাস্ট নামে পরিচিত এই পঙ্গপাল। সাধারণত একেক ঝাঁকে লাখ থেকে হাযার কোটি পতঙ্গ থাকতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল প্রতিদিন তার ওযনের সমপরিমাণ খাদ্য খেতে পারে। যে অঞ্চলে তারা আক্রমণ করে, সেখানে খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা অন্য অঞ্চলে যায় না।

মৃত্যুর সময় সামান্য পানি চেয়েও পেলেন না নারায়ণগঞ্জের কোটিপতি ব্যবসায়ী

গত ২৬ শে এপ্রিল করোনা উপসর্গ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা এলাকার স্বনামধন্য কোটিপতি ব্যবসায়ী খোকন সাহা মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজ ফ্ল্যাটের সিড়িতে মৃত্যুর সময় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সামান্য পানি চেয়েও পাননি তিনি। ৭ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে বসবাস করতেন তিনি। সাত বন্ধু মিলে ফ্ল্যাট বাড়িটি করেছেন। বিত্ত-বৈভব ও ধন-সম্পত্তির কোন কমতি নেই। কিন্তু শারীরিক অবস্থা যখন প্রচণ্ড খারাপ তখন আশপাশের ফ্ল্যাটে থাকা বন্ধুদের এমনকি পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের ডেকেছিলেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে। কিন্তু কেউ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি।

পরে তার স্ত্রী, বৃদ্ধা শাশুড়ী ও ছোট দুই মেয়ে ধরাধরি করে তাকে কোন একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য খোকন সাহাকে বাসা থেকে নামিয়ে আনছিলেন। কিন্তু ৩য় তলার সিঁড়িতে তিনি পড়ে যান এবং পানি খাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকেন। তার মেয়ে পাশের ফ্ল্যাটে পানি চাইলে তারা ধমক দিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয়। এরপর কোনরকমে পানি জোগাড় করে মুখে দিতে না দিতেই সিঁড়িতেই তিনি মারা যান। কয়েকঘন্টা তার লাশ সেখানেই পড়ে থাকে। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। স্ত্রী-কন্যাদের কান্নার আওয়াযেও কারও মন গলেনি। এরপর খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান স্থানীয় কাউন্সিলর খোরশেদ ও তার দল। তারপর তারাই মৃতের সৎকারের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ও খ্যাতনামা তথ্য প্রযুক্তিবিদ জামীলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যু

জাতীয় অধ্যাপক, দেশ বরেণ্য প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জামীলুর রেজা চৌধুরী ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সাহারীর সময় পরিবারের সদস্যরা জামীলুর রেজাকে ডাকতে গেলে কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁকে দ্রুত স্কয়ার হাসপাতালে নেয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে তার কোন অসুস্থতা ছিল না বলে জানিয়েছে পরিবার।

জাতীয় জীবনে অসামান্য অবদান রাখা অধ্যাপক চৌধুরী ছিলেন একাধারে গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, তথ্য-প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানী। দেশে-বিদেশে রয়েছে তাঁর ব্যাপক সুনাম। সর্বশেষ পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এবং কর্ণফুলী টানেলসহ স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে যত বড় বড় ভৌত অবকাঠামো তৈরী হয়েছে বা চলমান রয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই তিনি কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদকসহ নানা পুরস্কার। বুয়েট-এর সাবেক এই অধ্যাপক ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি ছিলেন এবং সর্বশেষ এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি (স.স.)]

বিদেশ

শুধু কালোজিরা ও মধু খেয়ে করোনা থেকে সুস্থ!

নাইজেরিয়ার ওয়ো রাজ্যের গভর্নর সেয়ি মাকিন্দে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১ সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সুস্থতা লাভ করেছেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি আইসোলেশনে ছিলেন। জানালেন শুধু কালোজিরা আর মধু খেয়েই তিনি করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন। করোনার হাত থেকে বাঁচতে শরীরের ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ওয়ো রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বোর্ডের নির্বাহী সচিব ড. মাইদেন ওলাতুনজি আমার হাতে কালোজিরা তুলে দেন। তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে দেন তিনি। আমি সেটা খেয়েছি। আর এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোই ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করে করোনা ভাইরাস নির্মূলে সহায়তা করে। তিনি বলেন, মিশ্রণটি আমি সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার খেয়েছি। এখন আমি পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করছি।

করোনায় আটকেপড়া ছেলেকে আনতে স্কুটিতে ১৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেন মা

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কত কিছুই না দেখাল! স্বজনদের লাশ ফেলে পালানোর মতো ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি ভালোবাসা, পরিবারের বন্ধন যে কতটা দৃঢ় হ'তে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তৈরী হচ্ছে। যেমন ভারতের তেলেঙ্গানার রাজ্যের রাযিয়া বেগম নাম্নী এক মা। যিনি ১৪০০ কিলোমিটার স্কুটি চালিয়ে লকডাউনে আটকে পড়া তরুণ ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন।

সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৪৮ বছর বয়সী এই বিধবা নারী ৬

এপ্রিল সোমবার সকালে ভারতের তেলেঙ্গানা প্রদেশ থেকে অন্ধ্র প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ছেলেকে নিয়ে বাসায় ফেরেন ৮ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায়। সাহসী এই নারীকে স্কুটি (মোটর সাইকেল) চালাতে হয় ২৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা। এ হিসাবে ঘণ্টায় তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে ৬০ কিলোমিটারের মতো। রাযিয়া বেগমের ১৯ বছর বয়সী ছেলে নিযামুদ্দীন লকডাউনে পড়ে আটকে গিয়েছিলেন সেখানে। সবকিছু বন্ধ থাকায় কোনভাবেই ফিরতে পারছিলেন না। এদিকে তার মা তাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করলেন। কিন্তু কোনভাবেই কোন উপায় না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি স্কুটি নিয়ে নিজেই যাবেন এবং ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। তিনি সহকারী পুলিশ কমিশনারের অনুমতি পত্র সাথে নিয়ে রওয়ানা হন। ফিরে এলে উক্ত কমিশনার তার বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে স্যালুট দেন। তিনি বলেন, দূরত্বটা ছিল আসলেই বেশী। তাই এই যাত্রার কথা আমি ছেলেকেও জানাইনি। এমনকি আমার ভাই-বোনদেরও না।

স্পেনের পর জার্মানী ও নেদারল্যান্ডসের মসজিদে মসজিদে আযান!

স্পেনে করোনার দাপট চলমান থাকা অবস্থায় সাড়ে ৫০০ বছর পর প্রকাশ্যে আযানের অনুমতি দিয়েছে স্পেন। এবার স্পেনের পথ ধরে জার্মানীও এই প্রথম প্রকাশ্যে মাইকে আযান দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নেদারল্যান্ডসও। জার্মানীতে ৫০ টিরও বেশী মসজিদে প্রথমবারের মত মাইকে উচ্চ আওয়াজে আযান দেয়া হয়। আযানের আওয়ায শুনে মসজিদের আশপাশের অসংখ্য মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। দেশটির মুসলমানদের তথ্য মতে, করোনা-ভাইরাসের প্রকোপে নিজেদের মনোবল চাঙ্গা করতেই মসজিদে মাইকে আযান দেয়ার অনুমতি দেয় দেশটি।

হিন্দু প্রতিবেশীর সৎকার করলেন মুসলিমরা, বন্ধু-স্বজন কেউই এলেন না!

ভারতে করোনাভাইরাসের আতঙ্কের জেরে লকডাউনের মধ্যে রবিশঙ্কর নামে এক হিন্দু ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার করলেন মুসলিমরা। সম্প্রতি দেশটির উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে বাস করতেন দরিদ্র রবিশঙ্কর। তার মৃত্যু হওয়ায় কীভাবে সৎকার করা হবে, কীভাবে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছিল ঐ পরিবার।

তার ছেলেরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আশেপাশে অন্যদের খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুঃসময়ে কেউই তাকে কাঁধে করে শশ্মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসেননি। মুসলিম যুবকরা ঘটনার খবর পেয়ে ঐ হিন্দু পরিবারের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসেন। হিন্দু রীতি অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা করে রবিশঙ্করের ছেলেদের সঙ্গে বাসায় ফেরেন মুসলিম যুবকরা। স্থানীয় হিন্দুরা মুসলিমদের ঐ ভূমিকায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

ক্ষুধার্ত সন্তানদের সান্ত্বনা দিতে মায়ের পাথর রান্না!

করোনা পরিস্থিতিতে দেশে দেশে চলছে লকডাউন। অনেক দেশেই এই সংকটে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এবার খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত সন্তানদের সান্ত্বনা দিতে পাতিলে পাথর রান্না করলেন অসহায় বিধবা মা! ক্ষুধার্ত ৮ সন্তানের কান্না থামানো যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তাদের পাশে বসিয়ে হাড়িতে পাথর বসিয়ে রান্নার ভান করলেন এক মা। মায়ের আশা- বাচ্চারা খাবারের অপেক্ষা করতে করতে এক সময় হয়তো ঘুমিয়ে যাবে।

কেনিয়ার উপকূলীয় মোম্বাসা শহরে ঘটেছে হৃদয়বিদারক এই ঘটনা। এমন মর্মস্পর্শী ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি। রান্না বসানো ওই নারীর নাম পেনিনা বাহাতি কিতসাও। তিনি বিধবা। স্বামীকে হারিয়ে স্থানীয় একটি লন্ড্রিতে কাজ নেন অক্ষরজ্ঞানহীন কিতসাও। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সরকারী বিধিনিষেধে কাজটি হাতছাড়া হয়ে গেছে তার। ফলে ঘরে খাবার নেই।

কিন্তু পেট তো আর লকডাউন মানে না। ক্ষুধার জ্বালায় কোনোভাবেই থামছিল না শিশুদের কান্না। উপায় না পেয়ে ধোঁকা দেয়ার এই পথ বেছে নেন তিনি। মর্মস্পর্শী ঘটনাটি নজরে পড়ে প্রতিবেশী প্রিসকা মোমানির। ফলে সংবাদ মাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর ওই মাকে সাহায্যের শেষ নেই মানুষজনের। বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন তার সাহায্যার্থে।

করোনার কারণে নাইজেরিয়ায় মুক্তি পাচ্ছে ৭৪ হাযার কারাবন্দী

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকায় প্রায় ৭৪ হাযার কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ বুহারী। অতিরিক্ত জনসমাগম কারাবন্দী ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি মন্তব্য করে বুহারী দেশটির প্রধান বিচারপতি ইবরাহীম তাঙ্কো মুহাম্মাদকে ছয় বছর বা তার বেশী সময় ধরে বিচারের অপেক্ষায় আছেন এমন বন্দীদের মুক্তির নির্দেশ দেন।

দেশটির অধিকাংশ কারাগার তার ধারণক্ষমতার অনেক বেশী আসামীকে কারাবন্দী করে রেখেছে। মোট বন্দীর ৪২ শতাংশ বা ৭৪ হাযার ছয় বছর বা তার বেশী সময় ধরে বিচারের অপেক্ষায়। করোনার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যা ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এ পদক্ষেপ নিল আফ্রিকার দেশটি।

করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় জার্মানীর মন্ত্রীর আত্মহত্যা

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের জেরে জার্মানীর এক মন্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। থমাস শেফার নামের ঐ মন্ত্রী জার্মানীর হেসে প্রদেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং মাইনজের মধ্যবর্তী হোচাইম শহরে হাইস্পিড ট্রেন লাইনের উপর থেকে শেফারের ছিন্নভিন্ন দেহটি উদ্ধার হয়। চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েই তিনি আত্মঘাতী হন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। দীর্ঘ ১০ বছর হেসের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন শেফার। করোনার প্রকোপ থেকে অর্থনীতিকে কিভাবে বাঁচাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন ৫৪ বছরের শেফার। পরিস্থিতির মোকাবেলায় কি করা যায়, তা নিয়ে দিন-রাত তিনি কাজ করছিলেন বলেও জানা যায়।

মুসলিম জাহান

করোনা থেকে মুক্তি চেয়ে ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইসীর আবেগঘন প্রার্থনা

হারামাইনের সম্মানিত প্রধান ইমাম ড. আব্দুর রহমান আস-সুদাইসী করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া এবং হারামাইন মুছল্লীশূন্য হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এক আবেগঘন প্রার্থনা করেছেন, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সবার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি উল্লেখ করেন-

হে আল্লাহ! আপনার ঘর থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না। এ বিপদ মহামারীর কারণে আপনার ঘরে যেতে না পারার বেদনা আর আমরা সইতে পারছি না। হে মহান শক্তিমান! দয়া করে এই মহামারী দূর করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল করুন! আমাদের পাপের কারণে পবিত্র মসজিদে ছালাতের জামা'আত থেকে বঞ্চিত করবেন না।

হে আল্লাহ! আমাদের এবং মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের মহামারী ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে হেফাযত করুন।

হে আল্লাহ! মুছীবত দিন দিন কঠিন থেকে কঠিন হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আপনি ছাড়া আমাদের ফরিয়াদ শোনার আর কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমাদের এ অবস্থার ওপর দয়া করুন। আমাদের অক্ষমতাগুলো দূর করে আমাদের ক্ষমা করুন।

আরেক বার্তায় তিনি লেখেন-

'আপনি থাকতে কার কাছে অভিযোগ করব হে আল্লাহ! কার কাছে হাত পাতবো হে আল্লাহ! আপনি তো একমাত্র মা'বূদ।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা নে'মত পেলে শোকর করে। বিপদে ছবর করে। গোনাহ হলে তওবা করে।

পরিশেষে সবার জন্য সাহস জোগাতে আশ্বস্ত করে তিনি লেখেন-

বিপদ যত বড় হোক, তা চিরদিনের নয়। বরং বিপদ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহ্র রহমত তার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহ্র ইচ্ছায়, আমাদের মুক্তি অতি নিকটবর্তী। সুতরাং হতাশ হবেন না। অধৈর্য হবেন না। অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকুন। আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের ওপর নিজের সবকিছু সমর্পণ করুন। অন্যকেও আল্লাহ্র ওপর ভরসা করতে নিশ্চিন্ত করুন- আমীন!

অতিক্ষুদ্র করোনা ভাইরাসের বিশাল শক্তি দেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন অস্ট্রিয়ার রেসলিং তারকা

কোয়ারেন্টাইনে বসে এক অতিক্ষুদ্র করোনা ভাইরাসের এমন বিশাল শক্তি দেখে নিজের বিশ্বাসেই এক বিশাল পরিবর্তন অনুভব করেন অস্ট্রিয়ান মিক্সড মার্শাল আর্ট রেসলার উইলহেম অট। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তার চিন্তার জগৎও খুলে যায়। তিনি করোনা ভাইরাসের শক্তির উৎস খুঁজতে থাকেন। অবশেষে পেয়ে যান করোনার শক্তির উৎস কি। তিনি বিশ্বাস খুঁজে পেলেন সৃষ্টিকর্তায়। অবশেষে করোনার কারণে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে থাকতেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন জাতিতে জার্মান এই অস্ট্রিয়ান। নতুন নাম রাখেন খালিদ অট।

গত ১৬ এপ্রিল নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন উইলহেম অট। জানালেন কোভিড-১৯ এর এই সঙ্কটই আমাকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সহযোগিতা করেছে। মূলতঃ ইসলামের সুশীতল ছায়ার খোঁজ তিনি পেয়েছিলেন আরও আগেই। এক বার্তায় উইলহেম জানান, ইসলাম তার মানসিকতায় গেঁথে ছিল গত কয়েকটি বছর ধরেই। কিন্তু সময় হচ্ছিল না এ নিয়ে স্টাডি করার। অবশেষে কোয়ারেন্টাইনের নিরবচ্ছিন্ন অবসর খুঁজে পেয়েছেন। সেখানেই তিনি খুঁজে পেলেন ইসলামের সৌন্দর্য।

তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস অনেক বেশী শক্তিশালী। যে কারণে আমি আল্লাহকে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। গর্বভরে স্বাক্ষ্য দিতে পারছি ইসলামে প্রবেশ করার।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

করোনার ৩০ রূপ, ইউরোপে আঘাত হেনেছে ২৭০ গুণ শক্তিশালী প্রজাতি

করোনা অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ভাইরাস। কিন্তু ক্ষমতা তার অসীম। এই ভাইরাসের কাছে মাথা নুইয়েছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও। ক্ষণে ক্ষণে রূপ-মেজায বদলাচ্ছে ভাইরাসটি। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পর থেকে এটি নিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসের জন্ম, প্রভাব ও আক্রান্তদের চিকিৎসা নিয়ে নতুন নতুন তথ্য দিচ্ছেন। কিন্তু এবার হতাশায় ভরা তথ্য দিলেন চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি লেনজুয়ান।

প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে তিনি দাবী করেন, করোনা ভাইরাস অন্তত ৩০টি রূপ নিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে এটি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। লেনজুয়ান বলেন, এটি ৩০টি জিনগত রূপে পরিবর্তিত হয়েছে বলে তারা গবেষণা করে প্রমাণ পেয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পড়ায় চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন নিয়ে জটিলতা তৈরী হয়েছে।

গবেষকগণ বেশ কিছু রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে যে করোনা ভাইরাসগুলো ধরা পড়েছে তার কমপক্ষে ১৯টি প্রজাতি নতুন। এই ভাইরাসগুলো কখনো কখনো কার্যকারিতার দিক থেকেও ভিন্ন রূপ নিয়েছে বলে লেনজুয়ানের নেতৃত্বাধীন গবেষকরা জানিয়েছেন। তাই কোন কোনটি রোগীর আক্রান্ত কোষকে অতিদ্রুত মেরে ফেলতে পারে।

এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইউরোপে যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সেটি সাধারণ করোনা ভাইরাসের চেয়ে তার মারণ ক্ষমতা ২৭০ গুণ বেশী। তাই তা দ্রুততার সাথে রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভয়াবহ এই ভাইরাসের কবল থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন। চেষ্টা করছেন দ্রুততম উপায়ে একটা ওষুধ বা ভ্যাকসিন তৈরী করতে। তবে এখনো সফলতার দেখা মেলেনি।

মানুষ ফিরে পাবে হারানো দৃষ্টিশক্তি

বয়স বাড়তে শুরু করলে চোখের দৃষ্টি কমতে শুরু করে। অনেক সময় মানুষ পুরোপুরি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা ক্ষীণদৃষ্টি ও দৃষ্টিহীনদের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছেন। তাঁরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে বয়সের সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া ক্ষীণদৃষ্টি আবার পূর্ণ দৃষ্টি হিসাবে ফিরে পাওয়া সম্ভব। তাঁরা এক্ষেত্রে স্টেম সেল বা ভ্রূণ কোষের বিকল্প হিসাবে ত্বকের বিশেষ কোষ ব্যবহার করেছেন। গবেষকরা ইতিমধ্যে ইঁদুরের ওপর তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলও হয়েছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) কাছ থেকে পদ্ধতিটি মানুষের ক্ষেত্রে পরীক্ষার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। গবেষকদের আশা, আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে লাখো মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সেন্টার ফর রেটিনা ইনোভেশনের গবেষকেরা ম্যাকুলার ডিজেনারেশন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যুগান্তকারী এ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলছেন, বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত ম্যাকুলার অবক্ষয় (ম্যাকুলার ডিজেনারেশন) সমস্যায় ভোগেন লাখো মানুষ। চোখের ম্যাকুলার ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাওয়াকে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন বলা হয়। ম্যাকুলা হ'ল চোখের পেছনে রেটিনার একটা ছোট্ট জায়গা যা দিয়ে আমরা সূক্ষ্ম জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পাই। তাঁদের দাবী, তারা যে পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন তা ক্ষীণ দৃষ্টি সমস্যা দূর করে চক্ষুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

গবেষণা নিবন্ধের লেখক সাই চাভালা বলেছেন, নতুন গবেষণায় ফাইব্রোব্লাস্টস কোষকে রাসায়নিকভাবে কাজে লাগিয়ে ফোটোরিসেপ্টারের মতো কোষ তৈরী করা গেছে। তাদের রূপান্তরিত ফটোরিসেপ্টর ১৪টি অন্ধ ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টি ফেরানোর পরীক্ষা করা হয়। এতে আশাব্যঞ্জক ফল পেয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, তাঁদের এ আবিষ্কার ভবিষ্যতে চোখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আমি আশাবাদী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

৬ষ্ঠ বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর

কক্সবাজার ১২-১৪ই মার্চ বৃহস্পতি-শনিবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কেন্দ্রীয় 'শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সফর ছিল ৬ষ্ঠ বার্ষিক শিক্ষা সফর। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের সাগরকোলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত যেলা কক্সবাজারের সোনাদিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, হিমছড়ি, ইনানী বীচ ইত্যাদি ছিল এবারের শিক্ষা সফরের নির্ধারিত স্থান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নেতৃত্বে দেশের মোট ৩৩টি যেলা থেকে সর্বমোট ২৬০জন কর্মী ও সুধী এবারের শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। যেলা গুলো হচ্ছে- ১. রাজশাহী-সদর ২. রাজশাহী-পূর্ব ৩. রাজশাহী-পশ্চিম ৪. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ৫. নওগাঁ ৬. নাটোর ৭. বগুড়া, ৮. গাইবান্ধা-পশ্চিম ৯. রংপুর-পশ্চিম ১০. দিনাজপুর-পূর্ব ১১. দিনাজপুর-পশ্চিম ১২. পঞ্চগড় ১৩. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ, ১৪. লালমণিরহাট ১৫. নীলফামারী-পূর্ব ১৬. পাবনা ১৭. সিরাজগঞ্জ ১৮. জামালপুর-উত্তর ১৯. কুষ্টিয়া-পূর্ব ২০. কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২১. মেহেরপুর ২২. চুয়াডাঙ্গা ২৩. ঝিনাইদহ ২৪. খুলনা ২৫. সাতক্ষীরা ২৬. ঢাকা-উত্তর ২৭. ঢাকা-দক্ষিণ ২৮. নারায়ণগঞ্জ ২৯. নরসিংদী ৩০. গাযীপুর ৩১. কিশোরগঞ্জ ৩২. চট্টগ্রাম ও ৩৩. কক্সবাজার।

মজলিসে আমেলার মধ্যে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম শিক্ষা সফরে যোগদান করেন। এছাড়া 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ এতে উপস্থিত ছিলেন। সুশৃঙ্খল এই শিক্ষা সফরে সফরকারীদেরকে মোট ১৩টি টিমে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক টিমে ২০ জন করে সদস্য একজন টিম লিডার ও একজন সহকারী দ্বারা পরিচালিত হন। তিন দিন ব্যাপী এই শিক্ষা সফরে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র ঝাউতলা মেইন রোডে অবস্থিত 'হোটেল সী কুইনে' ১২ তারিখ ভোরে এসে একত্রিত হন। উল্লেখ্য যে, সফরের স্থান সমূহের 'পরিচিতি' এবং সফর ও সংগঠনের উপর আমীরে জামা'আতের প্রস্তুতকৃত 'কুইজ' পৃথক শীটে সফরকারীদের মধ্যে ১ম ও ২য় দিন বিতরণ করা হয়।

কক্সবাজার যেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫২ কি.মি. দক্ষিণে কক্সবাজার যেলা শহর অবস্থিত। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ৪১৪ কি.মি.। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে ১২২ কি.মি. বিস্তৃত বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত।

১৬১৬ সালে মুঘল অধিগ্রহণের আগ পর্যন্ত কক্সবাজার-সহ চট্টগ্রামের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কক্সবাজারের প্রাচীন নাম 'পালংকী'। একসময় এটি 'প্যানোয়া' নামে পরিচিত ছিল। প্যানোয়া অর্থ হলুদ ফুল। অতীতে কক্সবাজারের আশপাশের এলাকাগুলো এই হলুদ ফুলে ঝকমক করত। কক্সবাজার নামটি এসেছে পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র এক অফিসারের নাম থেকে। ভারতবর্ষের ১ম ইংরেজ গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-১৭৮৫)-এর শাসনকালে হিরাম কক্স পালংকীর প্রশাসক নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন কক্স আরাকান শরণার্থী ও স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে বিদ্যমান পুরোনো সংঘাত নিরসনের চেষ্টা করেন এবং শরণার্থীদের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন। তার পুনর্বাসন অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় কক্স ছাহেবের বাজার। তখন থেকেই 'কক্সবাজার' নামের উৎপত্তি।

১ম দিন : ১২ই মার্চ বৃহস্পতিবার

হোটেল সী কুইন থেকে যাত্রা শুরু: সফরকারীগণ ১২ই মার্চ বৃহস্পতিবার ভোরে কক্সবাজার পৌঁছে আগে থেকে বরাদ্দকৃত 'হোটেল সী কুইন'-এর নির্ধারিত কক্ষসমূহে বিশ্রাম নেন। অতঃপর সকাল ৮-টা থেকে নির্দিষ্ট কুপনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী 'হোটেল জামানে' সকালের নাশতা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, আগের দিন দুপুরে আমীরে জামা'আত বিমানে রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম আসেন। অতঃপর সেখানে চট্টগ্রাম যেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে বাদ মাগরিব ভাষণ দেন। পরদিন সকাল ৫-টায় তিনি মাইক্রোযোগে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার রওয়ানা হন। যানজটে কক্সবাজার পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় মোবাইলে তাঁর অনুমতি নিয়ে সফরকারীগণ সকাল ৯-টায় সোনাদিয়া ও মহেশখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮টি জীপ (চাঁদের গাড়ী) যোগে প্রথমে শহরের উত্তর নুনিয়াছড়া বিআইডব্লিওটিএ ঘাটে, অতঃপর সেখান থেকে ২৫টি স্পীডবোট যোগে প্রথমে সোনাদিয়া ও পরে মহেশখালী দ্বীপে যান।

মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

(১) মহেশখালী উপযেলাটি মূলতঃ কক্সবাজার যেলার অন্তর্গত দেশের একমাত্র পাহাড় সমৃদ্ধ দ্বীপ। এর আয়তন ৩৮৮.৫০ বর্গ কিলোমিটার। কক্সবাজারের পশ্চিমাংশে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই উপযেলা আরো তিনটি ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি হ'ল: সোনাদিয়া, মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা। ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কক্সবাজারের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

মহেশখালীর সাথে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস যুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রভাবের কারণে মহেশখালীতে 'আদিনাথ মন্দির' নির্মিত হয়।

২০১১ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী মহেশখালী উপযেলার মোট জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ২১ হাযার ২১৮। তন্মধ্যে ৯০.০৮% মুসলিম, ৭.৮০% হিন্দু, ১.৩০% বৌদ্ধ এবং ০.৮২% অন্য ধর্মাবলম্বী। উপযেলাটিতে সাক্ষরতার হার ৩০.৮০%। এখানে ১টি ডিগ্রী কলেজ, ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ১টি ফাযিল মাদ্রাসা, ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, ৪টি আলিম মাদ্রাসা, ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫টি দাখিল মাদ্রাসা, ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া ৪৩২টি মসজিদ, ১৫টি মন্দির ও ৫টি বৌদ্ধ বিহার রয়েছে।

১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল দ্বীপটির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লণ্ডভণ্ড হয়েছিল এর বিস্তীর্ণ এলাকা। ঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার। জলোচ্ছ্বাসে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬.১ মিটার। সরকারী হিসাবে এতে নিহত হয় ৫০ হাযার মানুষ।

মাতারবাড়ী কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প : জানুয়ারী ২০১৮-তে শুরু হওয়া প্রায় ৫০ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ের এই মেগা প্রকল্প

জানুয়ারী ২০২৪-য়ে শেষ হতে পারে। পূর্বে কোহেলিয়া নদী। দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিশাল বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। উপযেলার ধলঘাটা ইউনিয়নের ১৪১৪ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে মাতারবাড়ী সমন্বিত বিদ্যুৎ প্রকল্প। সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১০টি বড় (মেগা) প্রকল্পের একটি। এই প্রকল্প এলাকায় ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জাইকার সহায়তা চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া সিপিজিসিএলের আওতায় ওই এলাকায় আরও ৪৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(২) সোনাদিয়া : মহেশখালী উপযেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ 'সোনাদিয়া'। এই দ্বীপটির আয়তন ৭ বর্গ কিলোমিটার। কক্সবাজার যেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালী উপযেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে সোনাদিয়া অবস্থিত। একটি খাল দ্বারা সোনাদিয়া মহেশখালীর মূল দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন।

স্থানীয় অধিবাসীদের মতে সোনাদিয়া দ্বীপে মানব বসতির ইতিহাস আনুমানিক দেড়শত বছরের। দ্বীপের মানুষেরা মূলতঃ দু'টি গ্রামে বসবাস করে, সোনাদিয়া পূর্বপাড়া এবং সোনাদিয়া পশ্চিমপাড়া। দ্বীপটির বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৭০০। মাছ ধরা, মাছ শুকানো এবং কৃষিকাজ এই দ্বীপবাসীর মূল পেশা। এই দ্বীপে ২টি মসজিদ, ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি সাইক্লোন সেন্টার আছে। সোনাদিয়াতে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের মহা পরিকল্পনা বাতিল হয়। সরকার এটিকে বর্তমানে ইকোপার্ক হিসাবে ঘোষণা করেছে।

সোনাদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপে কিছু সময় :

২৫টি স্পীডবোটের বহর বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে ছুটে চলে কক্সবাজার শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মহেশখালী উপযেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সোনাদিয়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে এক সাথে এতগুলো স্পীডবোটের পথ চলা যেন সাগরের বুকে কোন মিছিলের মহড়া। অতঃপর সোনাদিয়া চরে নেমে ঘণ্টা ব্যাপী আল্লাহ্র অপূর্ব নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করেন সকলে। অনেকে দ্বীপের জেলেদের নিকট থেকে শুটকি মাছ ক্রয় করেন। অতঃপর সেখান থেকে পুনরায় স্পীড বোটের কাফেলা চলতে শুরু করে দেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালীর উদ্দেশ্যে।

অতঃপর ঘাটে নেমে মহেশখালীর প্রবেশ পথেই পাহাড়ের উপর আদিনাথ মন্দির। পাহাড়ের পাদদেশে ডাব বিক্রেতাদের সারি। অনেকে মহেশখালীর সুমিষ্ট পানির এই ডাব খেয়ে তৃপ্ত হন। বাধ সাধে জনৈক হিন্দু বিক্রেতা। ডাব কাটার সময় সে 'মা কালীর নামে' দায়ের কোপ দেয়। থমকে দাঁড়ান সফরকারী ক্রেতা। দোকানদারকে বললেন, আপনি দেবতার নামে ডাব কাটলেন? এই ডাব আমি খাব না। অতঃপর তাকে টাকা দিয়ে দেন। এই সংবাদ জানার পর অনেকেই ডাব খাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

দাওয়াতী কাজে বাধা : বরাবরের ন্যায় এবারও শিক্ষা সফরের একটি মূল অনুসঙ্গ ছিল দাওয়াতী কাজ। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখা ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, মীলাদ প্রসঙ্গ, শবেবরাত বই, মাসিক আত-তাহরীক এবং এক নযরে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত, প্রত্যেক মুসলমানের যা জানা প্রয়োজন, মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকুন, 'বাংলাদেশে ইসলামের আগমন' প্রভৃতি লিফলেট বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় প্রত্যেক স্পটে। সফরের প্রথম স্পট হিসাবে মহেশখালীতে নেমে রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মুবীনুল ইসলামের নেতৃত্ব ৫টি টিম উক্ত বই-পুস্তক ও দাওয়াতী লিফলেট বিতরণ করেন। বাজারে, মসজিদে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও দোকানপাটে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয় লিফলেট ও বই-পুস্তক। সবাই আগ্রহ ভরে এগুলি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় মুফতী নামধারী ২/৩ জন সহ প্রায় ২০/২৫ জন লোক মহেশখালী বাজারে বিতরণকারীদের একটি অটোরিকশার গতিরোধ করে এবং আচমকা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন সহ ৬ জন এই অটোতে ছিলেন। এ সময় অটোর পিছনে বসা পাবনা যেলার মাদারবাড়িয়া শাখা 'যুবসংঘে'র সেক্রেটারী তাওফীক হোসাইনের জামার কলার ধরে অটো থেকে নামিয়ে হাতে থাকা লিফলেটগুলি কেড়ে নেয় এবং গালাগালি করতে থাকে যে, তোরা ইহুদী-নাছারাদের দালাল, কার অনুমতি নিয়ে এগুলো বিতরণ করছিস? ফিৎনা ছড়াচ্ছিস, তোদেরকে থানায় দিব ইত্যাদি। এক পর্যায়ে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় তারা ঘাটে ফিরে আসেন।

অতঃপর স্পীডবোট যোগে দুপুর ১-টার মধ্যেই কক্সবাজার ফিরে আসেন সবাই। হোটেল সী কুইনে পৌঁছে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায় শেষে 'হোটেল জামানে' দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন।

মহেশখালীতে ষড়যন্ত্রের কবলে আমীরে জামা'আত : আগের দিন সুধী সমাবেশ শেষ করে চট্টগ্রামেই রাত্রি যাপন করেন আমীরে জামা'আত। অতঃপর বৃহস্পতিবার ভোরে মাইক্রো যোগে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সফরসঙ্গী হিসাবে চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দী, যেলার আগ্রাবাদ শাখার সভাপতি তাজুল ইসলাম, সুধী ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির তাঁর সাথে ছিলেন। বেলা পৌনে ১১-টায় কক্সবাজার পৌঁছে প্রথমে তিনি হোটেলে ওঠেন। অতঃপর কিছুসময় পর সাথীদের নিয়ে পৃথক একটি স্পীডবোটে সোনাদিয়া ও মহেশখালী গমন করেন। কক্সবাজার থেকে তাঁর সাথে কুষ্টিয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মরহূম আব্দুল ওয়াহহাব-এর বড় ছেলে মুজাহিদুল ইসলামসহ আরো দু'জন যোগ দেন।

সোনাদিয়া সফর শেষে মহেশখালী পৌঁছে একটি অটো যোগে তারা মহেশখালীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। এ সময়ে উপযেলা বাজার সংলগ্ন মসজিদে যোহর-আছর ছালাত জমা ও ক্বছর করে ফেরার পথে স্থানীয় মুফতীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদিনাথ মন্দিরের নিকটে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে এবং থানায় নিয়ে যায়। অতঃপর সেখানকার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু অফিসার ইনচার্জ তাদের সাথে অভদ্র ভাষায় কথা বলেন। কিছু পরেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে তিনি পুলিশের গাড়ীতে করে সবাইকে ঘাটে পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য, 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে বই-পুস্তক ও লিফলেট বিতরণের ফলে স্থানীয় বিদ'আতী আলেমদের গায়ে আগুন ধরে যায়। তারা স্থানীয় কিছু লোককে ক্ষেপিয়ে থানায় অভিযোগ করে। ফলে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে। অতঃপর বেলা ২-টার মধ্যে স্পীডবোট যোগে আমীরে জামা'আত কক্সবাজারে হোটেলে ফিরে আসেন।

হিমছড়ি ও পাটুয়ার টেক বীচ পরিদর্শন :

বিকাল ৩-টায় ১৮টি জীপ যোগে শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত অনিন্দ্য সুন্দর পর্যটন স্থল হিমছড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সফরকারী দল। একপাশে সুবিস্তৃত সমুদ্র সৈকত ও অন্যপাশে খাড়া সবুজ পাহাড়ের সারি এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। রয়েছে পাহাড়ের বুক চিরে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা। যদিও এখন তাতে পানি নেই। সব মিলিয়ে মহান আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টিনিদর্শন হচ্ছে হিমছড়ি। হিমছড়ি পৌঁছানোর আগেই 'দরিয়া নগর' পয়েন্টে

'প্যারাসেইলিং' স্পট রয়েছে। দেড় হাযার টাকা ফি দিয়ে প্যারাসুটে চড়ে ৩ থেকে ৪শ' ফুট উপরে উঠে প্রায় সোয়া কিলোমিটার সাগরের ভিতরে গিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট উড়ে বেড়ানোর দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় এর মাধ্যমে।

হিমছড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে পাটুয়ার টেকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। হিমছড়ি থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক ধরে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পাটুয়ার টেক বীচ। প্রবাল পাথরে পূর্ণ স্বচ্ছ পানির এই সৈকতটি ভ্রমণের আদর্শ স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পাটুয়ার টেক সংলগ্ন হেলিপ্যাডে ছালাত :

সফরকারীগণ এই বীচে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর বীচ সংলগ্ন হেলিপ্যাডে ছালাতের উদ্দেশ্যে জমা হন। আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায় করা হয়। ছালাত শেষে আলো-আঁধারীর মধ্যে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত নছীহত মূলক ভাষণ দেন। এসময়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ জনাব আব্দুর রহীমের সালাম সকলকে পৌঁছে দেন ও তার মুক্তির জন্য সকলের নিকট দো'আ চান। উল্লেখ্য, গতকাল সকালে তিনি এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব গাযীপুরের কাশিমপুর কারাগারে তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার ও তার সাথীদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর স্পট দু'টি সফর শেষে সবাই পুনরায় কক্সবাজার ফিরে আসেন ও হোটেল সী কুইনে রাত্রি যাপন করেন।

২য় দিন : ১৩ই মার্চ শুক্রবার

সেন্টমার্টিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা :

আগের দিনের ন্যায় চাঁদের গাড়ী যোগে সকাল সাড়ে ৬-টায় হোটেল সী কুইন থেকে উত্তর নুনিয়াছড়া (এয়ারপোর্ট রোড) বিআইডব্লিওটিএ জেটির উদ্দেশ্যে সকলে যাত্রা করেন। ভাটার কারণে দু'টি ইঞ্জিন চালিত বড় ট্রলারে করে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় দূরে নোঙ্গর করা মূল জাহাযে। অতঃপর সফরকারীগণ জাহাযের ২৪০ আসন বিশিষ্ট 'মেরিগোল্ড' কেবিনে আসন গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ৩১শে জানুয়ারী ২০২০ থেকে প্রতিদিন সকাল ৭-টায় কক্সবাজার শহরের উত্তর নুনিয়াছড়া (এয়ারপোর্ট রোড) বিআইডব্লিওটিএ ঘাট থেকে বিলাসবহুল 'এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' জাহাযের মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন যাওয়া যায়। যা সেন্ট মার্টিন থেকে ছাড়ে প্রতিদিন বিকাল ৩-টায়। উভয় দিক থেকে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা। প্রতিদিন যাতায়াতে মোট ১৯০ কিলোমিটার রোমাঞ্চকর সমুদ্র ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন যাত্রীরা।

অতঃপর এক ঘন্টা দেরিতে সকাল ৮-টায় 'সেন্টমার্টিনে'র উদ্দেশ্যে বাড়তি যাত্রীসহ প্রায় সাড়ে সাত শত যাত্রী নিয়ে এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে। মহান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানিরাশি দেখতে দেখতে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনের নিম্নোক্ত বাণীগুলো স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে বারবার এবং উচ্চারিত হয় তাঁর মহত্ত ও বড়ত্বের ঘোষণা।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সাগরবক্ষে চলাচল করে। যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন সমূহ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য' *(লোকমান ৩১/৩১)*। 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন। যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সমূহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৬৬)*।

সেন্টমার্টিন দ্বীপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এটি টেকনাফ হ'তে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী এর জনসংখ্যা প্রায় ৮ হাযার।

ইতিহাস : ইসলামের প্রথম যুগে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আরব বণিকেরা চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের সময় এই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করেন এবং নাম দেন 'জাযীরাহ' অর্থাৎ দ্বীপ। তারা এটাকে বিশ্রামস্থল হিসাবে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কিছু বাঙালী ও রাখাইন মুসলমান এই দ্বীপে বসতি স্থাপনের জন্য আসেন। ১৯০০ সালে চট্টগ্রামের যেলা প্রশাসক মার্টিনের নাম অনুসারে দ্বীপটির নামকরণ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে এটি বাইরের মানুষের কাছে 'সেন্টমার্টিন' দ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রায় ৫০০০ বছর আগে টেকনাফের মূল ভূখণ্ডের অংশ ছিল স্থানটি। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি সমুদ্রের নীচে চলে যায়, ফলে এটি পৃথক দ্বীপে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ১৯৩৭ সালে যখন বার্মা ও ভারত ভাগ হয়, তখন সেন্টমার্টিন ভারতে পড়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় সেন্টমার্টিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি এটি বাংলাদেশের অংশ।

ভৌগোলিক আয়তন : এ দ্বীপের তিন দিকের ভিত শিলা জোয়ারের সময় তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় জেগে ওঠে। এগুলোকে ধরলে এর আয়তন হবে প্রায় ১০-১৫ বর্গ কিলোমিটার। দ্বীপের পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার ব্যাপী প্রবাল প্রাচীর।

ভৌগোলিকভাবে এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে বলা হয় নারিকেল জিঞ্জিরা বা উত্তর পাড়া। জাহায ঘাট দ্বীপের পূর্বদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ অংশকে বলা হয় দক্ষিণ পাড়া এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ লেজের মতো এলাকা। এর সংকীর্ণতম অংশটি গলাচিপা নামে পরিচিত। দ্বীপের দক্ষিণে ১০০ থেকে ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি ছোট দ্বীপ আছে। যা ছেঁড়া দ্বীপ নামে পরিচিত। এটি একটি জনশূন্য দ্বীপ। ভাটার সময় এই দ্বীপে হেঁটে যাওয়া যায়। তবে জোয়ারের সময় নৌকা প্রয়োজন হয়।

ভূ-প্রকৃতি : সেন্টমার্টিন দ্বীপটির প্রধান গঠন উপাদান হ'ল চুনাপাথর। দ্বীপটিতে কিছু কৃষি উৎপাদন হয়ে থাকে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ৮-১০ ফুট নীচেই সুপেয় মিঠা পানি পাওয়া যায়। যা দ্বীপবাসীর মিঠাপানির অভাব মিটায়। চারদিকে তিক্ত লোনাপানির সমুদ্রের মধ্যে এভাবে মিঠা পানির সঞ্চয় সত্যিই আল্লাহ্র এক অমূল্য নে'মত।

অধিবাসী : প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ বছর আগে এখানে লোক বসতি শুরু হয়। বর্তমানে এখানে আট হাযারের মত লোক বসবাস করে। সবাই মুসলমান। পর্যটন মৌসুমে গড়ে ১০ হাযার লোক থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান পেশা মাছ ধরা। পর্যটক ও হোটেল ব্যবসায়ীরাই প্রধানত তাদের কাছ থেকে মাছ কেনেন।

এখানে ১৯টি মসজিদ, কয়েকটি মাদ্রাসা এবং একাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি কলেজ রয়েছে।

যাতায়াত : পর্যটন মৌসুমে (নভেম্বর-এপ্রিল) প্রতিদিন সকালে ভাটার সময় সকাল ৯-টা থেকে ৯-৩০-এর মধ্যে কয়েকটি জাহায

টেকনাফ থেকে ছেড়ে যায় এবং জোয়ারের সময় বিকাল ৩-টা থেকে ৩-৩০-এর মধ্যে সেন্টমার্টিন থেকে ফিরতি যাত্রা করে। প্রতি যাত্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এছাড়া সারাবছর স্পীডবোট ও ট্রলার যোগে সেখানে চলাচল করা যায়। এছাড়া এবছর নতুন সংযোজন হয়েছে 'এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' নামক বিলাসবহুল জাহায। যা প্রতিদিন সকাল ৭-টায় কক্সবাজার থেকে ছেড়ে বেলা ১-টায় সেন্টমার্টিনে পৌঁছে এবং বিকাল ৩-টায় ছেড়ে রাত ১০-টায় কক্সবাজার ফিরে আসে। তবে জোয়ার-ভাটার কারণে মাঝে-মধ্যে এই সময়ের তারতম্য ঘটে।

আমীরে জামা'আতের সাথে ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ :

কক্সবাজারের সভাপতিসহ আমীরে জামা'আত জাহাযের সর্বোচ্চ ডেকে কৃত্রিম সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো উন্মুক্ত স্থানে সোফায় আসন গ্রহণ করেন। এমন সময় জাহাযের প্রবীণ ক্যাপ্টেন জনাব হাবীব মুহাম্মাদ বদরুল আলম ছুটে আসেন আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। ময়মনসিংহ শহরের কলেজ রোডের স্থায়ী বাসিন্দা জনাব বদরুল আলম জন্মগতভাবেই আহলেহাদীছ। আমীরে জামা'আতের আগমন সংবাদ শুনে তাঁর সর্বোচ্চ নেভিগেশন ব্রীজ থেকে দ্রুত নেমে আসেন সাক্ষাতের জন্য। কুশল বিনিময়ের পর সংক্ষেপে জানান তার কর্মজীবনে 'আহলেহাদীছ' হওয়ার কারণে নানা বিড়ম্বনার কথা। বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে এক পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। আনন্দের সাথে জানান, যে সমস্ত জায়গায় চরম ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হ'ত, সে সমস্ত জায়গা বা মসজিদে এখন অনেকে সশব্দে আমীন বলেন, রাফউল ইয়াদায়েন করেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন। যা দেখে বুকটা ভরে যায়। আমীরে জামা'আতও তার সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হন ও তার জন্য দো'আ করেন। এ সময় আমীরে জামা'আতের লেখা ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, মীলাদ প্রসঙ্গ, শবেবরাত বই এবং মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা ও প্রচারপত্র সমূহ তাঁকে হাদিয়া প্রদান করা হয়। অতঃপর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার আত-তাহরীক টিভির পক্ষ থেকে ধারণ করা হয়। তিনি বললেন, মাত্র কিছুদিন পূর্বে জাহাযের উপরে ছোট্ট 'শহীদ মিনার'টি বসানো হয়েছে'। হায়! কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ জানেনই না যে, এটি পরিষ্কারভাবে শিরক। অথৈ সাগরের বুকে জীবন-মৃত্যুর মাঝে আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে বেদীপূজার এমন শিরকী দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। বিজ্ঞানের এই যুগে নিজেদের তৈরী ছবি-মূর্তি ও মিনার-বেদীর পূজা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে, ভাবতেও অবাক লাগে। আল্লাহ হেদায়াতের মালিক।

জাহায চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পুনরায় তিনি এসে আমীরে জামা'আতকে তাঁর নেভিগেশন ব্রীজে নিয়ে যান এবং জাহায চালনার কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত করান।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান : এসময় 'মেরিগোল্ড' কেবিনে নানা শিক্ষামূলক আয়োজন করা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ তাদের নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে আল-হেরার জাগরণী। এছাড়া জাহাযে অবস্থানরত প্রায় সকল পর্যটকের মধ্যে বই ও লিফলেট বিতরণ করেন আন্দোলন ও যুবসংঘের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা।

জুম'আর ছালাত আদায় :

জাহাযে কেন্দ্রীয় সাউণ্ড সিস্টেম থাকায় সকল যাত্রীকে নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি ক্যাপ্টেনকে জানালে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সাড়ে বারটায় হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের আযানের মাধ্যমে ক্যাপ্টেনের রুমে খুৎবা শুরু হয়। বিভিন্ন কেবিন, করিডোর, ডেক ও উন্মুক্ত স্থান থেকে জাহাযের প্রায় সকল যাত্রী এই খুৎবা শোনেন ও জামা'আতে শরীক হন। সাগরের বুকে চলন্ত জাহাযে জুম'আর ছালাত আদায়ের এ এক অন্যরকম অনুভূতি। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সাথে আল্লাহকে ডাকার এ অনন্য দৃষ্টান্ত। সাগরের ঢেউয়ের সাথে সাথে জাহায সামান্য দুলছে। ফলে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে চেয়ারে বসে খুৎবা দেন আমীরে জামা'আত।

১৭ মিনিটের সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী খুৎবা শেষে জামা'আত শুরু হয়। ক্যাপ্টেনের কক্ষে দরজার সাথে দেয়ালে একটি আরবী তাবীযের নকশা লাগানো ছিল, যা জাহাযের মালিকের পক্ষ হ'তে বালা-মুছীবত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে লাগানো হয়। জুম'আর ছালাতের সময় আমীরে জামা'আত সেদিকে ইঙ্গিত করতেই ক্যাপ্টেন ছাহেব নিজে উঠে তা টেনে উঠিয়ে ফেলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

ছালাতের পর জাহাযের সহকারী ক্যাপ্টেন কাযী আব্দুল হক এবং ইঞ্জিনিয়ার মশীউর রহমান আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের বাড়ী নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে। তারা খুৎবা শ্রবণ ও আহলেহাদীছ আক্বীদা সম্পর্কে বুঝার পর আমীরে জামা'আতের নিকটে ছহীহ আক্বীদা ও মানহাজ মত চলার ওয়াদা করেন। আমীরে জামা'আত তাদের জন্য দো'আ করেন। সহকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল হক এসময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বলেন, এই জাহাযে আমীরে জামা'আত সহ আপনাদের মত দ্বীনদার সফরকারী দল আগে কখনও উঠেনি, আর ভবিষ্যতেও কখনও উঠবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে সফরের সাথে সাথে আপনারা যেভাবে দাওয়াতী কাজ করছেন, তা অভূতপূর্ব। পরদিন ফেরার পথে আমীরে জামা'আতের সাথে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায়ের পর ক্যাপ্টেনগণ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। আব্দুল হক ছাহেব ইতিপূর্বে তাবলীগ জামাত করার দীর্ঘদিনের ব্যর্থ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সহকারী ক্যাপ্টেনের দু'জনেই আহলেহাদীছ তরীকায় ছালাতের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নেন। তারা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নেন এবং ভবিষ্যতে এই দাওয়াত চালিয়ে যাবেন বলে ওয়াদা করেন। উল্লেখ্য যে, জুম'আর ছালাত শেষে জাহাযের ১ম শ্রেণী থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ের দু'জন উচ্চপদস্থ প্রবীণ কর্মকর্তা নেভিগেশন ব্রীজে এসে আমীরে জামা'আতের সাথে কুশল বিনিময় করেন ও তাঁদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন। যাদের একজন মুসলমান ও অন্যজন হিন্দু।

সেন্টমার্টিন দ্বীপে :

দীর্ঘ ৭ ঘন্টা পর বেলা ৩-টায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভিড়ল জাহায। অতঃপর বাজার সন্নিকটে পূর্ব নির্ধারিত দু'টি হোটেল 'স্বপ্নবিলাস' ও 'সী ইনে' নিজ নিজ কক্ষে ওঠেন সফরকারীগণ। আমীরে জামা'আত হোটেল সী-ইনে থাকেন। অতঃপর হোটেল 'ইউরো বাংলা'য় দুপুরের খাবার গ্রহণ করা হয়। হালকা বিশ্রামের পর বিকালে আমীরে জামা'আত সহ সফরসঙ্গীগণ সেন্টমার্টিনের উত্তর-পশ্চিমাংশে সী বীচ দেখতে যান। এ সময় এক স্থানে নারিকেল বাগানে বসে সকলে ডাব খান। অতঃপর সকলে এগিয়ে গিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাগরের ঢেউয়ের গর্জন ও দক্ষিণের নির্মল বায়ু উপভোগ করেন। এ সময় অনেকে পানিতে নামেন। এমনকি আমীরে জামা'আতও সাথীদের সাথে আধ হাঁটু পানিতে নেমে যান। অতঃপর বীচের বালুর উপরেই সাথীদের নিয়ে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায় করেন। অতঃপর সবার উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন। যা ছালাতে যোগদানকারী অন্যেরাও শ্রবণ করেন। এ সময় অস্থায়ী হোটেল মালিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পলিথিন সাপ্লাই দেন ছালাতের জন্য। অতঃপর সকলে ফিরে আসেন হোটেলে।

সুধী সমাবেশ : সৈকত পরিদর্শন শেষে সবাই হোটেল সী ইনের লবিতে একত্রিত হন। অতঃপর একটানা রাত ১০-টা পর্যন্ত চলে সুধী সমাবেশ। এ সময় সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীর জামা'আত। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দী।

রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন : এসময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রে একটি 'রিজার্ভ ফাণ্ড' গঠনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। যে ফাণ্ড হ'তে আপৎকালীন সময়ে ব্যয় করা হবে। তিনি প্রত্যেককে ন্যূনতম ৫০০০/- (পাঁচ হাযার টাকা) প্রদানের আহ্বান জানান। নগদ সম্ভব না হ'লে বাকীতে নাম লেখাতে বলা হয়, যা আসন্ন রামাযান মাসে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ৭৫ জন এবং পরদিন ফেরার পথে জাহাযে ৩২ জন মোট ১০৭ জন উক্ত ফাণ্ডে অনেক নগদ দেন ও অনেকে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। আমীরে জামা'আত সবার জন্য কল্যাণের দো'আ করেন।

দাওয়াতী কাজ এবং বাধা : মহেশখালীর ন্যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপেও দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে ব্যাপকভাবে বইপত্র ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। বাদ মাগরিব ৯টি মসজিদে একযোগে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই এবং দোকানপাটে বই, আত-তাহরীক ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ফলে এখানেও মহেশখালীর ন্যায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যার প্রেক্ষিতে রাত দশটায় হোটেল সী ইনে এসে হাযির হন দু'জন ইমাম। সাথে গোয়েন্দা সংস্থার একজন দায়িত্বশীল ও স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ২/৩ জন নেতা। তারা বলেন, 'আমরা যা নিয়ে আছি তাতে শান্তিতে আছি। এর মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না'। এসময় 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুজীবর রহমান প্রমুখ তাদেরকে দাওয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। ফলে কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য যে, এক সপ্তাহ পূর্বে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদ্রাসার বার্ষিক শিক্ষাসফর উপলক্ষ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের ৪৫ জনের একটি দল ৫ ও ৬ই মার্চ সেন্ট মার্টিন সফর করে। অতঃপর ৬ই মার্চ শুক্রবার তিনি হোটেল সংলগ্ন 'আবুবকর জামে মসজিদে' ইমাম ও মুওয়াযযিনের অনুরোধে জুম'আর খুৎবা দেন। তারা দ্বীপে ও জাহাযে বই ও প্রচারপত্র সমূহ বিতরণ করেন। পরের সপ্তাহে 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সফর হয়। পরপর দু'টি সফরে ও প্রচারে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

'আন্দোলন'-এর প্রচার টীমের প্রধান অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম বলেন, আমরা সেখানকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ছালাত পড়ি ও ব্যাপকভাবে প্রচারপত্র বিতরণ করি। অতঃপর মসজিদের বিপরীতে অবস্থিত ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদরাসায় যাই এবং শিক্ষকদের আগ্রহে প্রথমে ১৫ কপি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) প্রদান করি। পরে তারা স্যারের নাম শুনে দারুণ আগ্রহ দেখান এবং স্যারকে দাওয়াত দিয়ে এনে ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার দাবী জানান। কিন্তু অন্য প্রোগ্রাম থাকায় স্যারকে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় তারা পুনরায় আমাদের দাওয়াত দেন এবং ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর বাকী সব কপি অর্থাৎ ৪৮ কপি চেয়ে নেন। এভাবে মোট ৫৩ কপি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ আত-তাহরীক ও প্রচারপত্র সমূহ তারা আগ্রহভরে গ্রহণ করেন।

৩য় দিন : ১৪ই মার্চ শনিবার

ছেঁড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা : পরদিন বাদ ফজর ১টি স্পীড বোট ও ৬টি ইঞ্জিন চালিত বড় ট্রলার যোগে ছেঁড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সকালে ভাটার কারণে ছেঁড়া দ্বীপে ধারালো প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ট্রলার ভিড়তে পারেনি। ফলে ট্রলার থেকেই দ্বীপ দেখতে দেখতে ফিরে আসা হয়।

অতঃপর হোটেলে এসে সকালের নাশতা গ্রহণ করে দুপুর পর্যন্ত সফরকারীরা দ্বীপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। অনেকে হেঁটে হেঁটে সকালের বীচ ও সাগরের সৌন্দর্য দেখে তৃপ্তিলাভ করেন। এর মধ্যে দু'তিনজন ভাড়া হোণ্ডায় ও সাইকেলে করে ছেঁড়া দ্বীপেও যান।

দু'জন আলেমের সাক্ষাৎ :

ছেঁড়া দ্বীপ থেকে ফিরে স্পীডবোট থেকে নামার সাথে সাথে দু'জন আলেম এসে আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানান। তারা কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের কুতুপালং শিবিরে একটি মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক। একজন শায়খুল বুখারী। যিনি আরবী ছাড়া বলেন না। আরেকজন সাধারণ শিক্ষক, যিনি উর্দূ ছাড়া বুঝেন না। আমীরে জামা'আত তাদেরকে সাথে নিয়ে হোটেলে নাশতা করান। শেষ দিকে তিনি হাসতে হাসতে পরিচালককে আরবীতে বলেন, আপনিতো শায়খুল বুখারী! তো ছালাত পড়েন কি বুখারীর তরীকায়, না হেদায়ার তরীকায়? তখন বেচারার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও ওযরখাহী করেন।

কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা :

বেলা ১১-টার মধ্যে সফরকারীগণ হোটেলের লবিতে একত্রিত হন। অতঃপর যোহর ও আছর ছালাত আদায় করে হোটেল ইউরো বাংলায় দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই জাহাযে আরোহণ করেন। অতঃপর বিকাল ৪-টায় জাহায কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে সাগরবক্ষে সূর্যাস্তের দৃশ্য সকলকে বিমুগ্ধ করে। এসময় জাহাযের ডেক আল-হেরার জাগরণীতে মুখরিত করে তোলেন কর্মীরা।

কুইজ প্রতিযোগিতা : বাদ মাগরিব কেবিনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংগঠন ও সফর সংশ্লিষ্ট ৩৩টি প্রশ্ন সংবলিত লিখিত কুইজ বিতরণ করা হয়। উত্তর দেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় ১ঘন্টা। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক ও নীলফামারী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাকীম মুস্তাফীযুর রহমান। ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে 'সোনামণি' মেহেরপুর যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ তানভীরুযযামান ও গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ। ইতিমধ্যে জাহায কক্সবাজারের নিকটে পৌঁছে যায়। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত তিনদিন ব্যাপী শিক্ষাসফরের সাথীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। এ সময়ে তিনি সুষ্ঠুভাবে সফর সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সকলের সুস্বাস্থের ও সুস্থভাবে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দো'আ করে শিক্ষা সফরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিক্ষণীয় ঘটনা : অধিকাংশ সফরকারীর কক্সবাজার থেকে ঢাকার বিভিন্ন পরিবহনে অগ্রিম টিকেট কাটা ছিল। সেকারণ তাদের কামনা ছিল যাতে জাহায রাত সাড়ে ১০-টার মধ্যে কক্সবাজার পৌঁছে। কেননা আগের দিন জাহায পৌঁছেছিল রাত ১-টায়। ক্যাপ্টেন ছাহেবকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন বলে জানান এবং বলেন সাগরের স্রোত ও বাতাসের গতি বিপরীত না হলে এটা হবে ইনশাআল্লাহ। মাগরিবের পর ক্যাপ্টেন ছাহেব আমীরে জামা'আতকে নেভিগেশন ব্রীজে তার নিজস্ব বিশ্রাম

কক্ষে নিয়ে যান এবং যান্ত্রিক মিটার দেখিয়ে বলেন, স্যার! দেখেন আজকে বাতাসের গতি আমাদের বিপরীতে। অথচ চলছে অন্যদিনের তুলনায় দ্রুতবেগে। আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এর কোন জবাব নেই। আমীরে জামা'আত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এতগুলো দ্বীনদার মুমিনের দো'আ আল্লাহ কবুল করেছেন। এজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করুন!

কক্সবাজারে অবতরণ : রাত সাড়ে ১০-টায় জাহায সরাসরি কক্সবাজার বিআইডব্লিউএ ঘাটে পৌঁছে যায়। অতঃপর যাদের টিকেট করা ছিল তারা স্ব স্ব কোচ যোগে স্ব স্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। অনেকে হোটেলে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে বাস ও বিমান যোগ কক্সবাজার ত্যাগ করেন। এভাবেই শিক্ষাসফর ২০২০ এর পরিসমাপ্তি ঘটে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

উল্লেখ্য যে, মহেশখালী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ ছাড়াও জাহাযে আসা-যাওয়ার পথে যাত্রীদের মধ্যে এবং কমলাপুর রেল স্টেশনে ও ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে 'মহানগর প্রভাতী' ট্রেনে, অতঃপর ফেরার পথে ঢাকা থেকে রাজশাহীর 'বনলতা এক্সপ্রেস' ট্রেনে আত-তাহরীক, বই ও লিফলেট সমূহ বিতরণ করা হয়। এ সময়ে রেল স্টেশনে এবং বিভিন্ন মসজিদে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'পঠিতব্য দো'আ সমূহ' ও 'জীবনের সফরসূচী'র দেওয়ালপত্র সমূহ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে তা চেয়েও নেন।

পরিচালকবৃন্দ : তিনদিন ব্যাপী এই শিক্ষা সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার ও রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ : চট্টগ্রাম

অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন!

চট্টগ্রাম ১১ই মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে নগরীর জিইসি মোড়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর উপলক্ষে কক্সবাজার যাওয়ার পথে রাজশাহী হ'তে বিমান যোগে চট্টগ্রাম পৌঁছে তিনি বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশে যোগদান করেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে সূরা আন'আমের ৪৮-৫০ আয়াত পাঠ করে বলেন, নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে ও জাহান্নামের পথ থেকে সতর্ক করতে। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করেন। মানুষের জ্ঞান সসীম কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞান অসীম। অসীম জ্ঞানের মালিক আল্লাহ সামান্য কিছু জ্ঞান দিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সসীম জ্ঞান কখনো অসীম জ্ঞানকে বাতিল করতে পারে না। বরং তা অসীম জ্ঞানের ব্যাখ্যাকারী হ'তে পারে। তাই আমাদেরকে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বদলে অহী ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের মূল থিম হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস, বিদ'আতমুক্ত বিশুদ্ধ সুন্নাত ও প্রকৃত ইখলাছ ব্যতীত কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। সৎকর্ম যদি কুরআন ও হাদীছের বিপরীত হয়, তবে তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না। নবী-রাসূলগণ অহি-র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাঁরা গায়েবের খবর জানতেন না। অথচ পীর-ফকীররা কিভাবে জানতে পারেন? এজন্যই আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্যের খবর রাখি না এবং একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি কেবল অহি-র অনুসরণ করি যা আমার কাছে নাযিল করা হয়' *(আন'আম ৬/৫০)*।

বর্তমানের ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই এথেকে বাঁচতে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসতে হবে। তিনি বলেন, এদেশে রাজনীতির নামে যেমন চলছে ধোঁকাবাজী তেমনি ধর্মের নামে চলছে আরো বেশী ধোঁকাবাজী। বায়েযীদ বোস্তামী কখনো বাংলাদেশে আসেননি। তিনি ইরানের লোক। অথচ চট্টগ্রামে তাঁর নামে চলছে মাযার পূজা। আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রথম ইসলামের দাওয়াত চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে বাংলাদেশে এসেছিল। অথচ ছূফী-পীর-ফকীরদের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম এসেছিল বলে মিথ্যা প্রচার করা হয়। মৃত ব্যক্তিরা কবরে থেকে অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। অথচ সেই ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। আমরা আশা করি প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে গেলে এদেশে কবর থাকবে, কিন্তু কবর পূজারী কেউ থাকবে না ইনশাআল্লাহ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ সে কাজই করে যাচ্ছে। অতএব ফিরে আসুন আমাদের মূল শ্লোগানের দিকে। আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। যারা সকালেই পৌঁছে অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে উত্তর পতেঙ্গাস্থ 'আন্দোলন' পরিচালিত বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। অন্যেরা চট্টগ্রাম শহরের দর্শনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উত্তর পতেঙ্গার খতীব হাফেয মাওলানা রিয়াযুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরযু হোসাইন সাব্বির।

সুধী সমাবেশ

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৪শে মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট গাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে 'করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার এস এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ।

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের সাবেক সভাপতি জনাব হাবীবুর

রহমানে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অনুষ্ঠানের সহ-সভাপতি সেকেন্দার আলী ও আকবর আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজীবর রহমান।

আল-'আওন

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ ৬ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বেলকুচি থানার অন্তর্গত শেরনগর শাহিন কেজি স্কুল প্রাঙ্গনে যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক সজীব হোসাইন প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৭ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মেলান্দহ, জামালপুর ১৩ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মলান্দহ থানার অন্তর্গত পয়লা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক মাহদী হাসান প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৯ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, চলমান লকডাউনের মধ্যে মার্চ ও এপ্রিল মাসে আল-'আওন-এর কেন্দ্র থেকে ৪২ ব্যাগ এবং ১২টি যেলা থেকে ৪৬ ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে।

আল-'আওনের ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা শুরু

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৫শে এপ্রিল ২০২০ : অদ্য স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থা আল-'আওন জনসেবার পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা শুরু করে। দেশে করোনা ভাইরাসের ক্রমবিস্তারের প্রেক্ষাপটে ১লা রামাযান থেকে এই টেলিমেডিসিন সেবার উদ্বোধন করা হয়। রামাযান মাসে পুরুষদের জন্য প্রতিদিন দুপুর ২-৪টা (০১৭১১-১০২৫৪৬, ০১৭২৩-৭৭১০৯০, ০১৭২৫-৬৪৭৪১৩, ০১৭১০-৪৪০৫৯৭, ০১৯২০-৭০৩৮৩৫) এবং মহিলাদের জন্য বেলা ১০-১২টা (০১৭১১-৮১০৮০৭, ০১৭৬৬-৯৮২৪৫৬, ০১৯৫৯-২১৪৪৪৫) পর্যন্ত এই সেবা দেয়া হচ্ছে। এতে দায়িত্ব পালন করছেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, আল-'আওন নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি ডা. আবূ নাঈম মুহাম্মাদ, ডা. শওকত হাসান মিঠু, ডা. যুবায়ের ইসলাম, ডা. ছাবিত বিন হান্নান, ডা. নাসরিন আখতার, ডা. তাসলীমা, ডা. শারমিন আখতার প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার সুধী মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (৭২) গত ২২শে মার্চ রোজ রবিবার রাত ৩-টায় কিডনীজনিত রোগে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর চাঁদপুর ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাঁকে চাঁদপুর আহলেহাদীছ কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূনুর রশীদসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (৪৭) গত ৬ই এপ্রিল রোজ সোমবার দুপুর ১২-টায় ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতার কেটে পার হওয়ার সময় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। উল্লেখ্য যে, তিনি নদীর মাঝ বরাবর পৌঁছে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে করতে পানিতে ডুবে যান। অতঃপর ৮ই এপ্রিল সকাল ৬-টায় তার লাশ পাওয়া যায়। ঐদিন যেলার রৌমারী থানাধীন ঘুঘুমারী গ্রামে তার বাড়ীর আঙিনায় সকাল ১০-টায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার চাচাতো ভাই রুহুল কুদ্দূস মাস্টার। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (৭২) গত ১৮ই এপ্রিল রোজ শনিবার বিকাল ৪-টায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। একই দিন বাদ মাগরিব যেলা শহরের মুন্সীপাড়াস্থ তাঁর বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মাঠে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা সদরের বড়াইবাড়ী দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মুকাররম হোসাইন। অতঃপর রাত সাড়ে ৮-টায় তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থান সংলগ্ন ময়দানে। ২য় জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয মাওলানা আব্দুছ ছামাদ। জানাযা শেষে তাঁকে উক্ত কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক ফযলুল হকসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' এবং 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল, কর্মীবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি নীলফামারী যেলার একজন সিনিয়র সাংবাদিক ছিলেন। নীলফামারী যেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নীল সমাচার' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'বাংলাদেশ অবজারভার' পত্রিকার নীলফামারী যেলা প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রায় এক যুগ ধরে নীলফামারী প্রেসক্লাবের সভাপতি ও বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

(৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার কোরপাই শাখার সাবেক সভাপতি আব্দুল আযীয ডিলার (৯৫) গত ২২শে এপ্রিল রোজ বুধবার বিকাল সোয়া ৪-টায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। তিনি দীর্ঘ ৮ বছর যাবত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। অতঃপর রাত ৯-টায় নিজ বাড়ী সংলগ্ন ওয়াক্তিয়া মসজিদের সামনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার নাতি হাফেয আরীফুল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, উপদেষ্টা মাওলানা শরাফত আলী সহ 'আন্দোলন' ও যুবসংঘে'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় শরীক হন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : মক্কা-মদীনা সর্বদা মহামারী ও আল্লাহ্র গযব থেকে নিরাপদ থাকবে- একথা সঠিক কি?

-ড. নূরুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, মদীনার দরজা সমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছেন। তাই এতে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না *(বুখারী হা/১৮৮০; মুসলিম হা/১৩৭৯; মিশকাত হা/২৭৪১)*। অপর বর্ণনায় মক্কা ও মদীনা উভয়ের কথা বলা হয়েছে *(আহমাদ হা/১০২৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৫৮৩৪, সনদ ছহীহ)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, মক্কা ও মদীনায় কখনো প্লেগ প্রবেশ করেনি *(আল-আযকার ১৩৯ পৃ.)*।

আর প্লেগ একটি বিশেষ ঘা, যা দেহের প্রতিটি অঙ্গ তথা হাত, পা, বগল, পেট, পিঠসহ পুরো দেহে দেখা যায়। যাতে শরীর ফুলে যায় এবং এতে প্রচণ্ড ব্যথাও হ'তে পারে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৪/২০৪; সুয়ূতী, শরহ মুসলিম ৫/২৩১)*।

অপরদিকে ওয়াবা বা মহামারী হ'ল সকল প্রকারের ছোঁয়াচে রোগের সমষ্টি, যার মধ্যে একটি হ'ল ত্বাঊন বা প্লেগ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩৪)*। তাই মক্কা-মদীনায় প্লেগ ব্যতীত অন্যান্য ওয়াবা বা মহামারী প্রবেশ করতেও পারে। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার মহামারী দেখা দেয়, যাতে অন্যান্যদের সাথে বহু ছাহাবীও মারা যান। আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে আমি একবার মদীনায় আসলাম। সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপকহারে লোক মারা যাচ্ছিল *(বুখারী হা/২৬৪৩; আহমাদ হা/১৩৯)*। অতএব ত্বা'ঊন বা প্লেগ থেকে মুক্ত হ'লেও মক্কা-মদীনায় ওয়াবা তথা অন্যান্য বিভিন্ন মহামারী প্রবেশ করতে পারে।

প্রশ্ন (২/২৮২) : বাউলদের উৎপত্তি কোথা থেকে? বাউল-ফকীরদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাই।

-হাসান শহীদ

সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : বাউল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের নিজস্ব তত্ত্ব-দর্শন ও সাধন-পদ্ধতি রয়েছে। এই লোকধর্মের সাধকদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বলিত গানকে 'বাউল গান' বলে। বাউলরা সঙ্গীতাশ্রয়ী, মৈথুন ও দেহভিত্তিক গুপ্ত সাধনার অনুসারী। এই সাধনায় সহজিয়া ও ছূফী ভাবধারার সম্মিলন ঘটেছে। তারা না মুসলিম, না হিন্দু। তারা নিজেদেরকে মানবধর্মের অনুসারী বলে দাবী করে। তারা মসজিদ বা মন্দিরে যায় না। কোন ধর্মগ্রন্থে তাদের বিশ্বাস নেই। তারা কোন ধর্মীয় আচারও পালন করে না। তাদের জানাযাও হয় না বা তাদের লাশ পোড়ানোও হয় না। তারা সামাজিক বিবাহ বন্ধনকেও স্বীকার করে না। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও বসবাসকে দর্শন হিসাবে অনুসরণ করে।

এদের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন ফিলিস্তীনে রাস-সামারায় বা'আল নামের এক প্রজনন দেবতার উপাসনা করা হ'ত। বা'আল প্রজনন দেবতা হওয়ায় মৈথুন এই ধর্মের অংশ হয়ে পড়ে। অষ্টম-নবম দশকে পারস্যে ছূফী সাধনার উদ্ভবকালে বা'আল নামক এক ছূফী ধারা গড়ে ওঠে। তারা মরুভূমিতে গান গেয়ে বেড়াত। অন্যান্য ছূফী সাধকদের মত তারা পারস্য থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। কারো মতে, সংস্কৃত শব্দ বাতুল (পাগল) কিংবা ফার্সী শব্দ বা'আল (পাগল, বন্ধু) থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব। প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে সংসারত্যাগী ও উন্মাদ হয়ে গান গেয়ে বেড়ানোর কারণে তাদেরকে বাউল বলা হয়। গান-বাজনা হ'ল তাদের ধর্মপ্রচারের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্ন খানকা, মাযার, আখড়া তাদের ধর্ম প্রচারকেন্দ্র *(বাংলাপিডিয়া, ড. আনোয়ারুল করীম, 'বাংলাদেশের বাউল' ১৫-১৭ পৃ.)*।

ড. আহমাদ শরীফের মতে, ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমন্বয়ে যে মিশ্র সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তারা এক সময় ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে তারা পুরনো প্রথাতেই ধর্ম সাধনা করে চলছে। ফলে বাউল মত না ইসলাম, না হিন্দু ধর্মের অনুসরণ করে। বরং তারা নিজের মনের মত করে পথ তৈরী করে নিয়েছে। এজন্য তারা বলে, কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা/ কোন নামে নাহি বাধা/মন কৃষ্ণ গড খোদা বল রে *(বাউল তত্ত্ব, পৃ. ৫৩-৫৪)*।

বাউলদের বিশ্বাস হ'ল, তারা সর্বেশ্বরবাদী। দেহ ও কামাচার এদের কাছে ঐশ্বরিক। দেহের বাইরে কিছু নেই। এখানেই আল্লাহ, নবী, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, পরমাত্মা একাকার। অর্থাৎ ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ অভিন্ন দুই সত্তা। যখন কেউ সাধনার শীর্ষে আরোহণ করে তখন সে ঈশ্বর (আনাল হক) হয়ে যায়। প্রচলিত ছূফীবাদের মত বাউল ধর্মেও দেহের মধ্যে পরমাত্মার উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। এর চূড়ান্ত অবস্থায় নিজেকে ঈশ্বরের পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়। একে অপরের মধ্যে ফানা (বিলীন) হয়ে যায় *(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল, পৃ. ৪৮২)*। তাদের আল্লাহ ও রাসূলের নাম নেওয়া এবং আরবী ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা দেখে অনেকে তাদেরকে মুসলিম মনে করে। অথচ তাদের জীবনাচরণ মূলত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শন ও উপাসনা রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত।

বাউলরা গুরুবাদী। গুরু বা সাঁইকে এরা ঈশ্বরের অবতার মনে করে। এরা বিশ্বাস করে যে, গুরু অসন্তুষ্ট হ'লে তার ইহকাল, পরকাল সবই বিনষ্ট হ'তে পারে। গুরুকে তুষ্ট করাই

এদের সাধনার অঙ্গ। বাউল সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হ'ল ফকীর লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০খ্রি.)। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জন্মগ্রহণকারী এই বাউল সাধকের মাধ্যমেই বাংলায় বাউল গানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার ধর্মপরিচয় জানা যায় না। কেননা তিনি কোন ধর্মীয় রীতি-নীতি মানতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের মধ্যে বাস করে একজন 'মনের মানুষ', যার কোন ধর্ম, জাত-পাত, বর্ণ, লিঙ্গ নেই। সেই অজানা, অস্পৃশ্য ও রহস্যময় মনের মানুষই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান, যাকে তিনি ঈশ্বর মনে করতেন। তার মতে, পার্থিব দেহ সাধনার ভেতর দিয়ে দেহোত্তর জগতে পৌঁছানোর মাধ্যমে সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর তাতেই হবে মোক্ষ বা মহামুক্তি লাভ। যেহেতু কোন ধর্ম অনুসরণ করতেন না, তাই তার মৃত্যুর পর তার লাশ ধর্মীয় রীতিতে সৎকার করা হয়নি। তবে তার শিষ্যরা তাকে নবী বা সাঁইজি মনে করে। তার মাযারকে তাদের তীর্থভূমি মনে করে। তাদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লালন রাসূলুল্লাহ *(সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পৃ. ৯৪-৯৫)*।

বাউলদের মতে, জন্ম-জীবন সবসময় উপভোগ্যময়। গানকে ধারণ করে মনকে তারা আনন্দময় করে তুলতে চায়। বাউল সাধনায় অবাধ যৌনাচার ও গাঁজা সেবন আবশ্যক। একজন বাউলের একাধিক সেবাদাসী থাকে। সঙ্গিনী ছাড়া তাদের সাধনা অচল। তারা মনে করে, মদ খাওয়া অনৈতিক, কেননা তা উশৃঙ্খল করে তোলে। কিন্তু তামাক ও গাঁজার নেশা মানুষকে আত্মমগ্ন করে মনকে উর্ধ্বগামী করে দেয়। তারা সাদামাটা, বৈরাগী জীবনযাপনের নামে নোংরা ও জটাধারী থাকতে পসন্দ করে। রোগমুক্তির জন্য তারা স্বীয় মূত্রও পান করে। এছাড়া সর্বরোগ থেকে মুক্তির জন্য তারা মল, মূত্র, রজঃ ও বীর্য মিশ্রণে প্রেমভাজা নামক একপ্রকার পদার্থ তৈরী করে তা ভক্ষণ করে *(বাংলাদেশের বাউল পৃ. ৩৫০, ৩৮২)*।

সুতরাং বাউল একটি সর্বেশ্বরবাদী, পথভ্রষ্ট ও বৈরাগী জীবনধারায় অভ্যস্ত সম্প্রদায়। এদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং এদের মুসলিম নামের কারণে সাধারণ মুসলমানরা তাদের কেবল মুসলমানই মনে করে না, বরং তাদেরকে ছূফী-সাধকের মর্যাদায় বসায়। অথচ এরা আক্বীদা ও আমলগতভাবে মুসলিম নয়; বরং এক মিশ্র ধর্মের অনুসারী। সুতরাং এদের আক্বীদা, উপসনাপদ্ধতি ও গান-গযল থেকে সর্বোতভাবে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে ফরয ছিয়াম পালনের বিধান কি? এমতাবস্থায় মারা গেলে ক্বাযা ছিয়ামের কি হবে?

-আজমাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য যদি ছিয়াম পালন ক্ষতির কারণ হয়, তবে ছিয়াম ছেড়ে দেবে এবং তা গণনা করে পরবর্তীতে সুস্থ হ'লে আদায় করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। আর এ অবস্থায় মারা গেলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না, কেননা সে অপারগ ছিল *(নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৬৭)*। আর যদি ক্বাযা আদায়ের সময় পাওয়ার পরও তা আদায় না করে, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ প্রতিটি ক্বাযা ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া প্রদান করবে অর্থাৎ ১ মুদ চাউল (৬২৫ গ্রাম) প্রতি ছিয়ামের বদলে দিবেন অথবা এক বেলা পেট ভরে খাইয়ে দিবেন। বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন' *(বায়হাক্বী হা/৮৪৭৫-৭৬; দ্র. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বই ৭৯-৮১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : জনৈক নারী স্বীয় স্বামীকে বিভিন্ন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অভিশাপ দেয়। এভাবে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অভিশাপ দিতে পারে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কোন মুমিন অপর মুমিনকে অভিশাপ দিতে পারে না *(আহমাদ হা/৩৯৪৮, তিরমিযী হা/১৯৭৭, মিশকাত হা/৪৮৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুমিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য' *(বুখারী হা/৬৬৫২; মুসলিম হা/১৭৬; মিশকাত হা/৩৪১০)*। বিশেষত স্ত্রীর জন্য এটা আরও গর্হিত অপরাধ। কেননা নারীদের অধিকহারে জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ হিসাবে হাদীছে এসেছে যে, তারা (স্বামীদের) বেশী বেশী অভিশাপ দেয় *(বুখারী হা/৩০৪; মুসলিম হা/১৩২; মিশকাত হা/১৯)*। সুতরাং স্বামীকে এরূপ অভিশাপ স্ত্রীর জন্য দেয়া অন্যায় হয়েছে। এজন্য তাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। যদি স্বামী অনৈতিক কাজে জড়িত থাকে, তাহ'লে তাকে উপদেশের মাধ্যমে বুঝাতে হবে। এতে কাজ না হ'লে স্বামীর উপর ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করবে। এতেও কাজ না হ'লে তার হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে অথবা 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : কুরআন তেলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত পাওয়া গেলে কখন সিজদা করতে হবে? এ সময় কী দো'আ পাঠ করতে হয়?

-হাসানুল হক, নওগাঁ।

উত্তর : সিজদার আয়াত যখনই পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে তখনই সিজদা দেওয়া সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করতাম। এতে এত ভিড় হ'ত যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না *(বুখারী হা/১০৭৬; মিশকাত হা/১০২৫)*। একস্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এ সিজদা সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না, ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। এই সিজদা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৪ পৃ.)*। সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম হ'ল- প্রথমে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। অতঃপর দো'আ পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৯৩০; বায়হাক্বী ২/৩২৫, সনদ ছহীহ; তামামুল মিন্নাহ ২৬৯ পৃ.)*। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহহুদ নেই, সালামও

নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪)*। এক্ষণে তেলাওয়াতে সিজদার সময় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করবে বা নিম্নের দো'আ পাঠ করবে- সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী; ফাতাবা-রাকাল্লাহ-হু আহসানুল খা-লেক্বীন। অর্থ : 'আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন। অতএব মহা পবিত্র আল্লাহ যিনি সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা' *(আবূদাঊদ হা/১৪১৪; মিশকাত হা/১০৩৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : পঙ্গপাল কি পশু-পাখির অন্তর্ভুক্ত এবং তা খাওয়া যাবে কি?

-যানযাবীল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পঙ্গপাল এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িংসদৃশ প্রাণী, যা ভক্ষণ করা হালাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব হালাল করা হয়েছে, মাছ ও জারাদ (পঙ্গপাল) *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; ছহীহাহ হা/১১১৮)*। ছাহাবীগণ বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি, তাতে আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি *(বুখারী হা/৫৪৯৫; মুসলিম হা/১৯৫২; মিশকাত হা/৪১১৩)*। সুতরাং কারো রুচি হ'লে তা খেতে পারে।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ছালাতে যোগদান করার সময় পিছনের কাতারে একা হয়ে গেলে সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে আনতে হবে নাকি? একাকী দাড়ানো যাবে?

-সোহেল রানা, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। সামনের কাতার থেকে টেনে নেওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(ত্বাবরাণী আওসাত্ব হা/৭৭৬৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৫৩৭; যঈফাহ হা/৯২১-৯২২)*। তাছাড়া সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে পিছনে টেনে আনলে কাতারে শূন্যতা সৃষ্টি হয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৩৮)*। উল্লেখ্য যে, একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ *(আবুদাউদ হা/৬৮২; তিরমিযী হা/২৩১; মিশকাত হা/১১০৫)* বর্ণিত হয়েছে তা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন সামনের কাতার অপূর্ণ থাকবে। অতএব সামনের কাতার পূর্ণ হয়ে গেলে পরের কাতারে মুছল্লী একাকীই দাঁড়াবে। এতে তার ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু সামনের কাতারে জায়গা থাকতেও কেউ একাকী পিছনের কাতারে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে না *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর আলোচনা দ্র., ২/৩২৯)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : আল্লাহকে প্রভু, প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যাবে কি?

-নযরুল ইসলাম, পাইকগাছা, খুলনা।

উত্তর : আল্লাহকে তাঁর গুণবাচক নামে ডাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। তবে কেউ নিজ ভাষায় কুরআন বা হাদীছে বর্ণিত ছিফাতী নামের সঠিক অর্থবোধক শব্দ যেমন প্রভু, প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি ব্যবহার করলে তা জায়েয হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহৃত না হয়। যেমন গড, ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি *(ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, ৬/২৮১; ইবনু তায়মিয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৬/৫৬৮)*। উল্লেখ্য যে, অনেকে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ নাম লুকিয়ে অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : বছরের কোন কোন দিন ছিয়াম পালন করা হারাম?

-মুজাহিদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বছরে পাঁচ দিন ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। সেগুলো হ'ল- দুই ঈদের দিন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১৯৯১, মুসলিম হা/১১৩৭, মিশকাত হা/২০৪৮)*। এছাড়া আইয়ামে তাশরীক্ব তথা ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন *(মুসলিম হা/১১৪১, মিশকাত হা/২০৫০; আবূদাঊদ হা/২৪১৯)*। তবে কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত *(তিরমিযী হা/৫৪২, মিশকাত হা/১৪৪০)*। উল্লেখ্য যে, শুক্রবার বা শনিবারেও নিয়মিতভাবে ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুম'আর দিনে ছাওম না রাখে। তবে যদি তার একদিন আগে কিম্বা পরে রাখে তাহ'লে তাতে ক্ষতি নেই *(বুখারী হা/১৯৮৫; মিশকাত হা/২০৫১)*। শনিবারের ব্যাপারে তিনি বলেন, তোমাদের উপর ফরযকৃত ছিয়াম ছাড়া তোমরা শনিবারে আর অন্য কোন ছিয়াম পালন করো না' *(আবূদাউদ হা/২৪২১; মিশকাত হা/২০৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/১০৪৯)*। কারণ এই দিনটিকে ইহূদীরা সম্মান করে থাকে *(তিরমিযী হা/৭৪৪)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : শয়তান কি কখনো মানুষের কানে পেশাব করতে পারে? এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কিছু বলেছেন কি?

-রাফিয়া তাসনীম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল, যে সকাল বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ফজরের ছালাতের জন্য জাগ্রত হয়নি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে *(বুখারী হা/১১৪৪; মুসলিম হা/৭৭৪; মিশকাত হা/১২২১)*। এখানে শয়তানের পেশাব প্রকৃত অর্থেই হ'তে পারে। কারণ সে খায় ও পান করে। আবার রূপক অর্থেও হ'তে পারে তথা মানুষকে বিভ্রান্ত করা বা মাথার চুলে দীর্ঘ রাতের ঘুমের গিট মারা অর্থও হ'তে পারে *(ফাৎহুল বারী ৩/২৮)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : জনৈক আলেম বলেছেন, পিতা যদি সন্তানকে হত্যাও করে, তবে তার কোন হদ বা শাস্তি নেই- এ কথা কতটুকু সত্য?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : মানব হত্যা মহাপাপ। সে সন্তান হোক বা অন্য কেউ হোক *(আন'আম ১০১; নিসা ৪/৯৩)*। তবে পিতা কর্তৃক সন্তান নিহত হ'লে তার উপরে শরী'আত নির্ধারিত হদ কার্যকর হবে না। আদালত তার জন্য ভিন্ন শাস্তি নির্ধারণ করবে এবং সে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্তান (হত্যার) কারণে পিতাকে হত্যা করা যাবে না *(তিরমিযী হা/১৪০০; ইবনু মাজাহ হা/২৬৬২; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৪৪, ইরওয়া হা/২২১৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি তার ছেলেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল। এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিচার পেশ করা হ'লে তিনি তার পিতাকে একশ' উট জরিমানা করে বললেন, হত্যাকারী তার ওয়ারিছ হবে না। তিনি আরো বললেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যদি বলতে না শুনতাম যে, সন্তান হত্যাকারী পিতার উপর হদ জারী করা যাবে না, তাহ'লে অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম *(আহমাদ হা/৯৮, ৩৪৬; দারাকুৎনী হা/৩৩২১; ইরওয়া ৭/২৭০)*। আর এটিই জমহুর বিদ্বানের অভিমত। তবে আলী ইবনুল মাদীনী, তিরমিযী, ইবনুল মুলাক্কিনসহ বেশ কিছু মুহাদ্দিছ এ বিষয়ক হাদীছগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ ও যঈফ বলেছেন *(ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৮/৩৭৪; ইবনু আব্দিল হাদী, তানকীহুত তাহকীক ৪/৪৭৪)*। এজন্য ইমাম মালেকসহ একদল বিদ্বানের মতে, পিতার উপরও হদ জারী করতে হবে। শায়খ উছায়মীনও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৭৭; আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/৪৩)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : প্লেগ ও অন্যান্য মহামারীর মধ্যে পার্থক্য কি?

-মেহেদী হাসান রেযা, হালসা, নাটোর।

উত্তর : ত্বাঊন বা প্লেগ রোগ হ'ল একটি বিশেষ ঘা, যা দেহের প্রতিটি অঙ্গ তথা হাত, পা, বগল পেট, পিঠসহ পুরো দেহে দেখা যায়, যাতে শরীর ফুলে যায় এবং এতে প্রচণ্ড ব্যথাও হ'তে পারে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৪/২০৪; শারহুস সুয়ূতী আলা মুসলিম ৫/২৩১)*। আর মহামারী (ওয়াবা) হ'ল সকল প্রকারের ছোঁয়াচে রোগের সমষ্টি, যার মধ্যে প্লেগ (ত্বাঊন) অন্যতম। অর্থাৎ প্রত্যেক প্লেগই মহামারী। কিন্তু প্রত্যেক মহামারীই প্লেগ নয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩৪)*। আবার কোন কোন হাদীছে মহামারীকে প্লেগ অর্থে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মহামারী তথা বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগে যেমন বহু মানুষ মারা যায়, তেমনি প্লেগেও বহু মানুষ মারা যায় *(বুখারী হা/৫৭২৯; মুসলিম হা/২২১৯)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : আমি যেখানে চাকুরী করি, সেই কোম্পানীরই ডরমেটরীতে থাকি। কোম্পানী করোনা ভাইরাসের জন্য বন্ধ করে দিলে বাড়ি যেতে পারব কি? এটা হাদীছ বিরোধী কাজ হবে কি?

-নক্বীব হোসাইন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : কর্মস্থলের এলাকাটি মহামারী আক্রান্ত হয়ে পড়লে সেখান থেকে বের হ'তে পারবে না। কেননা এতে তার দ্বারা অপর মানুষও আক্রান্ত হতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী বিস্তারের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর, সেখানে মহামারীর বিস্তার ঘটলে সেখান থেকে বের হয়ো না *(বুখারী হা/৫৭২৮; মুসলিম হা/১০৬৫)*। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য না থাকলে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসকে কি রহমত বলা যাবে?

-আব্দুর রহমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যে কোন মহামারী মূলতঃ আল্লাহ্‌র গযব। তবে ধৈর্যশীল মুমিনদের জন্য এটা রহমতে পরিণত হতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটি একটি আযাব। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার উপর এটি প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাগণের জন্য এটাকে 'রহমত' স্বরূপ করেছেন। ফলে কোন ব্যক্তি যদি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদের সমান পুরস্কার লাভ করবে' *(বুখারী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/১৫৪৭)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?

-খাদেমুল ইসলাম, জেদ্দা, সঊদীআরব।

উত্তর : ফরয ব্যতীত নফল ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কোন আমল দ্বারা প্রমাণিত নয় *(হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ৬/৩৮)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : জনৈক মেয়ে বিয়ের তিনদিনের মাথায় 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কোন নির্জনবাস হয়নি। এক্ষণে ঐ মেয়েকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে?

-আতাউর রহমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এমন অবস্থায় উক্ত নারীকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে, অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। তবে যদি স্বামী মারা যান, তাহ'লে সহবাস না হ'লেও তার জন্য তাকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : ফজরের ছালাতে দেরীতে ঘুম ভাঙ্গার পর ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি সূর্যোদয় হচ্ছে। এমতাবস্থায় কয় মিনিট অপেক্ষা করতে হবে?

-বাঁধন, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।*

** আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)।*

উত্তর : এমতাবস্থায় অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। বরং ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন ছালাত ভুলে গেলে অথবা

ঘুমিয়ে গেলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন ছালাত আদায় করে' *(বুখারী হা/৫৯৭; মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৪)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : হাই উঠার সময় করণীয় কি?

-আসাদুয্যামান, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : হাই উঠার সময় মুখে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হ'তে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন তা সাধ্যমত রোধ করবে। হাই তোলার সময় যেন 'হা' না বলে, কেননা শয়তান তাতে হাসে *(বুখারী হা/৩২৮৯; মিশকাত হা/৯৮৬)*। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ হাই তোলে তবে সে যেন তাঁর মুখের উপর হাত রেখে তাকে প্রতিহত করে। কেননা এ সময় শয়তান (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে *(মুসলিম হা/২৯৯৫; মিশকাত হা/৯৮৫)*। এক্ষণে হাইকে দাঁতের সাথে দাঁত ও ঠোঁটের সাথে ঠোঁট চেপে রেখে প্রতিহত করা যায়। আবার হাত দ্বারাও প্রতিহত করা যায়। ডান বা বাম দু'হাত দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। তবে বাম হাতের উল্টো পিঠ দ্বারা প্রতিহত করাকে বিদ্বানগণ মুস্তাহাব বলেছেন *(মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ১/৪০৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৬১/১৩)*। উল্লেখ্য 'হাই উঠার সময় যে ব্যক্তি মুখে হাত দেয় না তার মুখে শয়তান পেশাব করে দেয়' মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। এছাড়া অনেকে হাই উঠলে 'লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা...' পাঠ করেন, যা দলীলভিত্তিক নয়।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : বাড়ি পাশের মসজিদের সামনের দেওয়ালে পৃথক ঘরে দু'টি কবর আছে এবং সেখানে প্রতিদিন আগরবাতি ও লাইট জ্বালানো হয়। অন্য মসজিদ দূরে অবস্থিত। এক্ষণে আমি ঘরে না মসজিদে ছালাত আদায় করব?

-সেলিম হাসান, বরিশাল।

উত্তর : মসজিদের বাইরে যদি কবর থেকে পৃথককারী প্রাচীর থাকে, তবে সেই মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে, অন্যথায় নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩১/১২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১২৭)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; নাসাঈ হা/৭৬০; ছহীহাহ হা/১০১৬)*। এক্ষণে বর্ণনামতে কবর দু'টি মসজিদের দেওয়ালের সাথে লাগোয়া হ'লে এবং পৃথক প্রাচীর না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। আর অন্য মসজিদের অবস্থান যদি আযান শোনা যায়, এমন দূরত্বে হয়, তবে সে মসজিদে যেতে হবে।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ছালাতের উদ্দেশ্য ছাড়া যেকোন প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করলেই কি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?

-আব্দুল্লাহ, শিমুল মেমোরিয়াল স্কুল, রাজশাহী।

উত্তর : অবস্থানের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত (তাহিয়াতুল মসজিদ) আদায় করার পূর্বে যেন না বসে *(বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। তবে কেউ যদি মসজিদে বসার পূর্বে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহ'লে তার উপর থেকে উক্ত দু'রাক'আত ছালাত রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া নির্মাণ, মেরামত বা পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রবেশ করলে এটি আদায় করা যরূরী নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৪; ফাৎহুল বারী ১/৫৩৮-৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/১৩৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৫৪)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : শী'আ নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-হিযবুল্লাহ, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : বারো ইমামের অনুসারী শী'আ ও রাফেযী নারীদের বিবাহ করা যাবে না। কারণ তাদের আক্বীদা মুশরিকদের ন্যায়। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাফেযা নারীকে বিয়ে করা কোন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয় *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৬১)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছে *(ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৭৩)*। যদি তওবা করে ও সঠিক দ্বীনে ফিরে আসে তাহ'লে বিবাহে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কখন পাঠ করতে হবে? ইমাম অন্য সূরা পাঠ করার সময় মুক্তাদী ইমামের সাথে মিলিয়ে পাঠ করতে পারবে কি?

-সিজান হোসাইন, বাহেরপুর, যশোর।

উত্তর : জেহরী ছালাতে মুক্তাদীরা ইমামের সাথেই চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে *(আহমাদ হা/২২৭৯৭-৮০২; বিন বায মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২২১; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ৩২২ পৃ.)*। আর ইমামের সূরা ফাতিহা সম্পন্ন হওয়ার পরে জামা'আতে যোগদান করলে নিজে নিজে নিরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিবে *(মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/২৪২; মির'আতুল মাফাতীহ ৩/১২৮; তোহফাতুল আহওয়াযী ২/২১০)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : আমার কোন ছেলে-মেয়ে নেই। এক ভাই ও চার বোন এবং পালক ছেলে-মেয়ে আছে। এক্ষণে কে কতটুকু সম্পদ পাবে?

-হাসীনা, টেবুনিয়া, পাবনা।

উত্তর : এক্ষেত্রে মোট সম্পদের ৩৩.৩৩ শতাংশ পাবে সহোদর ভাই। আর ৪ সহোদর বোন প্রত্যেকে ১৬.৬৭ শতাংশ করে পাবে। আর পালক পুত্র বা পালক মেয়ে উত্তরাধিকারী না হওয়ায় নির্ধারিত কোন সম্পত্তি পাবে না। তবে সম্পত্তির মালিক চাইলে তাদের জন্য কিছু অছিয়ত করে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অছিয়ত পূরণ করার পর বাকী সম্পদ উক্ত অংশ মোতাবেক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : মহিলাদের জন্য নার্সের চাকুরী করা কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-নাসরীন সুলতানা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : গৃহই নারীর মূল কর্মস্থল *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। বিশেষ প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হ'লে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করতে হবে। আর চিকিৎসা যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকার, সেহেতু প্রয়োজনে নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর চাকুরী করা নারীদের জন্য শরী'আতসম্মত। সেক্ষেত্রে হাসপাতালগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যদি এরূপ ব্যবস্থা না থাকে, তবে সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা এবং পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নারীরা নার্সিং বা চিকিৎসা পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : বর্তমানে কিছু ব্যক্তি তাদের নিজস্ব সিলসিলার অলি-আওলিয়াদের নামের শেষে রাযিয়াল্লাহু 'আনহু যোগ করছে। এভাবে ছাহাবায়ে কেরাম বাদ দিয়ে সালাফদের নামের শেষে রাযিঃ...বাক্য ব্যবহার করা যাবে কি?

-সাঈদুল ইসলাম, মালদা, পশ্চিবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : বিদ্বানদের মাঝে প্রচলন হ'ল- 'রাযিয়াল্লাহ আনহু'কে ছাহাবীদের সাথে খাছ করা হয় এবং অন্যদের ক্ষেত্রে 'রহমাতুল্লাহ'কে। ইমাম যায়লাঈ বলেন, ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে রাযিয়াল্লাহ আনহু, তাবেঈ ও সালাফদের ক্ষেত্রে রাহিমাহুল্লাহ ও সাধারণ আলেমদের ক্ষেত্রে গাফারাহুল্লাহ বলে দো'আ করা উত্তম *(আদ-দুর্রুল মুখতার ৬/৭৫৪; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৫১/২৯৭)*। এর মাধ্যমে ছাহাবী ও অন্যান্যদের পার্থক্য করারও হিকমত নিহিত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিনের জন্য 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' দো'আ করা জায়েয *(তাওবা ৯/১০০; ইবনুল উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/১৪)*। কিন্তু প্রশ্নমতে, বিশেষ কিছু সিলসিলার মানুষের জন্য 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার অসৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করণের অপপ্রয়াস, যা অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতিরোধে মসজিদে জুম'আর ছালাত পরিহার করে বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মহামারীর বিস্তৃতি রোধে মসজিদের জামা'আত বন্ধ থাকাবস্থায় জুম'আর ছালাতের পরিবর্তে বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ এমতাবস্থায় মসজিদে একত্রিত হ'লে একে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। আর ইসলামের মূলনীতি হ'ল, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; আহমাদ হা/২৮৬৭; ছহীহাহ হা/২৫০)*। মহামারীকালীন সতর্কতাস্বরূপ রাসূল (ছাঃ) বলেন, অসুস্থ প্রাণীকে যেন সুস্থ প্রাণীর মাঝে প্রবেশ করানো না হয় *(বুখারী হা/৫৭৭১; মুসলিম হা/২২২১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কুষ্ঠরোগী হ'তে এমনভাবে পলায়ন কর, যেভাবে তোমরা বাঘ থেকে পলায়ন কর' *(বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭; ছহীহাহ হা/৭৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) নিজেও এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদীছে এসেছে- 'ছাকীফদের প্রতিনিধিদলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তি ছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, নিশ্চয় আমি তোমার বায়'আত গ্রহণ করেছি। অতএব তুমি ফিরে যাও। ফলে তিনি শহরের বাইরে থেকেই বাড়ি ফিরে যান *(মুসলিম হা/২২৩১; মিশকাত হা/৪৫৮১; ছহীহাহ হা/১৯৬৮)*। এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে অতি বৃষ্টির কারণে মানুষকে জুম'আয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর মুয়াযযিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ* বলবে, তখন হাইয়া আলাছ-ছালাহ বলবে না, বলবে, ছাল্লু ফী বুয়ূতিকুম (তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে ছালাত আদায় কর)। কিন্তু লোকেরা তা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূল (ছাঃ) তা করেছেন। জুম'আ নিঃসন্দেহে যরূরী। তবে আমি অপসন্দ করি তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে *(বুখারী হা/৯০১; মুসলিম হা/৬৯৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : আমার দুই জায়গায় বাসা রয়েছে। আমি কর্মস্থলে এক সপ্তাহ থেকে বৃহস্পতি ও শুক্রবার পরিবারের নিকট ফিরে যাই। এক্ষণে আমি গৃহে কছর ছালাত আদায় করতে পারব কি?

-ওয়াহীদুযযামান, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় কর্মস্থলকে মূল আবাসস্থল ধরতে হবে। সেই মোতাবেক নিজের গৃহ যদি সফরের দূরত্বে হয়, তবে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনও থাকলেও সেখানে ছালাত ক্বছর করা যাবে *(শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৭; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/২১৪; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/৫৮)*। আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' *(নিসা ৪/১০১; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায়ের বিধান কি?

-আব্দুল্লাহ ফারূক, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করতে হবে। ওমর (রাঃ)-এর আমলে ভাইরাসে বহু মানুষ মারা যায়, যাদের জানাযার ছালাত আদায় করা হয়েছিল *(বুখারী হা/২৬৪৩; আহমাদ হা/১৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৩০২৮)*। ইবনু কুদামা বলেন, যে সকল লোক হত্যা ব্যতীত শহীদ হয়, যেমন মহামারীতে মৃত... ব্যক্তিদের গোসল দেওয়াতে হবে এবং তাদের জানাযার ছালাত আদায় করতে হবে *(মুগনী ২/৩৯৯; ফাৎহুল বারী ৬/৪৩; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ৫১ পৃ.)*। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নির্দেশনা মোতাবেক যদি গোসল দেওয়াতে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তায়াম্মুম করাবে এবং সাধ্যমত নিয়মানুগভাবে কাফন ও দাফনকার্য সমাধা করবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : মহামারী ছড়ানোর ভয়ে মসজিদে মাস্ক

ব্যবহার করে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন *(আবূদাঊদ হা/৯৬৬; তিরমিযী হা/৩৭৮; সনদ হাসান)*। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখ ঢেকে বা মাস্ক ব্যবহার করে ছালাত আদায় করা যাবে *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ১/২৬৮; শায়খ বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১/১১৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪১/১৩৫)*। ইমাম নববী বলেন, ছালাতে মুখ ঢাকা নিষিদ্ধের হাদীছটি অপসন্দনীয়তা জ্ঞাপক, নিষেধাজ্ঞামূলক নয় *(আল-মাজমূ' ৩/১৭৯)*। শায়খ উছায়মীন বলেন, সর্দি-কাশি, ধুলা-বালি, ঠাণ্ডা বা দূর্গন্ধের কারণে মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৫৪/১৪)*। সুতরাং করোনার ভয়াবহতার কারণে মসজিদে আগত মুছল্লীরা মাস্ক ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : গরমে ঘামের দুর্গন্ধ প্রতিরোধে আরব আমিরাতের তৈরী 'ফা' নামক ডিউডোরেন্ট কিনেছি। এতে অন্যান্য উপাদানের সাথে এ্যালকোহলও আছে। এটা ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুরশিদুল ইসলাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : দুর্গন্ধনাশক স্প্রে বা জীবাণুনাশক স্যানিটাইজারে অত্যধিক মাত্রায় এ্যালকোহল থাকলে তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ যা মাদকতা আনে তা খাওয়া, পান করা, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় সবই হারাম *(তিরমিযী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/২৭৭৬, সনদ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/৩৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪, ২২/১৪৪; আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়াহ ৫/২৫)*। তবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যদি মাদকতা আনে না এমন সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তবে তা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া নং ২৮৭; ১২/৩৭০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : ঋণ নিয়ে ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? ফকীর-মিসকীন কিভাবে ফিৎরা আদায় করবে?

-যিয়াউর রহমান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : যাবে। কারণ ফিৎরা ধনী-গরীব সকলের উপর ফরয। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের ঋণ পরিশোধ করে দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৮৪)*। যেহেতু জানের ছাদাক্বা হিসাবে ফিৎরা সকলের উপর ফরয, সেহেতু ফকীর-মিসকীনকেও ফিৎরা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সে ফিৎরা দিবে এবং ফিৎরা গ্রহণও করবে। কিছু বিদ্বানের মতে, কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির নিকট যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য একদিনের চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য মওজূদ থাকে, তাহ'লে তার উপর ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১২-১৩)*। আর ক্রীতদাসের ফিৎরা মনিব আদায় করবে।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করার হুকুম কি?

-শহীদুল্লাহ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : ঈদগাহকে সজ্জিত করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। আর ইবাদতের স্থানকে সাজ-সজ্জায় সুশোভিত করা সিদ্ধ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা একে সুসজ্জিত করবে যেভাবে ইহূদী-নাছারাগণ করত *(আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : করোনা আতঙ্কে জামা'আতে ছালাত আদায়কালে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক কাতার না মিলিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ালে ছালাত হবে কি?

-আবুল কালাম, জয়পুরহাট।

উত্তর : মুছল্লীদের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো ছালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ *(বুখারী হা/৭২৩; মুসলিম হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১০৮৭)*। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহামারীর বিস্তৃতি রোধে ও নিজেকে হেফাযতের লক্ষ্যে জামা'আতে ছালাত আদায়কালে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা এতে শারঈ ওযর বিদ্যমান *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে কুনুতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?

-শামসুল আলম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যেহেতু বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় চেয়ে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা হয়, সেহেতু মহামারীর মত বিপদ থেকে রক্ষা পেতেও তা পাঠ করা যায় *(হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন ২/১১; মিরআ'তুল মাফাতীহ ৪/৩০৩)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বক্তব্য হ'ল, মুসলমানদের উপর শত্রু উপস্থিত হ'লে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, দুনিয়াবী ক্ষতি বা অনুরূপ যেকোন বিপদাপদের সময় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে *(শরহ নববী ৫/১৭৬; 'আওনুল মা'বূদ ৪/২২২)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যেকোন বিপদে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা সুন্নাত, যা মুহাদ্দিছ ফক্বীহগণসহ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/১০৯-১১০)*। তবে একদল বিদ্বানের মতে, মহামারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে কুনূতে নাযেলা পাঠ করার বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব কুনূতে নাযেলার পরিবর্তে মহামারীতে বিপদমুক্তির জন্য পঠিতব্য সাধারণ যে কোন দো'আ পাঠ উচিৎ *(মারদাভী, আল-ইনছাফ, ২/১৭৫; মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ, কিতাবুল ফুরূ' ২/৩৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : সূরা ইনশিরাহ সাতবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-মহিউদ্দীন শেখ, রামপাল, বাগেরহাট।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৭৬)*। কেবল সূরা ইনশিরাহ নয়, বরং যেকোন সূরা পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ' *(ইসরা ১৭/৮২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : যদি পিতা ও পুত্র একই সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাহ'লে কে কার ওয়ারিছ হবে?

-মুবীনুল ইসলাম, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ অবস্থায় কেউ কারো ওয়ারিছ হবে না। বরং জীবিত আত্মীয়রা উত্তরাধিকারী হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তি অপর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে না যতক্ষণ না জানা যাবে যে, কে আগে মারা গেছে *(হাকেম হা/৮০১০; ইমাম মালিক, আল-মুদাউওয়ানাহ ২/৫৯৩৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : আমি একজন ডেকোরেটরের মালিক। আমাকে কি আসবাবপত্রের যাকাত দিতে হবে?

-শফীকুল ইসলাম, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : ভাড়ায় ব্যবহৃত ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই *(বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২; ইবনুল উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ১৮/২০৮)*। যেহেতু ডেকোরেটরের পণ্য ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়, অতএব এতে যাকাত নেই। তবে ভাড়া থেকে প্রাপ্ত সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে, যদি তা নিছাব পরিমাণ হয়।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : মসজিদে প্রবেশকালে উচ্চৈস্বরে সালাম প্রদান করা যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, বাগানগাছি, দিনাজপুর।

উত্তর : মসজিদে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক স্বরে সালাম দেয়া যাবে *(বুখারী হা/৭৫৭; মুসলিম হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৭৯০)*। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও কেউ সালাম দিলে আঙ্গুলের ইশারায় তার জবাব দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১০১৩)*। তবে জামা'আত চলা অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে সালাম না দেওয়াই উত্তম। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হ'তে পারে *(আবুদাউদ হা/৯২৩, ৯২৮; ছহীহাহ হা/৩১৮; মিশকাত হা/৯৭৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : কবরে মাটি দেওয়ার সময় কোন দো'আটি পাঠ করতে হবে?

-এস, এম ফযলে রাব্বী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কবরে মাটি দেওয়ার সময়ে পঠিতব্য কোন দো'আ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং কেবল বিসমিল্লাহ বলাই যথেষ্ট *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৮/৯২)*। এ সময় *'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা'* *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)* পড়ার ব্যাপারে বর্ণিত দো'আটির সনদ জাল *(আহমাদ হা/২২২৪১; তালখীছ পৃঃ ১০২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৫৩, টীকা দ্রঃ, মাসআলা নং ১০৬ দ্রঃ)*। অনুরূপভাবে *আলা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বা-নি ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে...* পড়ার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : করোনা ভাইরাসের কারণে ধারাবাহিকভাবে জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদের পরিবর্তে বাড়িতে বা মহল্লায় জুম'আ কায়েম করা যাবে কি?

-আবুল বাশার, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ ওযরের কারণে জুম'আর পরিবর্তে বাড়িতে জামা'আতে যোহরের ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার আদায়কৃত ছালাত আল্লাহ কবুল করবেন না *(আবূদাঊদ হা/৫৫১; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*। আর ভয়-ভীতি বা অসুস্থতা ও মহামারী ছড়িয়ে পড়া একটি বড় ওযর। সেজন্য বাড়িতে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে জুম'আ রহিত করে বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৯০১; মুসলিম হা/৬৯৯)*।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাড়িতে জুম'আ কায়েম করার ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। একদল বিদ্বানের মতে, জুম'আর ছালাতের জন্য কেবল জামা'আত শর্ত। এজন্য মসজিদ বা নির্ধারিত সংখ্যক মুছল্লী শর্ত নয় *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/২৪৬-৪৮; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৫০; শাওকানী, আস-সায়লুল জার্রার ১৮২ পৃ.)*। সুতরাং বিশেষ ওযরবশত কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী থাকলে একজন খুৎবা পাঠের মাধ্যমে বাড়িতে জুম'আ কায়েম করা যাবে। যেমন বাহরায়েনবাসীর প্রতি এক লিখিত ফরমানে ওমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক, জুম'আ আদায় কর' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আলবানী, ইরওয়া হা/৫৯৯, ফাৎহুল বারী হা/৮৯২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ছালাতুর রাসূল ১৯০-৯২ পৃ.)*। এছাড়া একটি গ্রামে বা মহল্লায় সর্বনিম্ন তিনজন ব্যক্তি থাকলেই জুম'আ কায়েম করা যাবে। তবে শর্ত হ'ল খুৎবা এবং জামা'আত হ'তে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ২/৮৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২১০, ২৬৩; উছায়মীন, নূরুন 'আলাদ দারব ১৮৮/৩৯)*। তবে সমকালীন অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, এমতাবস্থায় বাড়িতে বাড়িতে সাময়িক জুম'আ কায়েম করা সিদ্ধ হবে না। কেননা জুম'আ সাধারণ জামা'আতের মত নয়। এতে জুম'আর মূল তাৎপর্য ব্যাহত হবে এবং এর বিশেষত্ব নষ্ট হবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন বৃষ্টির কারণে বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, জুম'আর নির্দেশ দেননি। সুতরাং মহামারীর কারণে মসজিদে যেতে না পারলে বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করবে এবং এতেই সে জুম'আর ছওয়াব পেয়ে যাবে *(বুখারী হা/২৯৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/১৯৬)*। এই মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তবে কেউ বাড়িতে জুম'আ পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, 'যে ব্যক্তি অলসতা করে (বিনা কারণে) পরপর তিনটি জুম'আ ত্যাগ করে, মহান আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন' *(আবূদাঊদ হা/১০৫২; তিরমিযী হা/৫০০; ইবনু মাজাহ হা/১১২৬)* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি বর্তমান অবস্থায় প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমানে শারঈ ওযর বিদ্যমান।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম www.ahlehadeethbd.org

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

(বালক ও বালিকা শাখা)

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহ্বান

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন একদল দ্বীনদার আলেম ও তাক্বওয়াশীল যোগ্য নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর শিক্ষা বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন যেলায় কয়েকটি যুগোপযোগী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া আম চত্বর সংলগ্ন **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'** যার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বালক ও বালিকা শাখায় হিফয ও কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) শ্রেণী সহ এ বছর অধ্যয়নরত আছে ১৮০০ ছাত্র-ছাত্রী। অত্র মারকায সহ সারা দেশে ইয়াতীম-ইয়াতীমা প্রতিপালিত হচ্ছে তিন শতাধিক। প্রতিজন ইয়াতীমের জন্য মাসিক ব্যয় ৩ হাযার টাকা এবং ৩০০ ইয়াতীমের বার্ষিক ব্যয় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। উভয় শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় সহ বার্ষিক মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

মারকাযের বালিকা শাখাটি বালক শাখার অনতিদূরে ৯ বিঘা জমির উপরে পৃথক ক্যাম্পাসে অবস্থিত। বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধির জন্য তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের 'মাস্টার প্ল্যান' প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। সেখানে ইতিমধ্যে একটি ৮ তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া মারকাযের বালক শাখায় ইয়াতীমদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট পৃথক একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন, নেকী অর্জনের অনন্য মাস রামাযানে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের দানের হাত বাড়িয়ে দিন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন! যাকাত-ফিৎরা, ছাদাক্বা ও এককালীন দান সরাসরি রশিদের মাধ্যমে অথবা নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাব ও বিকাশ/ডাচ বাংলা নম্বর সমূহের মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে কবুল করুন- আমীন।

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

অবকাঠামো নির্মাণের জন্য :
ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য :
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জেনারেল ফাণ্ড, সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০৩৬৯০/৭, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পের জন্য :
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯
ডাচ বাংলা : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯৯

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

www.at-tahreek.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৮ম সংখ্যা, মে ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ (বাক্বারাহ ১৮৩)। ‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)।

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪১, বঙ্গাব্দ : ১৪২৭, খৃষ্টাব্দ : ২০২০

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
হিজরী	খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ		ঘণ্টা-মিনিট	ঘণ্টা-মিনিট
০১ রামাযান	২৫ এপ্রিল	১২ বৈশাখ	শনিবার	৪:০৯	৬:২৫
০২ রামাযান	২৬ এপ্রিল	১৩ বৈশাখ	রবিবার	৪:০৮	৬:২৫
০৩ রামাযান	২৭ এপ্রিল	১৪ বৈশাখ	সোমবার	৪:০৭	৬:২৬
০৪ রামাযান	২৮ এপ্রিল	১৫ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৪:০৬	৬:২৬
০৫ রামাযান	২৯ এপ্রিল	১৬ বৈশাখ	বুধবার	৪:০৫	৬:২৭
০৬ রামাযান	৩০ এপ্রিল	১৭ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৪:০৪	৬:২৭
০৭ রামাযান	০১ মে	১৮ বৈশাখ	শুক্রবার	৪:০৩	৬:২৮
০৮ রামাযান	০২ মে	১৯ বৈশাখ	শনিবার	৪:০২	৬:২৮
০৯ রামাযান	০৩ মে	২০ বৈশাখ	রবিবার	৪:০১	৬:২৯
১০ রামাযান	০৪ মে	২১ বৈশাখ	সোমবার	৪:০০	৬:২৯
১১ রামাযান	০৫ মে	২২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৪:০০	৬:৩০
১২ রামাযান	০৬ মে	২৩ বৈশাখ	বুধবার	৩:৫৯	৬:৩০
১৩ রামাযান	০৭ মে	২৪ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৩:৫৮	৬:৩০
১৪ রামাযান	০৮ মে	২৫ বৈশাখ	শুক্রবার	৩:৫৭	৬:৩১
১৫ রামাযান	০৯ মে	২৬ বৈশাখ	শনিবার	৩:৫৬	৬:৩১
১৬ রামাযান	১০ মে	২৭ বৈশাখ	রবিবার	৩:৫৬	৬:৩২
১৭ রামাযান	১১ মে	২৮ বৈশাখ	সোমবার	৩:৫৫	৬:৩৩
১৮ রামাযান	১২ মে	২৯ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৩:৫৪	৬:৩৩
১৯ রামাযান	১৩ মে	৩০ বৈশাখ	বুধবার	৩:৫৪	৬:৩৪
২০ রামাযান	১৪ মে	৩১ বৈশাখ	বৃহস্পতি	৩:৫৩	৬:৩৪
২১ রামাযান	১৫ মে	০১ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩:৫২	৬:৩৫
২২ রামাযান	১৬ মে	০২ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	৩:৫২	৬:৩৫
২৩ রামাযান	১৭ মে	০৩ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩:৫১	৬:৩৬
২৪ রামাযান	১৮ মে	০৪ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	৩:৫০	৬:৩৬
২৫ রামাযান	১৯ মে	০৫ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	৩:৫০	৬:৩৬
২৬ রামাযান	২০ মে	০৬ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	৩:৪৯	৬:৩৭
২৭ রামাযান	২১ মে	০৭ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	৩:৪৯	৬:৩৭
২৮ রামাযান	২২ মে	০৮ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩:৪৮	৬:৩৮
২৯ রামাযান	২৩ মে	০৯ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	৩:৪৮	৬:৩৮
৩০ রামাযান	২৪ মে	১০ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩:৪৭	৬:৩৯

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

(সাহারীর শেষ সময়)

ঢাকার সময়ের সাথে নোয়াখালী, কক্সবাজার, গাযীপুর, রংপুর, গাইবান্ধা

ঢাকার সময়ের পূর্বে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
শেরপুর, জামালপুর, লালমণিরহাট, নরসিংদী	১ মিনিট	টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা	২	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ভোলা, শরীয়তপুর
কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বান্দরবান	৩	ঠাকুরগাঁও, মাদারীপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, জয়পুরহাট, দিনাজপুর
নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি	৪	নওগাঁ, রাজবাড়ী, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী
হবিগঞ্জ	৫	নাটোর, মাগুরা, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, গোপালগঞ্জ
	৬	নড়াইল, রাজশাহী, বরগুনা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ
সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার	৭	চুয়াডাঙ্গা, যশোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
সিলেট	৮	সাতক্ষীরা, মেহেরপুর

(ইফতারের সময়)

ঢাকার সময়ের সাথে নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর

ঢাকার সময়ের পূর্বে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, বরগুনা, শরীয়তপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল	১ মিনিট	নেত্রকোনা, গাযীপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর	২	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, মানিকগঞ্জ
হবিগঞ্জ, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা	৩	নড়াইল, টাঙ্গাইল
মৌলভীবাজার, সিলেট, নোয়াখালী	৪	জামালপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ
ফেনী	৫	পাবনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া
	৬	গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া
খাগড়াছড়ি	৭	মেহেরপুর, নাটোর, কুড়িগ্রাম
চট্টগ্রাম	৮	রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, লালমণিরহাট, রংপুর
রাঙ্গামাটি	৯	
কক্সবাজার, বান্দরবান	১০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, নীলফামারী
	১২	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences.

www.at-tahreek.com